পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 160 Tuesday, 12 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৬০ সংখ্যা ❋ ২৮ বৈশাখ ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ১২ মে ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘পাচার আর সিন্ডিকেট রাজ আজ থেকেই অতীত’

ডিএম-এসপিদের বৈঠকে ডেডলাইন দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মেঃ নবান্ন থেকে জেলা প্রশাসনকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার রাজ্যের সমস্ত জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তিনি স্পষ্ট করে দেন, তাঁর জমানায় দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনই হবে অগ্রাধিকার। গরু পাচার থেকে শুরু করে বালি-সব ধরণের অবৈধ কারবার বন্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর ৫টি প্রধান নির্দেশ- ১. গরু পাচারে পূর্ণচ্ছেদ। মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছেন, রাজ্যে গরু পাচার পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। বর্ডার বা রাজ্য সড়ক-কোথাও যেন এই সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ আর না আসে, তা সুনিশ্চিত করতে হবে পুলিশ সুপারদের। **২. কয়লা, বালি ও সিন্ডিকেট রাজের অবসান।** কয়লা ও বালি পাচার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এদিন নির্দেশ দেন, এই সব বেআইনি কারবার এবং প্রোমোটারি ক্ষেত্রে ‘সিন্ডিকেট রাজ’ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সাধারণ মানুষ যেন নির্ভয়ে ব্যবসা বা বাড়ি তৈরির কাজ করতে পারেন। **৩. সরকারি জমি দখলমুক্ত রাখা।** যত্রতত্র সরকারি জমি দখল বা জবরদখল নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, সরকারি জমি রক্ষা করতে হবে এবং কোনো বেআইনি নির্মাণ সহ্য করা হবে না। **৪. দুর্নীতিমুক্ত সরকার।** দুর্নীতি মুক্ত হবে এই সরকার-সচিবদের পর ডিএম-দেরও এই মূলমন্ত্র মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। যেখানেই দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, সেখানেই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। **৫. উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত করা।** নির্বাচনের কারণে দীর্ঘ সময় আদর্শ আচরণবিধি চালু ছিল। ফলে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ থমকে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, বিধায়করা শপথ নিলেই জেলা শাসকরা যেন তাঁদের সঙ্গে এবং জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। থমকে থাকা কাজগুলো দ্রুত চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, জেলা স্তরের প্রতিটা কাজের খবর সরাসরি নবান্নে পৌঁছাবে। উন্নয়নের কাজে যাতে কোনো রাজনৈতিক রঙ না লাগে এবং প্রকল্পের টাকা সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেটাই হবে নতুন সরকারের লক্ষ্য। আজ সচিবদের অভয় দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘সরকারের কাজ সরকারের মতো করুন। সকলে যেভাবে সরকারি কাজ করে, সেই ভাবেই সরকারি কাজকে মান্যতা দিতে হবে। এমনকী, তিনি এও বলেছেন, মাথা উঁচু করে কাজ করুন। কোনও সমস্যা হলে সরাসরি বলবেন। ভয় পাবেন না। আলাদা করে অনুপ্রেরণার প্রয়োজন নেই।’’ বস্তুত, গত পনেরো বছরে বারংবার সরকারি কাজের ক্ষেত্রে ‘অনুপ্রেরণা’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আজ সেই বিষয়টিই বলতে গিয়ে বুঝিয়েছেন, সরকারি কাজের ক্ষেত্রে আলাদা করে কাউকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। শুভেন্দু বলেন, ‘‘সরকারি মঞ্চে বা মিডিয়ার সামনে কোনও আধিকারিককে অপমান করা কিংবা নাম ধরে তুই-তুমি করে সম্বোধন করার রীতিকে আমি সমর্থন করি না। প্রশাসনের প্রতিটি আধিকারিককে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েই সরকার পরিচালিত হবে। সকল আমলার জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হবে। কেউ দায়িত্বে গাফিলতি বা ভুল করলে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে এবং প্রয়োজন হলে উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।’’ রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ,অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার সচিব রাজেশ পান্ডে ও শিল্প দফতরের সচিব বন্দনা যাদব।

ইডির হাতে গ্রেপ্তার প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মেঃ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে গ্রেপ্তার হলেন রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, এদিন সকাল ১০টায় সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দপ্তরে হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলে সমুদ্র বসু এবং আইনজীবী। সাড়ে ১০ ঘণ্টা জেরা করার পরে গ্রেপ্তার হয়েছে সুজিতকে। ইডি সূত্রে খবর, বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি এবং অসহযোগিতা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। এর আগে একই মামলায় কোর্টের নির্দেশে ১ মে ইডি দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন সুজিত। প্রায় ৯ ঘণ্টা সিজিও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাঁকে। ইডি দপ্তর থেকে বেরিয়ে সুজিত দাবি করেছিলেন, যেই মামলায় ইডি তাঁকে ডেকেছে, সেই মামলায় সিবিআই ইতিমধ্যেই চার্জশিট পেশ করে দিয়েছে। সেই চার্জশিটে তাঁর নাম নেই। সুজিতের বয়ান খতিয়ে দেখে ফের তাঁকে তলব করে ইডি। সোমবার সকালে ইডি দপ্তরে আসেন প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী। পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেই তাঁক জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম এবং হালিশহর-সহ বিভিন্ন পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক কারচুপি হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সেই দুর্নীতি

মামলায় অয়ন শীল ও অন্যান্য অভিযুক্তদের জেরা করে ইডি। সেই সময় অয়নের বাড়ি থেকে বেশ কিছু নথিও উদ্ধার হয়। সেই উদ্ধার হওয়া নথির ভিত্তিতে দুই হেভি ওয়েট নেতার নাম উঠে আসে। রথীন ঘোষ ও সুজিত বসু। দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান হিসেবে থাকাকালীন ওই পুরসভার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন তাঁর সময়ে হওয়া নিয়োগের বিষয়ে তথ্য জানতেই তলব করেছিল তাঁকে। সুজিতের বাড়ি ও তাঁর রেস্তোরাঁ এবং তাঁর ছেলের রেস্তোরাতেও তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। গত ১ মে সুজিত তদন্তকারীদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর আরও কিছু নতুন তথ্য-সহ তাঁকে তলব করা হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। আজ হাজিরা দিয়েছিলেন তিনি। চলে সাড়ে দশ ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদ। আর তারপরই গ্রেফতার হলেন সুজিত। আর তাঁর গ্রেফতারির পর কার্যত চাপ বাড়ল রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্য-মন্ত্রী রথীন ঘোষের। কারণ, তাঁকেও তলব করেছিল ইডি। তবে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি এখনও হাজিরা দিতে পারেননি।

শুভেন্দুর মন্ত্রিসভায় শুরু দপ্তর বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মেঃ বিগ্রেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করেছিলেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল-সহ মোট ৫ জন। কিন্তু তখন দপ্তর বন্টন হয়নি। সোমবার থেকে শুরু হল শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার দপ্তর বন্টন। একনজরে দেখে নিন কোন দায়িত্বে দিলীপ-অগ্নিমিত্রারা। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে ১৫ বছরের তৃণমূল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। তৃণমূলের হাত থেকে ক্ষমতা গিয়েছে বিজেপির কাছে। রাজ্যের দায়িত্বে এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা ঘনিষ্ঠ শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নবান্নে একাধিক বৈঠক করেন তিনি। এদিনই শুরু হয়েছে দপ্তর বণ্টন প্রক্রিয়া। তৃণমূল সরকারের শেষ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী ছিলেন উদয়ন ঘোষ। বিজেপির সরকারে সেই দায়িত্বে উদয়নের চির প্রতিদ্বন্দ্বী নিশীথ প্রামাণিক। রেশন দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিত্ব খোয়াতে হয়েছিল তৃণমূল সরকারের তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। পরবর্তীতে সেই দায়িত্ব পেয়েছিলেন রথীন ঘোষ। এবার খাদ্য দপ্তরের ভার পেলেন মতুয়া সমাজের প্রতিনিধি অশোক কীর্তনিয়া। বঙ্গ বিজেপির দাবাং নেতা দিলীপ ঘোষ কোন দপ্তরের দায়িত্ব পান, সেদিকে নজর ছিল সকলেরই। জানা যাচ্ছে, তিনটি দপ্তরের ভার তাঁর কাঁধে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, কৃষি বিপণন। অগ্নিমিত্রা পল পেয়েছেন নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্ব, পুর বিষয়ক দপ্তরও দেখবেন তিনিই। ক্ষুদিরাম টুডুর দায়িত্বে আদিবাসী উন্নয়ন, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, মাদ্রাসা বোর্ড এডুকেশন।

। একনজরে শুভেন্দুর মন্ত্রিসভা।

দিলীপ ঘোষ- পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, কৃষি বিপণন
অগ্নিমিত্রা পল- নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর, পুর বিষয়ক
নিশীথ প্রামাণিক - উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ
অশোক কীর্তনীয়া- খাদ্যমন্ত্রী
ক্ষুদিরাম টুডু- আদিবাসী উন্নয়ন, অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, মাদ্রাসা বোর্ড এডুকেশন

ঢুকেই ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’ শুভেন্দুর, এবার চাকরি যাবে এঁদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মেঃ প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। অবসরের পরও কাজ চালিয়ে যাওয়া সরকারি আধিকারিকদের চাকরি খারিজ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নতুন কমিশনের। এর আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুক্ষেত্রে অবসরের পরও আধিকারিকদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে এবার যে সেটা হবে না, তাই জানালেন নয়া মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুর নির্দেশ, বিভিন্ন বোর্ড, সংস্থা ও পাবলিক সেক্টর ইউনিটের মনোনিত সদস্য, ডিরেক্টর ও

চেয়ারপার্সনদের মেয়াদ অবিলম্বে শেষ করতে হবে। সব দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব ও সচিবদের কাছে পাঠানো হয়েছে চিঠি। ৬০ বছরের বেশি বয়সে পুনর্নিয়োগ বা চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়া আধিকারিকদের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে এই নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, রাজ্যের বিভিন্ন দফতরে ৯০০-র বেশি উপদেষ্টা ও ওএসডি চাকরি করছিলেন। তাঁদের পুনর্নিয়োগ করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালীন সরকার। এদের মধ্যে যাঁদের বয়স ষাট বছরের উর্ধ্বে, তাঁদেরই চাকরি খারিজের নির্দেশ। আজ আমলাদেরও বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেছেন, মাথা উঁচু করে কাজ করুন। কোনও সমস্যা হলে সরাসরি বলবেন। ভয় পাবেন না। আলাদা করে অনুপ্রেরণার প্রয়োজন নেই। তাঁর আরও সংযোজন, সরকারের কাজ সরকারের মতো করুন। সকলে যেভাবে সরকারি কাজ করে, সেই ভাবেই সরকারি কাজকে মান্যতা দিতে হবে। বস্তুত, রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ,অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার সচিব রাজেশ পান্ডে ও শিল্প দফতরের সচিব বন্দনা যাদব।

সরকারি বাসে এবার বিনামূল্যে যাতায়াত মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মেঃ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই নারীর উন্নয়নে জোর দিয়েছিল। ক্ষমতায় এলে তারা কী কী করবে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল-অন্নপূর্ণা ভান্ডার ও সরকারি বাসে যাতায়াত। কিন্তু কবে থেকে মিলবে এই সকল সুবিধা সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠছিল। আর এবার সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন বিজেপি বিধায়ক। বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ নবান্নের বাইরে দাঁড়িয়ে এ দিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘নতুন সরকারের আজই প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক ছিল। আমাদের সব বিধায়কদের ডাকা হয়েছিল। শুভেন্দুদা অনেক পরামর্শ দিলেন। এতদিন বাংলার মানুষ যে সকল সুবিধা পাননি সেগুলি পেয়ে যাবেন। জুন

মাসের প্রথম থেকেই অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পাবেন, সরকারি বাসে মহিলারা ফ্রি-তে যাতায়াত করতে পারবেন।’’ রাজ্যে তৃণমূল সরকার যতদিন ছিল তাদের অন্যতম ভোট ব্যাঙ্ক ছিল মহিলারা। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের উন্নয়নে ‘অন্নপূর্ণা ভান্ডার’ প্রকল্প চালু করেছিলেন। ৫০০ টাকা থেকে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল, তা বেড়ে বর্তমান সময়ে ১৫০০ টাকা হয়। বিজেপি নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দেয়, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু হবে। সেখানে মাসে ৩ হাজার টাকা করে পাবেন মহিলারা। শুধু তাই নয়, সরকারি বাসে মহিলাদের যাতায়াত বিনামূল্যে করে দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি ছিল গেরুয়া শিবিরের। এই সুবিধা যদিও তৃণমূল আমলে ছিল না। এরপর বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই জল্পনা ছড়ায় কবে এই প্রকল্প চালু হবে? আজ তারই উত্তর দিলেন বিধায়ক।

বাংলার নতুন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মেঃ গত কয়েক দিন ধরে জল্পনা চলছিলই। সোমবার তাতে সিলমোহর পড়ল। পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিলেন ১৯৯০ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। যিনি এতদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। আর বিদায়ী মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে দিল্লির পশ্চিমবঙ্গ ভবনের প্রধান রেসিডেন্ট কমিশনার পদে বদলি করা হয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকেই তাঁর ঠিক বাম পাশে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল মনোজ আগরওয়ালকে। তখনই গুঞ্জন শুরু হয় যে, প্রশাসনের শীর্ষ পদে বড় কোনও রদবদল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বিকেলেই নবান্নের কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নিয়োগের কথা জানানো হয়। বিধানসভা ভোট চলাকালীন মনোজ আগরওয়াল ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সেই সময় থেকেই নবান্নের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল, ক্ষমতার পরিবর্তন হলে মনোজ আগরওয়াল এবং সুব্রত গুপ্তর মতো পোড়খাওয়া আমলারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ফিরতে পারেন। তার কারণ, এই দু’জনের তত্ত্বাবধানের কারণেই এত বছর পর সুস্থ ভোট দেখেছে বাংলা। সেই পূর্বাভাসই মিলে গেল। শনিবারই অবসরপ্রাপ্ত আইএএস সুব্রত গুপ্তকে মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা করা হয়। আর সোমবার মুখ্যসচিবের দায়িত্ব পেলেন মনোজ। ৯৩ ব্যাচের আইএএস দুষ্মন্ত নারিয়ালা এত দিন রাজ্যের মুখ্যসচিবের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। সোমবারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, তাঁকে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদমর্যাদায় দিল্লির পশ্চিমবঙ্গ ভবনের প্রধান রেসিডেন্ট কমিশনার করা হয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা এবং বকেয়া আদায় সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে গতি আনতেই এই অভিজ্ঞ আধিকারিককে দিল্লিতে ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়েছে নতুন সরকার। সিনিয়র আইএএস আধিকারিক হিসেবে মনোজ আগরওয়ালের কাজের মেয়াদ এখনও রয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং নির্বাচন পরিচালনার দক্ষতা নজরে ছিল নতুন মুখ্যমন্ত্রীর। শুভেন্দু অধিকারীর এই ‘কোর টিম’ সাজানোর ধরণ দেখে স্পষ্ট যে, তিনি প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে এমন ব্যক্তিদেরই রাখতে চাইছেন যাঁদের ওপর তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

১ জুন থেকেই চালু হবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দ্বিগুণ টাকা পাবেন বাংলার মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মেঃ নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শনিবার শপথ নিয়েছেন। দু’দিন পরই অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু নিয়ে বড় বার্তা। কবে চালু হচ্ছে মহিলাদের জন্য এই প্রকল্প, তা জানালেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ। সোমবার নবান্নের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, জুন থেকেই বাংলার মহিলারা অন্নপূর্ণা ভান্ডারে মাসে ৩ হাজার টাকা করে পাবেন। নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি সব পূরণ করা হবে বলে তিনি জানালেন। শনিবার শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। সোমবার নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। বিজেপি বিধায়করাও এদিন নবান্নে এসেছিলেন। শুভেন্দু তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপরই নবান্নের বাইরে দাঁড়িয়ে আনন্দময় বর্মণ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব সুযোগ সুবিধা বাংলার মানুষ এতদিন পাননি, সেগুলো তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন। এরপরই বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘আমাদের যেসব প্রতিশ্রুতি ছিল, যেমন অন্নপূর্ণা ভান্ডার জুন মাসের প্রথম থেকে বাংলার মা, দিদি, বোনেরা পেয়ে যাবেন। জুন থেকেই সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধাও পাবেন তাঁরা।’’ পাঁচ বছর আগে বাংলায় মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প চালু করেছিল তৎকালীন তৃণমূল সরকার। ২ দফায় লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাতা বাড়ে। তফসিলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের মাসে ১৭০০ টাকা ও অন্য মহিলারা লক্ষ্মীর ভান্ডারে ১৫০০ টাকা পান। বিজেপি নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দেয়, ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু হবে। সেখানে মাসে ৩ হাজার টাকা করে পাবেন মহিলারা। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্প কবে চালু হবে, তা নিয়ে জল্পনা ছড়ায়। এদিন নবান্নে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দেন, বিগত সরকারের চালু থাকা কোনও প্রকল্পই বন্ধ হবে না। তখনই প্রশ্ন ওঠে, অন্নপূর্ণা ভান্ডার কবে চালু হবে? সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ জানিয়ে দিলেন, জুন থেকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা পাওয়া যাবে।

রাষ্ট্রপতির সিলমোহর পড়েছিল আগেই, এবার বাড়ল বরাদ্দ, জুলাইয়ে শুরু ‘ভিবিজিরামজি’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ মেঃ নাম বদল আগেই হয়েছিল, এবার বদলে গেল কাজের ধাঁচ এবং সময়সীমাও। আগামী ১ জুলাই থেকে দেশজুড়ে কার্যকর হচ্ছে ‘বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’ বা সংক্ষেপে ‘জিরামজি’। সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র জানিয়েছে, এই প্রকল্পের আওতায় এখন থেকে গ্রামীণ ভারতের শ্রমিকরা ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চয়তা পাবেন। সেই সঙ্গে বরাদ্দ করা হয়েছে বিপুল অঙ্কের টাকা। সংসদে বিল পাশ এবং রাষ্ট্রপতির সিলমোহর আগেই পড়েছিল। এদিন কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের জন্য ৯৫ হাজার ৬৯২ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছে। ২০৪৭ সালের ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই নতুন প্রকল্পের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। মোদি সরকারের লক্ষ্য, ২০৪৭ সালের মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতির

ভোল বদলে দেওয়া। নতুন ‘জিরামজি’ প্রকল্পে একগুচ্ছ বড় বদল আনা হয়েছে। কাজের মেয়াদ বাড়িয়ে, ১০০ দিনের পরিবর্তে এখন থেকে প্রতিটি পরিবারের সাবালক স্বেচ্ছাসেবক বছরে ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি পাবেন। পাশাপাশি, মজুরি সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। এর সঙ্গে রয়েছে, কড়া সময়সীমা. মাস্টার রোল বন্ধ হওয়ার এক সপ্তাহ বা সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি মিটিয়ে দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়া রয়েছে ক্ষতিপূরণ। যদি নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি না পাওয়া যায়, তবে আইনের নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পাবেন। অনেকের মনেই প্রশ্ন ছিল, প্রকল্প বদলে গেলে পুরনো জব কার্ডগুলো কি বাতিল হয়ে যাবে? কেন্দ্র স্পষ্ট জানিয়েছে, বর্তমান জব কার্ডগুলি সম্পূর্ণ বৈধ থাকবে। ১ জুলাইয়ের মধ্যে এমজিএনআরইজিএ থেকে ‘জিরামজি’তে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি যাতে নির্বিঘ্নে হয়, তার জন্য প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাচক্রে, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের ঠিক পরেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্র। রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া এবং অনিয়ম নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত তুঙ্গে ছিল। এবার নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই কেন্দ্রের এই নয়া প্রকল্পের বাস্তবায়ন বাংলায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা তপন ঘোষের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেংদু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১১ মেঃ হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা ও রাষ্ট্রবাদী নেতা তপন ঘোষের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন - রাষ্ট্রবাদী নেতা, হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শ্রী তপন ঘোষ মহোদয়ের জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি।উল্লেখ্য, হিন্দু সংহতি ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে তপন ঘোষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, যা মূলত পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিয়ে কাজ করে।

জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ মেঃ জাতীয় প্রযুক্তি দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি উল্লেখ করেন, মোদী সরকার একাধিক যুগান্তকারী উদ্যোগের মাধ্যমে প্রযুক্তিবিদদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের প্রবৃদ্ধিকে চালিত করছে। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স মাধ্যমে জানান, জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের প্রযুক্তিবিদ এবং প্রযুক্তিপ্রেমী তরুণদের শুভেচ্ছা। মোদী সরকার একাধিক যুগান্তকারী উদ্যোগের মাধ্যমে প্রযুক্তিবিদদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতের প্রবৃদ্ধিকে চালিত করছে। এই দিনটি যেন তাঁদের সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে এবং মহত্ত্বের পথে আমাদের যাত্রাকে আরও ত্বরান্বিত করতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

তৃণমূল আমলে তফসিলি শংসাপত্র নিয়ে ‘দুনীতি’র অভিযোগ ক্ষুদিরাম টুডুর

বাঁকুড়া, ১১ মে ঃ তৃণমূল আমলে তফসিলি শংসাপত্র নিয়ে ‘দুনীতি’হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বাঁকুড়ার রানিবাঁধের বিজেপি বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু। রবিবার তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে বহু ভুয়ো ও গরমিল থাকা তফসিলি শংসাপত্র (এসসি সার্টিফিকেট) তৈরি হয়েছে। এইসব শংসাপত্র ব্যবহার করে অনেকে সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। তিনি এও জানান, মন্ত্রী হিসাবে কাজের শুরুতেই এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করবেন। তিনি বলেন, যেসব সরকারি আধিকারিকদের মাধ্যমে জাতিগত শংসাপত্র প্রদানে অনিয়ম হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিধায়ক ক্ষুদিরাম বলেন, ভুয়ো শংসাপত্রের ভিত্তিতে যাঁরা সরকারি সুবিধা ভোগ করছেন, তাঁদের সুবিধা বাতিল করা হবে। তবে শুধু দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই নয়, জনজাতি সমাজের উন্নয়নই তাঁর মূল লক্ষ্য বলে জানান তিনি খবর সূত্র জানি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিশ্বের কোনও শক্তি ভারতকে নত করতে পারে নাঃপ্রধানমন্ত্রী

গির সোমনাথ, ১১ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার গুজরাটের গির সোমনাথে, সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মিত মন্দিরটির উদ্বোধনের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ‘ সোমনাথ অমৃত মহোৎসব’-এ যোগ দেন। এই মহোৎসবে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের কোনও শক্তি ভারতকে নত করতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাত্র কয়েক মাস আগেই আমি এখানে এসেছিলাম-ঠিক তখন, যখন আমরা ‘ সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব’ উদযাপন করছিলাম। প্রথমবার ধ্বংস হওয়ার এক হাজার বছর পরেও, সোমনাথের সেই অবিনশ্বর চেতনার জন্য আমরা গর্ব অনুভব করেছিলাম। আর এখন যখন আমরা এর আধুনিক রূপের প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার ক্ষণটি উদযাপন করছি, তখন আমরা কেবল দু’টি আয়োজনে অংশগ্রহণই করছি না বরং মহাদেব আমাদের সহনশীলতা ও আস্থার এক সহস্র বছরের যাত্রার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাদেবের দিব্য উপস্থিতি, আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি, গৈরিক পতাকার দীপ্তি, শিল্প-সংগীত ও নৃত্যের প্রাণবন্ত পরিবেশনা, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, গর্ভগৃহে অবিরাম ‘শিব পঞ্চাক্ষরী’ জপ এবং সমুদ্রের গর্জনরত ঢেউ-সবকিছু মিলে এমন এক আবহ সৃষ্টি করে, যেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক সুরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বলছেঃজয় সোমনাথ। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সেই সময়ে, সমগ্র বিশ্ব ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। তবে, অটলজির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার প্রমাণ করে দিয়েছিল যে-আমাদের কাছে দেশই সবার আগে। বিশ্বের কোনও শক্তিই ভারতকে নত করতে কিংবা চাপের মুখে ফেলতে পারে না।

তামিলনাড়ু বিধানসভার অধিবেশন শুরু, বিজয়-সহ অন্যান্যরা বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়েছেন

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা), ১১ মে ঃ নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে তামিলনাড়ু বিধানসভার প্রথম অধিবেশন সোমবার শুরু হয়েছে। অস্থায়ী অধ্যক্ষ এম ভি কারুপ্পাইয়া নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথবাক্য পাঠ করান। তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে) প্রধান সি জোসেফ বিজয়ের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারকে এই মাসের ১৩ তারিখের মধ্যে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে।তামিলনাড়ু মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয় এদিন সকালে পেরাম্বুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তামিলনাড়ুর মন্ত্রী এন আনন্দ, আধব অর্জুন, ডক্টর কেজি অরুণরাজ, এবং কেএ সেনগোত্তাইয়ান বিধানসভার সদস্য (এমএলএ) হিসাবে শপথ নিয়েছেন।এছাড়াও ডিএমকে বিধায়ক উদয়নিধি স্টালিন চেপাউক-থিরুভালিকেনি কেন্দ্রের বিধায়ক হিসাবে শপথ নিয়েছেন। এআইএডিএমকে-র সাধারণ সম্পাদক ই পালানিস্বামী এডাপ্পাদি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ডিএমকে নেতা ও পনিরসেলভম বোদিনায়াক্কানুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন।

কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বিমানের টায়ারে আগুন, সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত

কাঠমান্ডু(সংবাদ সংস্থা), ১১ মে ঃ নেপালের কাঠমান্ডুর ত্রিভূবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অবতরণের সময় আগুন ধরে গেল একটি বিমানে। তুরস্কের ওই বিমানে ২৭৮ জন যাত্রী ও ১১ জন ক্রুসদস্য ছিলেন। আগুন নেভানোর পর সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। এসপি রাজকুমার সিলাওয়াল বলেন, তুর্কি এয়ারলাইন্সের টিকে ৭২৬ বিমানটি ইস্তানবুল থেকে কাঠমান্ডু এসেছিল। অবতরণের সময় বিমানের টায়ারে আগুন লেগে যায়। দমকল বাহিনীর সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। সকল যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমানটিতে মোট ২৭৮ জন যাত্রী এবং ১১ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কয়েকজন কর্তাও ছিলেন।

শ্রম কোড নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা খাড়গের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ মে ঃ চারটি শ্রম কোড সম্পূর্ণ কার্যকর করার ঘোষণায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র নিশানা করল কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সোমবার এক বিবৃতিতে জানান, স্বাধীনতার পরে শ্রমিকদের অধিকারের উপরে এটাই সবচেয়ে বড় আঘাত। খাড়গের অভিযোগ, মোদী সরকার ‘ কাপুরুষোচিত উপায়ে’ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার অপেক্ষায় ছিল এবং তার পরেই ২০২৬ সালের ৮ ও ৯ মে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চারটি ‘শ্রমিকবিরোধী শ্রম কোড কার্যকর করার কথা ঘোষণা করলো। বিবৃতিতে খাড়গে আরও দাবি করেন, দেশের কোটি কোটি শ্রমিকের জন্য এই কোড ভবিষ্যতে চুক্তিভিত্তিক চাকরি এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্র সঙ্কোচনের মতো পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।তিনি এও বলেন, মোদী সরকার কোনও প্রকার আলোচনা বা পরামর্শ ছা।াই এই শ্রমিক-বিরোধী বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। এমনকি ২০১৫ সালের পর থেকে তারা 'ভারতীয় শ্রম সম্মেলন'-এরও কোনও আয়োজন করেনি। এই বিধিমালা শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর শিল্পপতি বন্ধুদেরই সুবিধা পাইয়ে দেবে। স্বাধীনতার পর থেকে শ্রমিকদের অধিকারের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে ব। আঘাত বা বিপর্যয় হিসেবে গণ্য হবে বলেও মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

১৩-১৫ মে চিন সফরে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

ওয়াশিংটন(সংবাদ সংস্থা), ১১ মেঃ চিন সফরে যাচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে ১৩-১৫ মে চিন সফরে যাবেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সোমবার চিনের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। এক্স মাধ্যমে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং-এর আমন্ত্রণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড জে ট্রাম্প ১৩ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত চিন সফরে আসবেন।এর আগে রবিবারই আমেরিকার শীর্ষ কর্তারা বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংযের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত বৈঠকের জন্য দুই দেশ প্রস্তুতি নিচে। ইরান নিয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। এই আবহে চিন সফরে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

২ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে তদন্ত, মোথাবাড়ি কাণ্ডে সময় বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ মে ঃ মোথাবাড়ি কাণ্ড সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে এনআইএ। সোমবার শীর্ষ আদালতে ছিল মোথাবাড়ি কাণ্ডের শুনানি। সেখানেই আদালত সাফ জানায়, আগামী ২ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে তদন্ত।ভোটার তালিকায় নাম না ওঠায় গত পয়লা এপ্রিল সকাল থেকেই মালদার কালিয়াচক এলাকায় মানুষের ক্ষোভ বা।ছিল। কিন্তু বেলা বাড়তেই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। জনরোষ আছড়ে পড়ে এসআইআরের কাজে যাওয়া বিচারকদের উপর। যার জেরে রাতদুপুরে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মালদহের কালিয়াচক। অভিযোগ, বিক্ষোভকারী জনতা দীর্ঘক্ষণ ধরে কালিয়াচক ২ বিডিও অফিসে আটকে রাখেন সাতজন জুডিশিয়াল অফিসারকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহিলা-সহ ৩ জন বিচারকও। শেষমেশ গভীর রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় জোর রাজনৈতিক বিতর্ক। এই ঘটনার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টেও। ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-কে দেওয়া হয়। ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপিকে শোকজ নোটিস। একইসঙ্গে মালদার পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসককেও শোকজ করে সুপ্রিম কোর্ট। ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপিকেও শোকজ নোটিস দেওয়া হয়।আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, বর্তমানে মোথাবাড়ি কাণ্ডে রাজ্য পুলিশের দায়ের করা ১২টি এফআইআরের তদন্ত করছে এনআইএ।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১১ মে ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সোমবার নবান্নে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের এ কথা জানান। আয়ুষ্মান ভারত হল ভারত সরকারের একটি প্রধান স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প। ২০১৮ সালে এটি চালু করা হয়েছিল। সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্বের এই বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি তৃণমূল সরকার বিরোধিতা করেছিল। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বছরে পরিবার প্রতি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে বিমার আওতায় আনা।বিধানসভার সাম্প্রতিক ভোটে তৃণমূলের পরাজয়ের পর সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। এর পর তিনি বলেন, স্বাস্থ্য সচিব এবং মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের উপদেষ্টাকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে দ্রুত প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই বিমায় চিকিৎসার আগের ও পরের খরচ এবং হাসপাতালের যাতায়াত ভাতাও অন্তর্ভুক্ত। ডিজিটাল রেকর্ড (এবিএইচএ) আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের (এবিডিএম) আওতায়, এবিএইচএ নাম্বার (আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট) ব্যবহার করে ডিজিটালভাবে স্বাস্থ্য রেকর্ড সংরক্ষণ করা যায়।

জনগণনার কেন্দ্রীয় নির্দেশ কার্যকর করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১১ মে ঃ জনগণনা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় নির্দেশ কার্যকর করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর এ কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববর্তী সরকার জনগণনা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ১৬ জুন, ২০২৫-এর নির্দেশ দীর্ঘদিন কার্যকর করেনি। বর্তমান সরকার অবিলম্বে সেই প্রশাসনিক নির্দেশ কার্যকর করেছে।প্রসঙ্গত, জনগণনা দু’টি ধাপে সম্পন্ন হবে। প্রথম ধাপ (হাউজলিস্টিং ও হাউজিং) ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ধাপ (জনসংখ্যা গণনা) ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে।রেফারেন্স তারিখঃ অধিকাংশ রাজ্যের জন্য এই জনগণনার রেফারেন্স তারিখ ১ মার্চ, ২০২৭। তবে লাদাখ, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের তুষারাবৃত এলাকার জন্য রেফারেন্স তারিখ ১ অক্টোবর, ২০২৬।ডিজিটাল পদ্ধতিঃএই জনগণনা হবে সম্পূর্ণ ডিজিটাল, যেখানে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।প্রথম দফার কাজঃ ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ৩০ দিনের মধ্যে হাউজলিস্টিং বা বাড়ি গণনার কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।নিরাপত্তা ও নিয়মঃজনগণনা আইন, ১৯৪৮ (Census Act, ১৯৪৮) এবং জনগণনা বিধি, ১৯৯০-এর অধীনে এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে।সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ আদমশুমারি চার্জগুলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কাজ করবে।

সীমান্তসুরক্ষাঃ৪৫ দিনের মধ্যে জমি হস্তান্তর সম্পূর্ণ করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১১ মে ঃ সীমান্ত সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিএসএফ-এর প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ভূমি ও রাজস্ব সচিব এবং মুখ্য সচিবকে আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে জমি হস্তান্তর সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সোমবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী। ছিলেন নবনির্বাচিত পাঁচ মন্ত্রী। সীমান্তে জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগের সরকারের অনিচ্ছার জন্য একটা নির্দিষ্ট ভোটারকে বাঁচাতে জমি অধিগ্রহণ করতে দেয়নি। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ জমি প্রস্তুত করে রেখেছে। সীমান্ত রক্ষা বাহিনী (বিএসএফ) যতটা জমি চেয়েছে ততটাই পাবে। তবে কতটা, তা আইনসঙ্গতভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগের সরকারের মতো আলটপকা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না।এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছিলেন বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

১২ ও ১৩ মে উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির শঙ্কাঃচারধাম যাত্রায় বাড়তি সতর্কতা, পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ নির্দেশ প্রশাসনের

দেহরাদূন, ১১ মেঃউত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি অঞ্চলকে ঘিরে আবারও আবহাওয়ার অশান্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ১২ ও ১৩ মে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে উচ্চ পার্বত্য এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষভাবে চারধাম যাত্রাকে কেন্দ্র করে এই সতর্কবার্তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ এই সময় বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী ও পর্যটক উত্তরাখণ্ডে ভিড় করেন।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাত, হঠাৎ ভূমিধস এবং পাহাড়ি রাস্তায় পাথর খসে পড়ার মতো বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন চারধাম যাত্রা শুরু হয়ে যায় এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের উদ্দেশে রওনা দেন, সেই সময় এই ধরনের আবহাওয়ার সতর্কতা প্রশাসনকে বা।তি চাপের মুখে ফেলেছে।এই আবহাওয়ার সতর্কতার পর গাড়োয়াল কমিশনার বিনয় শঙ্কর পান্ডে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা জারি করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পুণ্যার্থীদের উচিত সর্বশেষ আবহাওয়ার আপডেট নিয়মিতভাবে অনুসরণ করা এবং যাত্রাপথে কোনও ধরনের ঝুঁকি না নেওয়া। তিনি বলেন, পাহাড়ি অঞ্চলের আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং সামান্য বৃষ্টিও অনেক সময় বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই যাত্রার পরিকল্পনা করার আগে পরিস্থিতি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া জরুরি।কমিশনার আরও জানান, ১২ ও ১৩ মে আবহাওয়ার অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এই দুই দিনে যাত্রা পরিকল্পনা করা পুণ্যার্থীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। যদি সম্ভব হয়, তবে আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ সিদ্ধান্ত হবে। তাঁর মতে, তীর্থযাত্রা কেবল ধর্মীয় আবেগের বিষয় নয়, এটি নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।চারধাম যাত্রা উত্তরাখণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছর লক্ষাধিক পুণ্যার্থী এই যাত্রায় অংশ নেন। হিমালয়ের দুর্গম পথে অবস্থিত এই চারটি ধাম-গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ-ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত পবিত্র বলে বিবেচিত। কিন্তু একই সঙ্গে এই পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন এখানে খুব দ্রুত ঘটে। বিশেষ করে মে-জুন মাসে যখন যাত্রা শুরু হয়, তখন হঠাৎ বৃষ্টি, কুয়াশা এবং ভূমিধসের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়।এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের তরফে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। পাহাড়ি রাস্তায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে যাত্রীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাও তৈরি রাখা হয়েছে। হাইওয়ে ও প্রধান তীর্থপথগুলোতে আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।গাড়োয়াল কমিশনার তাঁর বার্তায় আরও উল্লেখ করেন, যাত্রাপথে প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য না করার জন্য পুণ্যার্থীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, অনেক সময় ধর্মীয় উৎসাহে ভক্তরা ঝুঁকি নিয়ে যাত্রা চালিয়ে যান, যা বিপদের কারণ হতে পারে। তাই প্রতিটি পুণ্যার্থীকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে এবং স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।এছাড়াও পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের জন্য জরুরি নম্বর, রেসকিউ টিম এবং মেডিকেল সহায়তা কেন্দ্রগুলো সক্রিয় রাখা হয়েছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর নজর রাখার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে সতর্কবার্তা প্রচার করা হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষ আগাম তথ্য পান।এই অবস্থায় হোটেল, লজ এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও সতর্ক হয়ে উঠেছেন। অনেকেই যাত্রীদের পরামর্শ দিচ্ছেন পরিস্থিতি দেখে যাত্রা করার জন্য। বিশেষ করে যারা দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে যাত্রা করেন, তাঁদের জন্য আবহাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামান্য বৃষ্টি অনেক সময় পাহাড়ি রাস্তাকে বিপজ্জনক করে তোলে, যার ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।স্থানীয় বাসিন্দারাও এই আবহাওয়ার পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাহাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়ার অস্বাভাবিকতা বেড়ে গেছে। হঠাৎ বৃষ্টি, ভূমিধস এবং রাস্তায় ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা আগের তুলনায় অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ফলে যাত্রাপথে সতর্কতা না থাকলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।চারধাম যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ট্রাভেল অপারেটররাও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। অনেকেই যাত্রীদের বুকিং সাময়িকভাবে পুনঃনির্ধারণ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁদের মতে, নিরাপত্তা সবসময় প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস উপেক্ষা করা উচিত নয়।আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরাখণ্ডের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে নিম্নচাপের প্রভাবের কারণে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে হাওয়া এবং বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। বিশেষ করে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ সংলগ্ন এলাকায় আবহাওয়া আরও খারাপ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ, পুণ্যার্থী এবং পর্যটকদের উদ্দেশ্যে একটাই বার্তা বারবার উঠে আসছে-সতর্কতা এবং নিরাপত্তা। ধর্মীয় আবেগ যতই গভীর হোক না কেন, প্রকৃতির রুদ্ররূপের সামনে সাবধানতা অবলম্বন করাই একমাত্র সঠিক পথ।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নজরদারি চালানো হবে এবং প্রয়োজন হলে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হবে। পুণ্যার্থীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করাই এখন মূল লক্ষ্য।

ভোটের পরই সঙ্কট মনে এসেছে, মোদীকে কটাক্ষ অখিলেশের

লখনউ(সংবাদ সংস্থা), ১১ মে ঃ পশ্চিম এশিয়ায় সঙ্কটের আবহে দেশবাসীকে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। করোনাকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশবাসীকে ফের বাড়ি থেকে কাজ (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) করার আর্জি জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যে ভারতের উপর ‘ গভীর প্রভাব’ ফেলেছে, সে কথাও উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানকে কটাক্ষ করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তিনি মন্তব্য করেন, ভোটের পরই সঙ্কট মনে এসেছে তাঁরা।অখিলেশ এক্স মাধ্যমে জানান, নির্বাচন শেষ হওয়ার মুহূর্তেই হঠাৎ করে সেই ‘ সংকটের কথা মনে পড়ে গেল! বাস্তবে, দেশের সামনে একমাত্র যে ‘ সংকটটি বিদ্যমান, তার নাম হলোঃ বিজেপি ‘ যদি এতই কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হয়, তবে সেই ‘ পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি’-যা কি না নিছকই বাগা।ম্বর-তা বাস্তবে রূপ নেবে কীভাবে? দেখে মনে হচ্ছে, বিজেপি সরকার পরিস্থিতির ওপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে। ডলারের দাম আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে, আর অন্যদিকে দেশের মুদ্রা ‘ টাকা তলিয়ে যাচ্ছে এক গভীর অতল গহ্বরে। সোনা কেনা থেকে বিরত থাকার যে আহ্বান জানানো হচ্ছে, তা সাধারণ জনগণের উদ্দেশে না করে বরং বিজেপির নিজস্ব দুর্নীতিগ্রস্ত সদস্যদের উদ্দেশেই করা উচিত-কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এমনিতেই প্রতি তোলা ১.৫ লক্ষ টাকা দরে সোনা কেনা সম্ভব নয়। বিজেপির সদস্যরাই তো তাদের অবৈধ উপার্জিত অর্থ সোনা কেনার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জন্য সময়টা খুবই পজিটিভ আর অনুপ্রেরণামূলক। আজ আপনি চারপাশের মানুষদের সঙ্গে এনার্জি আর উৎসাহে ভরা থাকবে। আপনার সম্পর্কগুলো নতুন জীবন পেতে পারে, যা আপনার সোশ্যাল সার্কেলও ভাল করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে

বৃষঃ আজ বৃষদের জন্য দারুণ একটা দিন। আপনার এনার্জি আর পজিটিভিটি চারপাশের পরিবেশকে উজ্জ্বল করবে। সোশ্যাল রিলেশনশিপগুলি শক্ত হবে, আর আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে আনন্দ পাবেন।

মিথুনঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। এটি ভালভাবে বোঝা উচিত যে শোকের মুহূর্তে, আপনার জমে থাকা সম্পদ কেবল আপনাকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করবে।

সিংহঃআজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষ হতে চলেছে দারুণ সুস্থতার জন্য প্রস্তুত থাকুন। এই সময়ে আপনার ভিতরের এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস চূড়ায় আছে।।

কন্যাঃ আজকের দিনটা মোটের উপর বৃষের জন্য খুব শুভ। আপনার জীবনে পজিটিভ উন্নতি হবে, আর চারপাশের পরিবেশও উসাহে ভরা থাকবে। সন্তান হতে পারে আজ।

তুলাঃহাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। ব্যাঙ্কিং কারবার খুব সতর্কতার সাথে সামলাতে হবে। বাচ্চারা তাদের স্কুল প্রোজেক্ট শেষ করতে আপনার সাহায্য নিতে পারে। প্রত্যেকদিন প্রেমে পা।র প্রবণতা পাল্টান। ।

বৃশ্চিকঃ স্বাস্হ্যের সমস্যার জন্য আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেতে অসমর্থ হওয়ায় কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। কিন্তু আপনাকে সম্মুখে চালিত করতে আপনার যুক্তি ব্যবহার করুন।।

ধনুঃ আজকের দিনটা ধনুদের জন্য তুলনামূলকভাবে একটু চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আজ আপনার সম্পর্কগুলোতে কিছু দুশ্চিন্তা আসতে পারে। এটা আপনার জন্য সংবেদনশীল সময়, আর আপনি আপনার বন্ধু আর পরিবার সদস্যদের সঙ্গে কিছু মতবিরোধ অনুভব করতে পারেন। শুভদিন।

মকরঃআজকের দিনটা মকরদের জন্য দারুণ হতে চলেছে। আপনার চারপাশের এনার্জি খুবই পজিটিভ আর উসাহজনক, যা আপনাকে জীবনের সব ক্ষেত্রে উকর্ষের দিকে অনুপ্রাণিত করবে। শুভদিন হবে

কুম্ভঃ আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। আপনার সৃজনশীল প্রতিভা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে।

মীনঃআপনি প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছুকতায় ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে প।বেন। আপনার বিবেচনা না করে আপনার কাউকে আপনার ঋণ দেওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ভবিষ্যতে বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। বন্ধুরা সন্ধ্যেবেলার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পরিকল্পনা করে আপনার দিনটি উজ্জ্বল করে তুলবে।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ১৩ মে, বুধবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি চলবে। তারপর পরিস্থিতি আবারও স্বাভাবিক হবে, বাড়বে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়ায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে উত্তরবঙ্গে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া ফের শুষ্ক হয়ে উঠবে। বাড়তে পারে গরমের অস্বস্তি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, সোমবারের পর থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৮ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০১টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৯মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে।

জ্বালানি সঙ্কটের আশঙ্কায় কড়া প্রস্তাব! ব্যক্তিগত গাড়িতে 'অড-ইভেন' চালুর দাবি, বাস সংগঠনগুলির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ মে ঃ দেশজুড়ে সম্ভাব্য ডিজেল ও পেট্রল সংকটের আশঙ্কায় ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। সেই পরিস্থিতিতে জ্বালানির অপচয় রুখতে বড়সড় পদক্ষেপের দাবি তুলল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট। সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে 'অড অ্যান্ড ইভেন' ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে বাস, মেট্রো ও অন্যান্য গণপরিবহণ ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে বাস সংগঠনগুলি। সম্প্রতি দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ডিজেল ও পেট্রলের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার কমানোর উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি নাগরিকদের সচেতন হওয়ার আবেদন জানান এবং জ্বালানি সাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্যের পরই পরিবহণ মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বাস সংগঠনগুলির দাবি, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত গা়ড়ির সংখ্যা যেভাবে বা়ছে, তা শুধু জ্বালানি খরচই বাড়াচ্ছে না, একই সঙ্গে যানজট ও দূষণও ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। তাই এখন থেকেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহার কমানো জরুরি হয়ে পড়েছে। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটসের সম্পাদক জ্বজ্বণ্ণজ্বঢ ক্কজ্বঢ্এ্র্র-ণগ্ণজ্বএ্ঞ্ঞ্রজ্বত্র জানিয়েছেন, যদি এখন থেকেই জ্বালানির ব্যবহার নিয়ে সতর্ক না হওয়া যায়, তাহলে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিগত গাড়ি রাস্তায় নামছে। এতে বিপুল পরিমাণ ডিজেল ও পেট্রল খরচ হচ্ছে। অন্যদিকে একটি বাস একসঙ্গে বহু যাত্রী বহন করতে পারে। ফলে তুলনামূলকভাবে অনেক কম জ্বালানি ব্যবহার করেই বেশি সংখ্যক মানুষের যাতায়াত সম্ভব। এই কারণেই সংগঠনের দাবি, দ্রুত ' অ্যান্ড ইভেন' পদ্ধতি চালু করা উচিত। এই ব্যবস্থায় একদিন শুধুমাত্র জো। সংখ্যার গাড়ি এবং পরের দিন শুধুমাত্র বিজোড় সংখ্যার গাড়ি রাস্তায় চলতে পারবে। দিল্লিতে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে অতীতে এই পদ্ধতি চালু হয়েছিল। এবার জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে একই ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব উঠছে। সংগঠনের মতে, এই নিয়ম চালু হলে ব্যক্তিগত গা়ি সংখ্যা অনেকটাই কমে যাবে। ফলে ডিজেল ও পেট্রলের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। একই সঙ্গে শহরের যানজটও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে। বাস সংগঠনগুলির আরও দাবি, এই ধরনের ব্যবস্থা কার্যকর হলে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়েই গণপরিবহণ ব্যবহারে বেশি আগ্রহী হবেন। তাতে বাস, মেট্রো ও লোকাল ট্রেনের ব্যবহার বাড়বে এবং সামগ্রিকভাবে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যক্তিগত গা়ির তুলনায় গণপরিবহণ অনেক বেশি জ্বালানি সাশ্রয়ী। একটি বাসে একসঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারেন, যেখানে একই সংখ্যক মানুষ যদি আলাদা আলাদা গাড়ি ব্যবহার করেন, তাহলে জ্বালানির খরচ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ফলে গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এখন সময়ের দাবি। প্রধানমন্ত্রীও তাঁর বক্তব্যে বিশেষভাবে মেট্রো ও গণপরিবহণ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বাস সংগঠনগুলির মতে, শুধু সরকারি পদক্ষেপ নিলেই হবে না, সাধারণ মানুষের মধ্যেও সচেতনতা বা।াতে হবে। অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার কমানো গেলে শুধু জ্বালানি সাশ্রয় নয়, পরিবেশ দূষণও অনেকাংশে কমানো সম্ভব। সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ' অ্যান্ড রাইড' ব্যবস্থার পক্ষেও জোরালো সওয়াল করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় শহরের বাইরে বা নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যক্তিগত গাড়ি পার্কিং করে সেখান থেকে বাস, মেট্রো বা অন্য গণপরিবহণে শহরে ঢোকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ফেরার সময়ও একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। বিশ্বের বহু উন্নত শহরে এই ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই সফলভাবে কার্যকর হয়েছে বলে দাবি সংগঠনে। তাঁদের মতে, এই পদ্ধতি চালু হলে শহরের ভেতরে গাড়ির চাপ অনেকটাই কমবে। ফলে যানজট কমবে, দূষণ হ্রাস পাবে এবং একই সঙ্গে জ্বালানিও সাশ্রয় হবে। পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, দীর্ঘমেয়াদে এই ধরনের পদক্ষেপ কার্যকর করতে হলে গণপরিবহণ ব্যবস্থাকেও আরও আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য করতে হবে। বাসের সংখ্যা বাড়ানো, সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা এবং যাত্রী পরিষেবা উন্নত করা না গেলে মানুষ ব্যক্তিগত গাড়ি ছেড়ে গণপরিবহণে পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে চাইবেন না। এদিকে রাজনৈতিক মহলেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন অতীতে তিনি রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। ফলে পরিবহণ ব্যবস্থা ও জ্বালানি সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে মনে করছে পরিবহণ মহল। বাস সংগঠনগুলির আশা, বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রাজ্য সরকারও দ্রুত এই বিষয়ে উদ্যোগ নেবে। কারণ ডিজেলের সঙ্কট যদি আরও বাড়ে, তাহলে তার প্রভাব সরাসরি গণপরিবহণ ব্যবস্থার উপর পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বেন সাধারণ মানুষ। অফিসযাত্রী, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী-সকলের দৈনন্দিন জীবনেই এর বড় প্রভাব পড়বে। একই সঙ্গে দেশের অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থায় অচলাবস্থা তৈরি হলে সরবরাহ ব্যবস্থা, শিল্প উপাদন এবং বাজার ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দ্রুত আলোচনায় বসে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে বাস সংগঠনগুলি। তাদের বক্তব্য, এখনই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা না নিলে ভবিষ্যতে আরও ব় সঙ্কটের মুখে পড়তে হতে পারে দেশকে। সব মিলিয়ে, সম্ভাব্য জ্বালানি সঙ্কট ঘিরে উদ্বেগের আবহে ' অ্যান্ড ইভেন' ব্যবস্থা এবং গণপরিবহণ ব্যবহারের উপর নতুন করে জোর দেওয়ার দাবি যে আগামী দিনে আরও বড় আলোচনার বিষয় হতে চলেছে, তা বলাই যায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর মৃত্যুতে দুর্ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত, চূড়ান্ত রিপোর্টের অপেক্ষায় লালবাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ মে ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মো।। ফরেনসিক ও প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে খুন বা আত্মহত্যার পরিবর্তে দুর্ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত মিলেছে বলে তদন্ত সূত্রে জানা গেছে। তবে পুরো ঘটনাকে ঘিরে রহস্য সম্পূর্ণভাবে উন্মোচন করতে এখনও চূড়ান্ত ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালীনই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেট সংলগ্ন ঝিল বা জলাশয় থেকে অনামিকার দেহ উদ্ধার হয়। ওই সময় ক্যাম্পাসে চলছিল অনুষ্ঠান, আর তার মধ্যেই আচমকা এই মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অনামিকার পরিবারের পক্ষ থেকে যাদবপুর থানায় অজ্ঞাত পরিচয়ের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়, যার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে লালবাজারের গোয়েন্দারা। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই একাধিক প্রশ্ন সামনে আসে। রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কেউ তাঁকে আঘাত করে খুন করেছে কি না, নাকি তিনি আত্মহত্যা করেছেন, অথবা কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন-এই তিনটি সম্ভাবনাই ঘুরপাক খেতে থাকে তদন্তকারীদের মধ্যে। সেই সময় থেকেই ময়নাতদন্ত এবং ফরেনসিক রিপোর্টকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। ঘটনার দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলার পাশাপাশি ঝিলের পাশেই ছিল একটি টয়লেট। তদন্তে জানা যায়, অনামিকাকে শেষবার টয়লেটের দিকে যেতে দেখা গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝিল থেকে তাঁর দেহ ভেসে উঠতে দেখা যায়। উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে লালবাজারের কাছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, দুই রিপোর্টেই দুর্ঘটনার দিকেই বেশি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ঝিলের ধারে কোনো কারণে ভারসাম্য হারিয়ে পা। গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হতে পারে তাঁর। আরও বলা হয়েছে,

নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর হাতে একাধিক আঘাত ও ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, যা নিয়েও রহস্য তৈরি হয়। লালবাজারের তদন্তকারীরা ঘটনাস্থলের আশপাশের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ একাধিকবার খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি প্রায় পঞ্চাশ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং নিরাপত্তারক্ষীরাও ছিলেন। বিশেষভাবে অনামিকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকও খতিয়ে দেখা হয়, যার জন্য তাঁর প্রাক্তন প্রেমিককেও একাধিকবার তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সম্প্রতি ফরেনসিক ও ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট হাতে এসেছে মৃত্যুর সময় তিনি হয়তো বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন, যার ফলে হাতে আঘাত বা ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হতে পারে। তবে তদন্তকারীরা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারেননি। ময়নাতদন্তের চূ।ান্ত রিপোর্টে কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে চিকিসকদের কাছে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে। সেই উত্তর পাওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে পুলিশ। সব উত্তর মেলার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রীর মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। ফলে, আপাতত দুর্ঘটনার দিকেই জোরালো ইঙ্গিত মিললেও, পুরো ঘটনার রহস্য উন্মোচনে চূড়ান্ত রিপোর্টই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে লালবাজার।

নৈহাটির বড়মা মন্দিরে রদবদলের ইঙ্গিত, নতুন কমিটি গঠনে জোর প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ মে ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহ এবার পৌঁছে গেল নৈহাটির ঐতিহ্যবাহী জাগ্রত ব।মা মঃিদরেও। দীর্ঘদিনের পুরনো কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তুতি প্রায় চূ।ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে সূত্রের খবর। আগামী ১৪ মে নৈহাটি বড় কালীপূজা সমিতি ট্রাস্টের বৈঠকেই এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। ইতিমধ্যেই মঃিদর পরিচালনায় একাধিক নতুন মুখকে সামনে আনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় মহলের একাংশের মতে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর মঃিদর পরিচালনায় আরও স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা এবং নতুন কর্মপদ্ধতি আনার বার্তাই সামনে আনতে চাইছে নতুন নেতৃত্ব। এই আবহেই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন নৈহাটির ভাবী বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, বড়মা মন্দির কমিটি নিজস্ব সিদ্ধান্তেই পুরনো কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করতে চলেছে। সেই লক্ষ্যে বৈঠকও ডাকা হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, ভবিষ্যতে মন্দির পরিচালনায় কাউকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হবে না। সেলিব্রিটি হোক বা সাধারণ মানুষ, সকলের জন্য একই নিয়ম কার্যকর হবে বলেই বার্তা দিয়েছেন তিনি। নৈহাটির বড়মা শুধু একটি ধর্মীয় স্থান নয়, এলাকার মানুষের আবেগ ও বিশ্বাসের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। শতাব্দীপ্রাচীন এই জাগ্রত মন্দিরকে ঘিরে বছরের প্রতিটি দিনই ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে। বিশেষ করে দীপান্বিতা কালীপুজোর সময় গোটা এলাকা কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। শুধু উত্তর ২৪ পরগনা নয়, কলকাতা, নদিয়া, হুগলি-সহ একাধিক জেলা থেকেও প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ বড়মার দর্শনে আসেন। ক্রমবর্ধমান ভিড় সামাল দিতেই এবার নতুন পরিকল্পনার কথাও সামনে এসেছে। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করার ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। বর্তমানে পুজো দেওয়া এবং শুধুমাত্র দর্শনের জন্য একই লাইনে দাঁড়াতে হয় ভক্তদের। ফলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় সাধারণ মানুষকে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, যাঁরা শুধু দর্শন করবেন তাঁদের জন্য এক ধরনের লাইন এবং যাঁরা পুজো দেবেন তাঁদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা করা হতে পারে। এর ফলে ভক্তদের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে বলেই মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে বড়মা মন্টিরে সেলিব্রিটিদের বিশেষ সুবিধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বারবার বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, সাধারণ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও বহু পরিচিত মুখ সহজেই অগ্রাধিকার পেয়ে যাচ্ছেন। সেই ঘটনাকে ঘিরে ক্ষোভও ছড়িয়েছিল ভক্তদের মধ্যে। তবে এবার সেই ছবিতে বদল আসতে চলেছে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে। নতুন কমিটি গঠনের পর মন্দির পরিচালনায় আরও গতি, শৃঙ্খলা এবং সমানাধিকারের পরিবেশ তৈরি হবে বলেই আশা স্থানীয় বাসিন্দাদের।

তৃণমূল পার্টি অফিসে সরকারি ত্রিপল-শস্যবীজের পাহাড়!

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১১ মে ঃ সরকার বদলের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে। কোথাও সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, কোথাও আবার সরকারি সামগ্রী গায়েব হয়ে যাওয়ার রহস্য। এবার হুগলির গোঘাটের হাজিপুরে তৃণমূলের পার্টি অফিস ঘিরে উঠে এল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। সোমবার সকালে বহুদিন বন্ধ থাকা ওই দলীয় কার্যালয়ের তালা খুলতেই কার্যত চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। পার্টি অফিসের ভিতরে থরে থরে সাজানো সরকারি লোগো লাগানো ত্রিপল, বস্তা বস্তা শস্যবীজের প্যাকেট এবং আলমারি ভর্তি নতুন শাড়ি উদ্ধার হওয়ায় তীব্র শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগের বাড়ি থেকে খুব সামান্য দূরত্বেই অবস্থিত ওই তৃণমূল পার্টি অফিস। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় অভিযোগ ছিল, সাধারণ মানুষের প্রবেশ সেখানে কার্যত নিষিদ্ধ ছিল। তবে সরকার পরিবর্তনের পর স্থানীয়দের একাংশ পার্টি অফিসের তালা খুলে ভিতরে ঢুকতেই সামনে আসে একের পর এক বিস্ময়কর ছবি। দেখা যায়, ঘরের একদিকে স্তূপ করে রাখা রয়েছে সরকারি ত্রিপল। অন্যদিকে বস্তা ভর্তি শস্যবীজ। শুধু তাই নয়, পার্টি অফিসের আলমারি খুলতেই বেরিয়ে আসে একাধিক নতুন শাড়ি ও বিভিন্ন সামগ্রী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের আওতায় সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ হওয়া সামগ্রী বছরের পর বছর দলীয় কার্যালয়ে মজুত করে রাখা হযেছে। অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ঝড়-বৃষ্টিতে ঘর ভেঙে গেলেও তারা কোনওদিন ত্রিপল পাননি। বাড়িতে শৌচাগার না থাকা সত্ত্বেও বহুবার আবেদন করেও কোনও সাহায্য মেলেনি। অথচ সেই সমস্ত সামগ্রী পার্টি অফিসে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তারা। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, ওই পার্টি অফিসে সাধারণ মানুষের ঢোকার সাহস ছিল না। রাতভর মদ-মাংসের আসর বসত। এলাকার মানুষ ভয়ে ওই রাস্তা এড়িয়ে চলত। আমাদের ঘর ভেঙেছে, মাথার উপর ছাদ উড়ে গিয়েছে, কিন্তু কোনওদিন একটা ত্রিপলও পাইনি। এখন দেখা যাচ্ছে, সেগুলো সব পার্টি অফিসে মজুত ছিল। আরও এক মহিলা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানো হত। কেউ প্রতিবাদ করলে তাকে হেনস্থা করা হত। এখন সত্যিটা সামনে আসছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীরাও সরব হয়েছেন। তাঁদের প্রশ্ন, সরকারি লোগো লাগানো সামগ্রী কীভাবে একটি রাজনৈতিক দলের অফিসে দিনের পর দিন মজুত থাকতে পারে? যদি এই সামগ্রী গরিব মানুষের জন্যই আনা হযে. থাকে, তাহলে সেগুলি বিতরণ না করে দলীয় কার্যালয়ে কেন লুকিয়ে রাখা হল? বিজেপির অভিযোগ, সাধারণ মানুষের প্রাপ্য সরকারি সামগ্রী সরিযে. রেখে তা অন্যত্র বিক্রির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হযেছে, ব্লক প্রশাসনের তরফে গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি করার উদ্দেশ্যেই ওই সামগ্রী আনা হয়েছিল। পরিস্থিতির কারণে তা সাময়িকভাবে পার্টি অফিসে রাখা ছিল। তবে সেই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন এলাকার মানুষ। তাঁদের বক্তব্য, যদি সত্যিই মানুষের জন্য সামগ্রী আনা হয়ে থাকে, তাহলে তা দীর্ঘদিন ধরে বিতরণ করা হল না কেন? কেন সাধারণ মানুষ বারবার আবেদন করেও সাহায্য পেলেন না? উল্লেখ্য, ভোটের আগে আরামবাগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচারের সময় সাংসদ মিতালি বাগের গাড়িতে হামলার ঘটনা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। সেই সময় সভামঞ্চ থেকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন অভিষেক। এরপর ভোটের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এখন একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে। গোঘাটের এই ঘটনাও সেই রাজনৈতিক তরজাকে আরও উসকে দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ঘটনার পর এলাকায় প্রশাসনিক তদন্তের দাবি উঠেছে।

বর্ষায় বালির মানুষকে সুরাহা দিতে সুয়া.রেজ এবং সাফাই কর্মীদের নিয়ে পথে বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১১ মে ঃ বর্ষায় বালির মানুষকে সুরাহা দিতে সুয়ারেজ এবং সাফাই কর্মীদের নিয়ে পথে নামলেন বিধায়ক সঞ্জয় সিং। ১০০ শতাংশ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন তিনি। বর্ষা আসতে খুব দেরি নেই। তার আগেই বালির নিকাশির কাজ খতিয়ে দেখতে পথে নামলেন বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, এর আগে প্রায় দে। দশকে বালি বিধানসভা এলাকায.কোনও উন্নয়ন হয়নি। প্রচুর সমস্যা রয়েছে এখানে। সোমবার সকালে এদিন সকালে তিনি বেলুড় ধর্মতলা রোড এবং এমএলবি রোড সহ একাধিক এলাকা পরিদর্শন করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার কথা শোনেন। সাফাই কর্মীদের রাস্তায.পড়ে থাকা নোংরা আবর্জনা দ্রুত তুলে ফেলার নির্দেশ দেন বিধায়ক। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আমাকে কাজ করতে হবে। একশো শতাংশ উদ্যোগ নেব। এখানকার নর্দমার জল রাস্তার উপরে উপচে পড়ছে। আজ সকালে সুয়ারেজ এবং সাফাই এর কাজ যারা করেন তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়। জানা গেল এখানকার নর্দমা ভাঙা আছে। এখানে সুয়ারেজ পাইপ ছয.থেকে আট ইঞ্চি ভাঙা আছে। এই পরিস্থিতি থাকলে বর্ষার সময.জল হযে.যাবে। এতে মানুষের সমস্যা হবে। ভট্টনগরের 'পচা' খালের অবস্থা ভালো নয়। কম ফ্লো হচ্ছে। যদি এরকম অবস্থা থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে। সেই জন্য বালির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেও দেখা করা হয়েছে। এরপর যৌথভাবে আমরা ভিজিট করব। বর্ষা আসতে এখনও এক মাসের মতো বাকি। এরমধ্যে কাজ শেষ করতে পারলে বালির মানুষ উপকৃত হবেন।'

LN/EL

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড

CIN: L70102WB1988PLC045587

রেজিডি অফিসঃ
১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ইমেইল আইডিঃ info@lnsel.com
ওয়েবসাইট ঃwww.lnsel.com
ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ২৯ ও ৩৩ অনুসারে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আগামী **মঙ্গলবার, ১৯শে মে,** ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সময়ের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (একক ও সমন্বিত) বিবেচনা, অনুমোদন এবং নথিভুক্ত করা।

বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক ফলাফলের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnsel.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এও পাওয়া যাবে।

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর- মহেশ গুপ্ত
(সিইও ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক)
DIN 01606647

স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ ১২.০৫.২০২৬

জয়নগরে মারপিটের অভিযোগে গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর,১১ মে ঃ প্রতিবেশীর সাথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও মারপিটের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক জযনগরে। গত ৪ ঠা মে সারা রাজ্যে গেরুয়াময় হওয়ার পর থেকে বিজয় মিছিল ও আনন্দ উৎসবে সামিল হয়েছে বহু মানুষ। আর রবিবার প্রতিবেশীর সাথে গন্ডগোল পাকানো ও মারপিটের অভিযোগে জয়নগর থানার নারায়নীতলা পঞ্চায়েতের সরবে। ঘোষ পাড়ার বাড়ি থেকে দীপংকর ঘোষ অরফে ছোট্টুকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ।

পঞ্চায়েতের গেটে বিজেপির দলীয় পতাকা খুলে পরিষেবা সচল রাখতে এগিয়ে এলো বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিত পাল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ১১ মে ঃ ১৫ বছর পর রাজ্যে পালাবদল হয়েছে সরকারে। অভিযোগ, জেতার পর নাকি রাজ্যের নানা প্রান্তের পঞ্চায়েত অফিস ' করেছে বিজেপি।পঞ্চায়েত অফিসের গেটে তালা মেরে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। সোমবার দেখা গেল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পঞ্চায়েত অফিস খুলতে উদ্যোগী হলেন বিজেপি প্রার্থী।ভোটে হেরেছেন নিজের কেন্দ্রে, তবে তিনি মনে করেন, পঞ্চায়েত অফিস সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া জন্য। পঞ্চায়েত অফিসে ' দখলদারি' চাই না।বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সোমবার সকাল সকালই এসে হাজির হন বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজি পাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েক জন বিজেপি কর্মী সমর্থকও। পঞ্চায়েত অফিসের গেটে লাগানো তালা নিজের হাতে খুলে দেন বিশ্বজি। শুধু তা-ই নয়,পঞ্চায়েত ভবনের সামনে লাগানো বিজেপির পতাকাও সরিয়ে ফেলেন তিনি।বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সোমবার পঞ্চায়েতে গিয়ে তালা খুলে দেন।তিনি বলেন, বিজেপি ' রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী বিজেপির পতাকা হাতে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতে তালা লাগিয়েছে।স্থানীয় সূত্রে খবর,সরকারি কর্মচারীদের নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করার কারণে বহু পঞ্চাযেতে স্বাভাবিক প্রশাসনিক পরিষেবা সামযিক ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। সেই সময় নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক প্রয়োজনের কারণে পঞ্চায়েত ভবনগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচন মিটলেও সেই তালা খুলে জনপরিষেবা চালু হয়নি অনেক জায়গায়। আবার কিছু কিছু পঞ্চায়েতে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরাই তালা লাগিয়ে দেন বলে অভিযোগ। বিশ্বজি পাল নিজ কেন্দ্রে তালা খুলে পঞ্চায়েত পরিষেবা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিলেন এদিন।বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, কোনও রাজনৈতিক দখলদারি নয়, বরং সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং প্রশাসনিক পরিষেবা পুনরায় চালু করতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, পঞ্চায়েত কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়, এটি সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়ার কেন্দ্র। তাই সেখানে রাজনৈতিক রং নয়, মানুষের স্বার্থই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত।বিশ্বজিতের কথায়, ' মানুষের।এখানে কোনও রাজনৈতিক দখলদারিত্বের প্রশ্ন নেই। তাই পঞ্চায়েতের সামনে লাগানো দলীয় পতাকাও খুলে দেওয়া হয়েছে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

সরকারি অফিস: মুথুট সেন্টার, টিসি নম্বর 27/3022, পুন্নন রোড, তিরুবনন্তপুরম, কেরল - 695 001
CIN: U65929KL1997PLC011518
ফোন:+91 471 4911550 | ওয়েবসাইট: www.muthootfincorp.com

muthoot FINCORP
যখন জীবন বদলাতে চান

পাবলিক নোটিস

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নিলামের অতিরিক্ত টাকা ফেরত

তারিখ: 12.05.2026

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড-এর ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট রিপেমেন্টে ডিফল্ট হওয়ার কারণে গৃহীত সোনার অলঙ্কার নিলাম করার পরে কিছু টাকা অতিরিক্ত রয়েছে. নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলি এই অতিরিক্ত পরিমাণ রিফান্ড পাওয়ার জন্য যোগ্য:

যোগ্য লোন নম্বর: EAST MEDINIPORE DISTRICT:- CHANDIPUR:- 4211000007, 4211000124, 421100557, F2565, F3385, F3366. CONTAI:- 4115000837, 4115001291, 4115001312, 4115001697, 4115001707, F9530. EGRA:- F15820, F16407. HALDIA:- 410200047, F9456, F9488. MECHEDA-WEST BENGAL:- 2890000518, 2890001589, 2890002493, 289000411, F24914, F25913, F31511, F35001. PANSKURA:- 399300025, 3993000375, 399300385, 399300444, F11549, F11839, F13688, F8961. TAMLUK:- 4013000564, 4013001224. PURBA MEDINIPUR DISTRICT:- NANDIGRAM:- F4051. JHARGRAM DISTRICT:- JHARGRAM:- 4082000365, 4082000922, 4082000962, 408200241, 408200304. PASCHIM MEDINIPUR DISTRICT:- BELDA:- 4263000167, 4263000309, 4263000462, 426300229. WEST MEDINIPUR DISTRICT:- CHANDRAKONA ROAD:- 4242000523, 4242001031, 424200107, 424200241. GHATAL :- F6207, F7815. KHARAGPUR:- 3991000043, 3991000712, 3991000838, 3991000846, 3991001048, 3991001221, 3991001410, F11572, F11911. KHARAGPUR-MALANCHA:- 4258000129, 4258001026, 425800217, F2554, F2585, F6202, F6469. MEDINIPUR:- 407500205, 407500396, 407500646, F6097. ALIPURDUAR DISTRICT:- ALIPURDUAR:- F1038. COOCH BEHAR DISTRICT:- COOCH BEHAR:- 418701027, 418701449, F2851, F6710, F6787. DINHATA:- 429600232, 429600625, 429600700, 429600328, 429600766, F2913, F2948. DARJEELING DISTRICT:- SILIGURI - SEVOKE ROAD:- 417100086, F1105, F1406. JALPAIGURI DISTRICT:- JALPAIGURI:- 410700609, 410701002, 410701045, 410701151, F6663, F6665, F7110. MALDA DISTRICT:- MALDA:- 410600362. MALDA-MANGALBARI:- 426900186, 426900666, 426900680, 426900795, 426900820, F2020, F2490, F2609, F376. MURSHIDABAD DISTRICT :- BAHARAMPUR:- F2659, F3938. SOUTH DINJAPUR DISTRICT:- BALURGHAT:- 414900513, 414900649, F5486, F5951. HOOGHLY DISTRICT:- ARAMBAG:- 404800563, F11442, 404800707, 404800709. BANDEL:- 418600501, 418601203, F1702, F6792. CHANDANNAGAR:- 416100031, 416100448, 416100606, 416101090, 416101160, F9427, F9636. CHINSURAH:- 406900203, 406900217, 406900289, 406900988, 406900989, F9348, F9888. DANKUNI:- 2880000984, 2880001280, 288000243, F27775, F28406, F29959, F31834, F32507, F33259, F34360. SERAMPORE-BELTING BAZAR:- 238600587, 238601045, 238601051, 238601081, F28353, F28455, F28688, F29563, F29717, F30243. SERAMPORE-MAHESH:- 2830000046, F28716, 2830000066, 2830000223, 2830000856, 283000102, 2830001225, 2830001335, 2830001348, 2830001399, 2830001503, 2830001601, 2830001662, 283000228, 283000268, 283000537, 283000552, F23861, F26994, F28235, F28451. SHEORAPHULI:- 407300143, 407300556, F10820. HOWRAH DISTRICT:- BAGNAN:- 4042000228, 4042000403, 4042000708, 404200072, 404200753, F14569. BALLY KOLKATA:- 3013000652, F17866, F18117, F18181, F23098, F23099, F23403. BANDHAGHAT SALKIA:- 2766000131. BELUR-WEST BENGAL:- 2494000006, 2494000399, F14277, F17490. DOMJUR:- 4228000104, 422800018, 4228000384, 422800155, F3281, F3588. HOWRAH-DOBSON ROAD:- 2250000067, 225000115, 225000240, F18080. ULUBERIA:- 2586000176, 258600023, 2586001792, F24256, F28140, F30389, F30612, F30772.

যোগ্য ঋণগ্রহীতা, বা ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা তার উপলব্ধ না থাকার ক্ষেত্রে তাদের নমিনি/আইনী উত্তরাধিকারী, রিফান্ড ক্লেম করার জন্য বৈধ ID, আসল প্লেজ ফর্ম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক লোনের বিবরণ সহ মুথুট ফিনকর্প লিমিটেডের নিকটবর্তী শাখায় যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে.

রিফান্ড প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যে কোনও সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, মুথুট সেন্টার, TC নং 27/3022, পুন্নেন রোড, তিরুবনন্তপুরম 695001.

কাস্টমার কেয়ার:1800-102-1616 ইমেল:customercare@muthoot.com
ওয়েবসাইট:www.muthoot.com

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

সাতসকালে হাওড়ার বেলুড়ে লরির ধাক্কায় পাঁচিল ভেঙে বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১১ মে ঃ হাওড়ার বেলুড়ে লরির ধাক্কায় পাঁচিল ভেঙে বৃদ্ধার মৃত্যু, সিসিটিভি-তে ধরা পড়লো দুর্ঘটনার মুহূর্তের ভয়াবহ ছবি। সোমবার সাতসকালে হাওড়ার বেলুড়ে ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় লরির ধাক্কায. ভেঙে পড়া পাঁচিল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার। বেলড় থানা এলাকার রামলোচন শায়র স্ট্রিটে ভোর পাঁচটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। এলাকার মানুষজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে মালিপাঁচঘড়ার টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। জানা গেছে, বৃদ্ধার নাম লালমণি মিশ্র (৬৭)। পুলিশ লরিটিকে আটক করলেও পলাতক চালক। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকার বাসিন্দারা জানান, এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ ওই বৃদ্ধা প্রতিদিনের মতো রাস্তার ধারে একটি পাঁচিল লাগোয়া ফুল গাছে ফুল তুলতে আসেন। সে সময় ছয় চাকার একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাঁচিলে ধাক্কা মারলে পাঁচিলটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এবং ওই বৃদ্ধা তার তলায় চাপা পড়ে যান। স্থানীয়েরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো

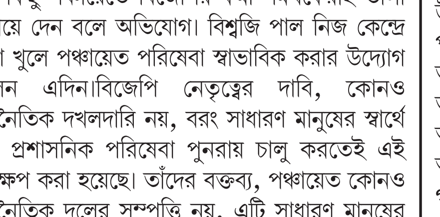

যায়নি। মৃতের ছেলে ঋষিকেশ মিশ্র বলেন, 'মা প্রতিদিনের মতো এদিনও ভোরে ফুল তুলতে গিয়েছিল। ওই সময.রাস্তায় কেউ ছিলনা। ওখানে একটা পুজো হচ্ছিল। কিন্তু পুজো কমিটির কোনও রেসপন্স দেখা যায়নি। ওরা জিনিসপত্র নামিয়ে লরিটা ছেড়ে দেয়। সেটি সরু গলিতে ব্রেক ফেল করে অথবা টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে সরাসরি রাস্তার ধারে পাঁচিলে সজোরে ধাক্কা মারে। এরপর পাঁচিলটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে মায়ের গায়ে পড়ে। মায়ের সারা শরীরের হাড় ভেঙে যায়। এই ঘটনার জন্য দাযী.পুজো কমিটি। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করলেও গাড়ির চালক পলাতক।' এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় কুমার মিশ্র বলেন, 'বেলুড়ের রামলোচন শায়র স্ট্রিটে এদিন সকালে একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিযে.পাঁচিলে ধাক্কা মারে। গা।রি ধাক্কায. পাঁচিলটি ভেঙে যায়। পাঁচিলের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার। এরপর এলাকার মানুষ তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁকে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। গাড়িটা মেলার জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। রাস্তা ছোট থাকার জন্য গাড়ি ঘোরানোর মতো জায়গা ছিলনা। শুধু তাই নয় যাদের মাল এনেছিল তারাও ঘটনার জন্য দায়ী।'

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৬০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৮ বৈশাখ, ১৪৩৩

রবীন্দ্র-নজরুল

বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের অগ্নিবীণা বাজিয়ে ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব ঘটে ছিল কাজী নজরুল ইসলামের। নব জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। অসম্ভব ত্যাগী চেতনা ও নির্মম আঘাত তাঁকে পরিণত করেছিল খাটি সোনায়। নজরুলের সাথে বিশ্বকবির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ, গুরু-শিষ্য, শিক্ষক-ছাত্র এর মতোই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ সালের ৭ই মে। ১৯১০ সালের ১৪-ই আগস্ট তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি কলকাতাতে একটি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে তিনি এই কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। অপরদিকে, নজরুল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ সালের ২৪-শে মে। গীতাঞ্জলি যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি মাত্র ১১ বছরের শিশু এবং যখন বিশ্বকবি নোবেল পুরস্কার পান তখন নজরুল ১৪ বছরের কিশোর। নজরুল তখনও সাহিত্যিক ভাবে অখ্যাত এক কিশোর, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজুড়ে সমাদৃত নোবেল বিজয়ী। নজরুল বিখ্যাত হয়ে ওঠেন 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পরে। তিনি বিদ্রোহী কবিতা রচনা করেন ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে এবং প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ৬-ই জানুয়ারি, সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায়। 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে নজরুল বিশ্বকবির জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে দেখা করেন। ষাটোর্ধ্ব বিশ্ববিখ্যাত, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কবিগুরু অখ্যাত তরুণ কবি নজরুলকে প্রশংসা করেন এবং কবিতাটি প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি সঠিক প্রমাণিত হয় এবং প্রিয় কবি নজরুলকে 'বিদ্রোহী' পরিচিতি ও খ্যাতি এনে দেয়। এটা ছিল নজরুলের সুপরিচিত কবি হয়ে ওঠার 'টার্নিং পয়েন্ট'। নজরুল জীবনে কবি হিসেবে অনেক আঘাত পেয়েছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় 'খোদার আসন আরশ ছেদিয়া..' শব্দগুচ্ছের জন্য মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে তাঁকে 'কাফের' ঘোষণা করেন। তিনি 'ধূমকেতু' ও 'লাঙ্গল' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, যেখানে তিনি ধর্মীয় গোড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লিখতেন। তাঁর এই সংস্কারমূলক লেখনীকে 'কুফরি' মতবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন তখনকার গোড়া ও হিংস্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। তিনি তাঁর সন্তানদের নাম ধর্মীয় পরিচয়ের সীমারেখার বাইরে রাখতেন বলে কবিকে নাস্তিক আখ্যা প্রদান করেন এই গোষ্ঠী। তিনি একবার ভোটে দাঁড়িয়ে বৃহত্তর ফরিদপুরে ভোট চাইতে গেলে তাঁকে 'কাফের' অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এত কিছুর পরেও তিনি নিজস্বতা পরিত্যাগ করেননি, আদর্শ বিচ্যুত হননি। বর্তমান দিনে সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হলো কিছু হিংস্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী যখন হিংসা ছড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মধ্যে বাঁধায় পার্থক্যের রাজনীতি ভেদাভেদ সৃষ্টি করে সামাজিক পরিবেশ বিষাক্ত করে তোলে, তখন সেই দুঃখ আর অন্য কেউকে বলার অবকাশ রাখে না। অতি দুঃখে তখন হাসি পায়। তাঁর জীবদ্দশায় যারা তাঁকে পদে পদে অপমানিত করে-কাফের, নাস্তিক, কুফরি মতবাদের জনক ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করেছিল, সেই হিংস্র কীটদের উত্তরসূরীরা আজ কবিগুরু ও বিদ্রোহী কবির মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে কাল্পনিক অসত্য প্রচার করে। অবচেতন মনে তখন ভাবনা আসে-হুমায়ুন আজাদ যেন কবে এই মূর্খদের চোখে হিরো হয়ে ওঠেন নামের কারণে, যাকে তারা নাস্তিকতার অপবাদ দিয়ে হত্যা করেছে।

বিপ্লবী রানাডে

অগ্নিযুগের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী মহাদেব বিনায়ক রানাডে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন কিছু বিপ্লবীর নাম আছে, যাঁরা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য মৃত্যুকেও হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। তেমনই এক অগ্নিযুগের বীর সন্তান ছিলেন মহাদেব বিনায়ক রানাডে। তিনি ছিলেন চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের অন্যতম যোদ্ধা। মহাদেব বিনায়ক রানাডের জন্ম মহারাষ্ট্রের পুনাতে। তাঁর পিতার নাম ছিল বিনায়ক রানাডে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী, দেশপ্রেমিক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। সেই সময় মহারাষ্ট্র জুড়ে বালগঙ্গাধর তিলকের দেশাত্মবোধক আহ্বান তরুণদের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলছিল। সেই আগুনেই দীক্ষিত হন মহাদেব রানাডে। ১৮৯৬-৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে ভয়াবহ প্লেগ মহামারী দেখা দেয়। কিন্তু রোগের থেকেও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার। প্লেগ দমনের অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার Epidemic Disease Act জারি করে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে তল্লাশি শুরু করে। নারী-পুরুষের সম্মানহানি, নিরীহ মানুষের উপর নির্যাতন এবং অপমানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন প্লেগ কমিশনার ডব্লিউ.সি. র‍্যান্ড। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ধ। দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেব চাপেকার। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন মহাদেব বিনায়ক রানাডে। পরিকল্পনা হয়, অত্যাচারী র‍্যান্ডকে হত্যা করতেই হবে। দিনটি ছিল ২২শে জুন, ১৮৯৭। পুনার গভর্নমেন্ট হাউসে রানী ভিক্টোরিয়ার ডায়মন্ড জুবিলি উপলক্ষে অনুষ্ঠান চলছিল। গভীর রাতে অনুষ্ঠান শেষে র‍্যান্ড ও ব্রিটিশ অফিসার আয়ার্স্ট ঘোড়ার গাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় বিপ্লবীরা আক্রমণ চালান। দামোদর চাপেকার র‍্যান্ডকে লক্ষ্য করে গুলি চালান এবং মহাদেব বিনায়ক রানাডে আয়ার্স্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি করেন। মুহূর্তেই ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত কেঁপে ওঠে। ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার হত্যাকারীদের খুঁজতে মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রথমদিকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পরে দুই বিশ্বাসঘাতক ভাই ; গণেশশঙ্কর দ্রেভিড ও রামচন্দ্র দ্রেভিড ; টাকার লোভে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে তথ্য দেয়। তাঁদের কারণেই গ্রেপ্তার হন দামোদর চাপেকার ও পরে বালকৃষ্ণ চাপেকার। ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাঁরা গণেশশঙ্কর ও রামচন্দ্র দ্রেভিডকে গুলি করে হত্যা করেন। পরে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার চাপেকার ভাইয়েরা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম।

সাধক রামপ্রসাদ

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। মনকে শুদ্ধ করতে পারলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব।

সুকুমার রায়ের মৃত্যুতে বিশ্বকবির শোক

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

বিধাতার লিখনকে করিবে খণ্ডন, জীবনে 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু'। জন্মদিনে মৃত্যুদিনের গান ও কবিতা জন্মদিনে মৃত্যুর কথাটি বলা ঠিক হবে কি? জন্মদিনের মানেই তো নতুনের আবাহন। চির নতুনের ডাকে নতুন করে ভাবতে শেখা। সেই নতুনের মাঝে মৃত্যুর কথা কেন?

কারণ আর কিছুই নয়,মৃত্যু যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন গানের কাছে ফিরতে চাইছেন সুকুমার রায়। কবিতার কাছে ফিরতে চাইছেন

রবীন্দ্রনাথ। একটা পরম আনন্দ যেন থেকে যায় গান আর কবিতার ভেতর এবং চলে যাওয়ার পথটাকে কোনোভাবেই তা অমসৃণ করে তোলে না। সে কথাই বলব আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে।

সুকুমার রায়কে খুব ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ। যখন বেঁচে ছিলেন সুকুমার,তখন বিভিন্ন মানুষের কাছে সুকুমারের প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। কিন্তু কোনো চিঠিতে কিংবা কোনো লেখায় তার প্রমাণ নেই। সুকুমারের মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালে, মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে। আজ থেকে ঠিক এক শ বছর আগে। ১৯৪০ সালে সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু, প্রকাশের সময় সুকুমার-পত্নী সুপ্রভা রায়ের অনুরোধে বইটির ভূমিকাস্বরূপ সুকুমারকে নিয়ে এই কথাগুলো লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

'সুকুমারের লেখনী থেকে যে অবিমিশ্র হাস্যরসের উৎসধারা বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে, তা অতুলনীয়।তাঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ওস্বচ্ছন্দ গতিতাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃতি আনে।তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেইজন্যই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন। বঙ্গ সাহিত্যে ব্যাঙ্গ রসিকতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আরো কয়েকটি দেখা গিয়াছে, কিন্তু সুকুমারের অজস্র হাস্যচ্ছাস্যের বিশেষত্ব তার প্রতিভার যে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছে তার ঠিক সমশ্রেণীর রচনা দেখা যায় না।

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন বিলেত যান, তখন ছাপাখানা নিয়ে আরও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে সেখানে ছিলেন সুকুমার রায়। সে যাত্রায় কবির সঙ্গে অনেক অন্তরঙ্গতা হয়েছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন তিনি। ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে যে লেকচার দিয়ে ছিলেন তিনি, সেখানে অন্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন।

এব্যাপারে১৯২১ সালের২১জুন সুকুমার রায় একটি চিঠি লিখেছিলেন বোন পুণ্যলতাকে। সে চিঠির কয়েকটি লাইন এ রকম, 'পরশুদিন মি. পিয়ারসন তাঁর বাড়িতে আমার বেঙ্গলি লিটারেচার সম্বন্ধে একটি পেপার পড়বার নেমন্তন্ন করেছিলেন সেখানে গিয়ে দেখি মি. অ্যান্ড মিসেস আরনল্ড, মি. অ্যান্ড মিসেস রটেনস্টাইন,ড. পিসি রায়, মিসেস সর্বাধিকারী প্রভৃতি অনেক পরিচিত। তাছাড়া কয়েক জন অচেনা সাহেব মেম উপস্থিত। শুধু তাই নয়, ঘরে ঢুকে দেখি রবিবাবু বসে আছেন। বুঝতেই পারছিস আমার কী অবস্থা। যা হোক, চোখ কান বুঁজে পড়ে ছিলাম। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে বইটই এনে ম্যাটেরিয়াল জোগাড় করতে হয়েছিল তা ছাড়া রবিবাবুর কয়েকটি কবিতা,(সুদূর,পরশ পাথর, সন্ধ্যা, কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ ইত্যাদি ট্রান্সলেট করেছিলাম। মি. ক্রানমার বিং (নর্থব্রুক সোসাইটির সেক্রেটারি, 'আর উইজডম অব দি ইস্ট' সিরিজের এডিটর) খুব খুশি। আমাকে ধরেছেন আরো ট্রান্সলেট করতে, তিনি পাবলিশ করবেন।'

১৯১৩ সালের ২১ জুলাই লন্ডনের ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট সোসাইটিতে সুকুমার রায় 'দ্য স্পিরিট অব রবীন্দ্রনাথ' নামে যে প্রবন্ধটি পড়েন, সেটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভারতীয়দের পক্ষে প্রথম পাবলিক ভাষণ। সে সময় ছয় মাস আমেরিকায় কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ শরীরে লন্ডনের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। সে বছরের১৩ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র নাথ সিটি অব লাহোর জাহাজে করে লন্ডন থেকে ভারতের উদ্দেশে রওনা হন। ২০ দিন ধরে চলেছিল সে জাহাজ। সে ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের পাশে ছিলেন কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার রায়। সুকুমার রায়ের বিয়ে হয় সে বছরেই। বিলেত থেকে ফেরার পর।যখন বিয়ে হয়, তখন কলকাতায় ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। জমিদারির কাজে শিলাইদহে ছিলেন। বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছেলের বিয়েতে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সুকুমার রায় নিজেও কবিকে বিয়েতে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন।

কলকাতার বাইরে থাকার অজুহাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলে ছিলেন, বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। কিন্তু বিয়ের লগ্নের আগেই বাড়ির বাইরে শোরগোল উঠল কেন,তা দেখতে এসে অভ্যাগতদের মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। শত বাধা পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই হাজির হয়েছেন সুকুমার রায়ের বিয়েতে। সুকুমার রায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহের টান ছিল এতটাই প্রবল।

স্বল্প আয়ু নিয়ে জন্মেছিলেন সুকুমার রায়। কিন্তু এই স্বল্প সময়টির প্রতিটি মুহূর্তই বুঝি সৃষ্টিশীল কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষ করে শিশু ও কিশোর সাহিত্যকে তিনি যে কোথায় নিয়ে গেলেন, সে তো তাঁর 'হ য ব র ল' কিংবা 'পাগলা দাশু' পড়লেই টের পাওয়া যায়। আর জীবজন্তু নিয়ে তাঁর যে লেখাগুলো,তার তুলনা আজ অবধি কি আছে?

সুকুমার রায় দুরারোগ্য কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে সুকুমার যখন শেষ শয্যা নিলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ছত্রিশ বছর। যখন তিনি বুঝলেন,বাঁচার আর আশা নেই, তখন শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ এলেন সুকুমার রায়ের কাছে। রবীন্দ্রনাথকে দেখে সুকুমার রায় অনুরোধ করলেন,আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি করতে। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন সে গান। এরপর সুকুমার আরও একটি গান শুনতে চাইলেন। দুঃখ এ নয়, সুখ নয়গো, গভীর শান্তিএযে,ছিল পরের গান। রবীন্দ্রনাথ এই গানটি শোনালেন দুবার।সুকুমার রায়ের হৃদয় ভরে উঠল। এর কিছুদিন পরেই জীবনের পথচলা শেষ হল সুকুমার রায়ের। মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রসংগীত নিজের মৃত্যু বিষয়ে কুমার জয়ন্তনাথ রায়কে১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'শান্তিপূর্ণ মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করিনি। ভয় করি অপঘাত মৃত্যুকে। যদি মৃত্যুর পূর্বে হাসিমুখে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি, তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করি না।' প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যায় পাওয়া যাবে এই কথাগুলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে সে রকম মৃত্যু আসেনি। অস্ত্রোপচারের পর মারা গেলেন তিনি। মৃত্যুর আগে পেলেন খুব যন্ত্রণা। রবীন্দ্রনাথ অস্ত্রোপচারের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসকেরা ভেবেছিলেন, তাঁর এই অসুখ থেকে মুক্তি পেতে হলে অস্ত্রোপচারই একমাত্র পথ।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে যখন তিনি কালিম্পঙে গেলেন, তখন সেখানেই তাঁর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়েছিল ইউরিনের গন্ডগোল আর প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের সমস্যাই তাঁকে ২২শে শ্রাবণ বা ১৯৪১ সালের৭ আগস্ট পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে অকস্মাৎ জীবনের যবনিকা ঘটিয়েছিল।

গোটা জীবনই সুস্থ- স্বাভাবিক ভাবে পার করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম যে বড় অসুখ হয়েছিল তাঁর, সেটার নাম ছিল ইরিসিপেলাস। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হলেও চাইতেন না কেউ তাঁর ঘরে থাকুক। নিজ দেহে কারও হাতের স্পর্শ পছন্দ করতেন না। তিনি বলেছিলেন একবার, 'দৈহিক সেবা নিতান্ত অবান্তর। আসল জিনিস হচ্ছে স্নিগ্ধ সঙ্গ। যতক্ষণ পাই, ততক্ষণ লাভ।

১৯৪১ সালের ১৩ মে। কিছুদিন আগেই পালিত হয়েছে ২৫শে বৈশাখ। অসুস্থ শরীরেই এদিন এল কবিতার ডাক। মাথায় প্রবল যন্ত্রণা, গায়ে জ্বর। তারই মধ্যে বলে উঠলেন, রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এজগৎ স্বপ্ন নয়। বলতে বলতে হাঁপা চ্ছিলেন। একটু পর কথা খুঁজে পেয়ে বললেন,রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ, চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়।' বড় ক্লান্ত তিনি। এটুকু বলে ঘুমিয়ে পড়লেন। জেগে উঠে বললেন, 'বাকিটা লেখ।' রানী চন্দ লিখে নিলেন, 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা'। লেখালেখি চলছে, কিন্তু শরীর ভেঙে পড়ছে। শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ২৫ জুলাই বা শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথকে আসতে হলো শান্তিনিকেতন ছেড়ে। কলকাতার সেই বাড়িতে,যে বাড়িতে তিনি জন্মেছিলেন।

২৭ জুলাই ভোরেই কবিতা ভর করল তাঁকে। রানী চন্দকে বললেন, লিখে রাখ।' 'প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নতুন আবির্ভাবে কে তুমি? মেলে নি উত্তর।' একটু বলেন, একটু থামেন। 'বৎসর বৎসর চলে গেল দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কে তুমি? পেল না উত্তর'। এরপর রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত রানী চন্দ,রানী মহলানবীশ, অমিতা ঠাকুর, নন্দিনী কৃপালনীকে দেখলেন শয্যাপাশে।

ব্রতচারির স্থাপক গুরু সদয় দত্ত

শঙ্করলাল কর্মকার

ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, লোক সাহিত্য গবেষক এবং লেখক গুরুসদয় দত্তের জন্ম ১০ মে, ১৮৮২। ১৯১১ সালে তিনি বিহার থেকে বাংলায় বিচারবিভাগের কাজে যুক্ত হন। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ঢাকা ও বরিশাল জেলার বিচারবিভাগে কাজ করেন। ১৯১৭ সালে তাকে বদলি করা হয় বীরভূম জেলার কালেক্টর হিসাবে। সেখান থেকে ১৯১৯ সালে সপরিবারে তিনি চলে যান জাপানে। ফিরে ১৯২১ সালে বাকুড়ার জেলাশাসক হিসাবে নিযুক্ত হন। দম্পতি দুজনে মিলে সমবায় প্রথায় চাষাবাদ, স্বদেশী মেলা ও মহিলা সমিতি গঠন করে সমাজ সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। ১৯২৫ সালে তার স্ত্রীর মৃত্যু হলে তিনি সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি গঠন করেন। ১৯২৬ সালে আবার হাওড়া জেলার জেলাশাসক হিসাবে কাজে নিযুক্ত হন। সেখানেই 'গ্রামের ডাক' নামে একটি পত্রিকার প্রচলন করেন। এরপর প্রতিষ্ঠা করেন হাওড়া জেলা কৃষি ও হিতকারী সমিতি। এরপরে ১৯২৮ সালে হাওড়াতে লিলুয়ার রেলশ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিচালনার তিনি তীব্র নিন্দা করেন। তার এই কাজে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সমালোচনা হয়। তাই তাকে হাওড়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ১৯২৯ সালে তিনি রোমে এক কৃষি সম্মেলনে যোগ দিয়ে দেশে ফিরে মৈমনসিংহ জেলার জেলা শাসক হিসাবে নিযুক্ত হন। সেই বছরেই আবার তিনি ইংলন্ডে যান। সেখানে ইংলন্ডের লোকগীতি ও লোকনৃত্য রক্ষা সমিতির অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেন। ফিরে এসে গঠন করেন মৈমনসিংহ লোকনৃত্য ও লোকগীতি সমিতি। সেইসময় মহাত্মা গান্ধীর লবন আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল মৈমনসিংহে। কিন্তু সেই আন্দোলনে তিনি কোন লাঠি বা গুলি চালানোর নির্দেশ না দেবার ফলে ব্রিটিশ সরকার তাকে মৈমনসিংহ থেকে বীরভূমে বদলি করে দেয়।

নতুন করে আবার বীরভূমে এসে তিনি লিজ ক্লাব এমেচার মিউজিক্যাল সোসাইটি গঠন করে লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির খোজে মনোনিবেশ করেন। শুরু করলেন বিভিন্ন গান লেখা। বিলুপ্ত রায়বেশে নাচকে তিনি পুনরাবিস্কার করেন এই সময়। ১৯৩১ সালে গঠন করেন বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি। ১৯৩২ সালে সেই সমিতির পক্ষ থেকে একটি লোকনৃত্য প্রশিক্ষন শিবিরের আয়োজন করেন। সেখানেই ৬ ই ফেব্রুয়ারী তিনি 'ব্রতচারী' প্রবর্তনের ঘোষনা করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য হন। সেই বছর দিল্লীতে তিনি সমিতির নাম বদলিয়ে সর্বভারতীয় লোকনৃত্য ও লোকগীতি সমিতি গঠন করেন। ১৯৩৪ সালে আবার নাম বদলিয়ে দবাংলার ব্রতচারী সমিতি গঠন করে সেটি সরকারীভাবে নথিভূক্ত করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ইংলন্ডে লোকনৃত্য উৎসবে যান। ১৯৩৭ সালে তিনি একটি বড় দল নিয়ে হায়দ্রাবাদে মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষ বসুর উপস্থিতিতে একটি ব্রতচারী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ১৯৪০ সালে কলকাতার জোকা গ্রামে ১০১ বিঘা জমিতে 'ব্রতচারী গ্রাম' প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর তিনি দূরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন। জন্ম ও পরিবার ঃ তাঁর জন্ম হয়েছিল অবিভক্ত ভারতের বঙ্গপ্রদেশের, অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার কুশিয়ারা নদীর তীরের বীরশ্রী গ্রামের জমিদার রামকৃষ্ণ দত্তের পরিবারে। তার মায়ের নাম ছিল আনন্দময়ী দত্ত। রামকৃষ্ণ ও আনন্দময়ীর কনিষ্ঠ পুত্র গুরুসদয় ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন বাংলার প্রকৃতিপ্রেমিক। ছেলেবেলায় বন্ধুদের সাথে নৌকা চালানো, ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা গ্রামীন ক্রীড়ায় ছিলেন তিনি পারদর্শী। পাশাপাশি পড়াশুনোতেও ছিল তার অসীম আগ্রহ। ১০ ই মে ১৮৮২ সালে যখন তার জন্ম হয়েছিল, তখন এদেশে ছিল ব্রিটিশ শাসন। বীরশ্রী গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তারক নাথ রায়ের সাহচর্যে তিনি পড়াশোনায় একের পর এক সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু মাত্র ১৪ বছর বয়সে তার মাতৃ বিয়োগের যন্ত্রনায় এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম হতে পারেননি। সেই অতৃপ্তির কারনে এফ এ পরীক্ষায় তিনি পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন এবং প্রথম হন। ১৯০১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি ভলান্টিয়ার ইনচার্জ হয়ে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তার ভালো ফলাফলের কারনে শ্রীহট্ট সম্মিলনী তাকে ১৯০৩ সালে ইংলন্ডে পাঠায়। সেখানে তিনি আইসিএস ও ব্যারিষ্টারী পড়েন। ১৯০৫ সালে দেশে ফিরে বিহারে মহকুমা শাসক হিসাবে নিযুক্ত হন। কিন্তু তার ইংলন্ডে যাওয়াকে সেই সময়ের হিন্দু সমাজ ভাল চোখে নেয়নি। ফলে অচিরেই জাতিচ্যুত হবার ভয়ে তিনি ব্রাক্ষ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। পরের বছর তিনি সরোজনলিনী দেবীকে বিবাহ করেন। সরোজনলিনী দেবী কোন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে না পড়লেও দেশী ও বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন। সেই আমলে তিনি ঘোড়ায় চড়া, টেনিস খেলা, বেহালা বাজানো, শিকার করা ও স্বদেশী সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন।

শুধুই ঋণ নিয়ে উন্নয়ন করা অসম্ভব

অনিকেত নস্কর

ঋণের বোঝায় উন্নয়নের স্বপ্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি দিচ্ছে মূল্য? উন্নয়ন;শব্দটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নতুন রাস্তা, সেতু, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পাঞ্চল। একটি রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান সূচক হিসেবে এই উন্নয়নকেই ধরা হয়। কিন্তু এই উন্নয়নের পেছনে যদি ক্রমশ বাড়তে থাকে ঋণের পাহাড়, তাহলে সেই অগ্রগতি কতটা স্থায়ী, কতটা সুস্থ;এই প্রশ্ন উঠতেই পারে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্য সরকারের ঋণগ্রহণের প্রবণতা সেই প্রশ্নকেই আরও জোরালো করে তুলেছে। সরকারি ব্যয়ের একটি বড় অংশই আসে রাজস্ব থেকে, অর্থাৎ কর আদায় এবং অন্যান্য আয়ের মাধ্যমে। কিন্তু যখন সেই আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা যায় না, তখনই সরকার ঋণের পথে হাঁটে। এই ঋণ নেওয়া নিজেই কোনও অস্বাভাবিক বিষয় নয়। বিশ্বের প্রায় সব সরকারই উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ঋণ নেয়। কিন্তু সমস্যা তখনই তৈরি হয়, যখন সেই ঋণের পরিমাণ ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে শুরু করে, এবং তার সুদের বোঝা ভবিষ্যতের অর্থনীতিকে চাপে ফেলে। রাজ্যের ক্ষেত্রে এই বাস্তবতা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। উন্নয়ন প্রকল্পের নামে ধারাবাহিকভাবে ঋণ নেওয়া হচ্ছে, এবং সেই ঋণের একটি বড় অংশ খরচ হচ্ছে অবকাঠামো গড়ে তোলার কাজে। প্রথম দর্শনে এটি ইতিবাচক বলেই মনে হয়। কিন্তু গভীরে গিয়ে দেখা প্রয়োজন;এই প্রকল্পগুলি কি যথাযথ পরিকল্পনা ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী হচ্ছে? এগুলি কি দীর্ঘমেয়াদে আয় সৃষ্টি করবে, নাকি কেবল ব্যয়ের বোঝা বাড়াবে?

একটি সুস্থ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি হল উৎপাদনশীল বিনিয়োগ। অর্থাৎ যে খাতে টাকা খরচ করা হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে আয়ের পথ খুলে দেবে। উদাহরণস্বরূপ, শিল্পে বিনিয়োগ, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি উন্নয়ন;এই ক্ষেত্রগুলি দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। কিন্তু যদি ঋণের টাকা মূলত অ-উৎপাদনশীল খাতে খরচ হয়, তাহলে তা ভবিষ্যতের

জন্য একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঋণের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি। কত টাকা ঋণ নেওয়া হচ্ছে, কী শর্তে নেওয়া হচ্ছে, কোথায় খরচ করা হচ্ছে;এই সমস্ত তথ্য জনসমক্ষে পরিষ্কারভাবে থাকা প্রয়োজন। কারণ এই ঋণের বোঝা শেষ পর্যন্ত বহন করতে হয় সাধারণ মানুষকেই, করদাতাদের মাধ্যমে। তাই তাদের জানার অধিকার রয়েছে যে, তাদের অর্থ কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক বাস্তবতাও এই ঋণনীতিকে প্রভাবিত করে। উন্নয়ন প্রকল্প অনেক সময় ভোটের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। দ্রুত ফল দেখানোর জন্য বা জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য এমন কিছু প্রকল্প নেওয়া হয়, যা হয়তো দীর্ঘমেয়াদে খুব বেশি লাভজনক নয়। কিন্তু তার খরচ বহন করতে হয় বহু বছর ধরে। এই প্রবণতা গণতন্ত্রের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ এতে অর্থনৈতিক যুক্তির পরিবর্তে রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পায়।

তবে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। প্রথমত, প্রয়োজন একটি সুস্পষ্ট আর্থিক নীতি, যেখানে ঋণ নেওয়ার সীমা নির্ধারণ করা হবে এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলা হবে। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, যেখানে প্রতিটি প্রকল্পের আর্থিক ও সামাজিক লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণ করা হবে। তৃতীয়ত, প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে হবে, যাতে প্রকল্পগুলি নির্ধারিত সময় ও বাজেটের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সমন্বয়ও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় অনুদান বা সহায়তার অভাব রাজ্যকে বেশি ঋণ নিতে বাধ্য করে। তাই একটি সমন্বিত আর্থিক কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে উভয় পক্ষই দায়িত্ব ভাগ করে নেবে। বিশেষে, নাগরিকদের সচেতনতার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। গণতন্ত্রে জনগণই শেষ কথা বলে। তারা যদি এই বিষয়গুলি নিয়ে সচেতন হয় এবং প্রশ্ন তোলে, তাহলে সরকারও আরও দায়িত্বশীল হতে বাধ্য হবে। উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সেই উন্নয়ন যেন ভবিষ্যতের জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, ঋণ নিয়ে উন্নয়ন কোনও অস্বাভাবিক পথ নয়, কিন্তু সেই পথের দিকনির্দেশ সঠিক হওয়া জরুরি। না হলে আজকের ঝলমলে প্রকল্পগুলি আগামী দিনের অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হয়ে উঠতে পারে। উন্নয়নের স্বপ্ন তখনই সত্যি হবে, যখন তা হবে টেকসই, পরিকল্পিত এবং দায়িত্বশীল। আর সেই লক্ষ্যেই আমাদের সকলের নজর রাখা প্রয়োজন;কারণ এই ঋণের বোঝা কেবল বর্তমানের নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও। ঋণ গ্রহণ করে তাকে পরিশোধ করে দেওয়ার মতো দক্ষতা না থাকলে সে রাজ্য দেউলিয়া হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়েছিল। ওড়িশা রাজ্য কোনও সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে রাজ্য চালায়নি। তবে সেটা হয়েছিল নবীন পট্টনায়েক যখন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁকে বারবার কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হয়েছিল ঋণ নিয়ে কাজকে দ্রুত সম্পন্ন করুন। কিন্তু তিনি ঋণ নিয়ে ওড়িশার কোনও উন্নয়ন করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু কোটি টাকা ঋণ নিয়ে রাজ্যকে পরিচালনা করেছেন। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গ ঋণে জর্জরিত হয়েছিল। সেখান থেকে বের হতে পারছিল না। বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঋণের সুদ পরিহার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্কার করে বলে দিয়েছিল ঋণ নিয়ে সুদ দিতে না পারলে সেটা একেবারে বেআইনী হবে। ঋণ নেওয়ার সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেসব শর্তে ঋণ গ্রহণ করেছিল তাকে পূরণ করতে হবে। নাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে না। ঋণের বোঝা ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ক্রমশ থমকে গিয়েছিল। বর্তমানে বিজেপি সরকার এসেছে। এখন নতুন করে পশ্চিমবঙ্গের ভেঙে পড়া আর্থিক অবস্থাকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

কবি সুকুমার রায়ের পুত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়

বিশেষ প্রতিবেদক

সেদিন গড়পার বাড়িটায় চেনা লোকে লোকারণ্য। চোখ বুজে খাটে শুয়ে আছেন সেই সপ্রতিভ মানুষটা। ঘরে কোনও শব্দ নেই। সহধর্মিণী দুচোখ বুজে পাশে বসে আছেন। বোজা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে স্রোতের মত জল পড়ছে। আর জননী তিনি বিধবা হয়েছেন, সদ্য প্রয়াত ছেলের খাটের অন্য পাশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন।

মুহুর্তে বদলে গেল আনন্দ মুখরিত বাড়ির পরিবেশ।

লম্বা দোহারা মানুষ,এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল,চোখ দুটো সবসময় হাসত। এই মানুষটা যেখানে যেতেন একটা আনন্দের তুফান সঙ্গে সঙ্গে যেত। যেখানে থাকতেন অন্য কারও দিকে লোকের চোখ পড়ত না। তাঁর চেহারা কার্তিকের মত না হলেও কি যেন ছিল যার সঙ্গে মুখাবয়বের সম্পর্ক না থাকলেও সর্বাঙ্গ দিয়ে আলো ঝরে পড়ত। আসলে সেটা তাঁর ব্যক্তিত্ব।

সেই মানুষটা কালাজ্বরে পড়েছিলেন,একটু একটু করে প্রতিদিন শরীর ভাঙে। দশাসই চেহারার আর কিছু থাকল না। অথচ একটা বছর যখন বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ কি সুন্দর ছিল জীবন। বিয়ের নয় বছর পরে জায়া একটা ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ঘটা করে তাঁর নামকরণ হয়, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা সেই উপলক্ষে খুব ভোজ খেয়েছেন। ছেলেটির নাম সত্যজিৎ,ডাকনাম মানিক।

জীবনে কত কিছু করবেন,কত আশা। প্রথম বই ' আবোল-তাবোল' প্রকাশিত হবে প্রেসের জন্য তৈরি হচ্ছে। তার ছবি নিজেই আঁকছেন বিছানায় শুয়ে বালিশে ঠেস দিয়ে। ছোট্ট মানিক এর মাঝে হামা দিতে শিখে গেল, হাঁটতে শিখল। তাঁর একবছর বয়স হলে জন্মদিনে ছোটখাট উৎসবও হল। এত আনন্দময় পরিবেশে বাড়ির সবাই বুঝতে পারছিলেন ও বাড়ির সুখের সূর্য অস্ত যাবে। কালাজ্বরের ভাল ওষুধ নেই। সেদিন গড়পার বাড়িটা চেনা লোকে লোকারণ্য। চোখ বুজে খাটে শুয়ে আছেন মাত্র ছত্রিশ বছরের সপ্রতিভ মানুষটা সহধর্মিণী দুচোখ বুজে পাশে বসে আছেন। বোজা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে স্রোতের মত জল পড়ছে। আর জননী তিনি সদ্য প্রয়াত ছেলের খাটের অন্য পাশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন। পাঠক নতুন করে বলার কিছু নেই সেই মানুষটি সত্যজিৎ রায়ের পিতা সুকুমার রায়। বিরহের দিনটি খুব মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন লীলা মজুমদার।

রেল বোর্ডের সদস্য (ট্র্যাকশন ও রোলিং স্টক) দ্বারা কামাখ্যা কোচিং ডিপো পরিদর্শন

মালিগাঁও, ১১ মে ঃ শ্রী আর. রাজাগোপাল, সদস্য ট্র্যাকশন ও রোলিং স্টক (এমটিআরএস), রোলিং স্টকের রক্ষণাবেক্ষণ, সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব

রেলওয়ে বোর্ড ১০ মে, ২০২৬ তারিখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনস্থ কামাখ্যা কোচিং ডিপোর গুরুত্বপূর্ণ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাসমূহের ব্যাপক পরিদর্শন করেন যেখানে ক্রু ওয়েলফেয়ার, আরোপ করা হয়। এই পরিদর্শনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের সময়, এমটিআরএস কামাখ্যার রানিং রুম ও ক্রু লবি পরিদর্শন করে সেখানে বন্দে ভারত স্লিপার এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম ট্রেনের ক্রু সদস্যদের জন্য উপলব্ধ বিশ্রাম সুবিধা ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা করা হয়। রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও কর্মতৎপরতার উচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়। কামাখ্যাস্থিত কোচ রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোতে, এমটিআরএস ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার রেকটি পরিদর্শন করেন এবং ডিপো দ্বারা গ্রহণ করা বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। পিট লাইনে, রোলিং স্টকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের নতুন ও উন্নত পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করা হয়। এমটিআরএস কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেছে, তাদের নিষ্ঠার প্রশংসা করেছে এবং বেশ কিছু নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে। পরিদর্শনের আওতায় বন্দে ভারত স্লিপার কোচগুলির গুণগত মানদণ্ড পর্যালোচনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও মজবুত করা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। আধিকারিকরা এমটিআরএসকে লামডিং ডিভিশনে বিকশিত করা প্রযুক্তি-ভিত্তিক রোলিং স্টক ও ট্র্যাক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাগুলির সম্পর্কে অবহিত করেন। এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য হলো সমগ্র জোনে রেল পরিচালনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনগত সুরক্ষা এবং সামগ্রিক দক্ষতা উন্নত করা। এমটিআরএস আধিকারিক ও কর্মচারীদের সাথেও মতবিনিময় করেছে, যেখানে রেলওয়ে পরিচালনায় ধারাবাহিক উন্নয়ন, সুরক্ষা সচেতনতা ও টিম ওয়ার্কের ওপর জোর দেওয়া হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উন্নত প্রযুক্তি ও সর্বোত্তম পরিচালন পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ, সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মাঝিগ্রামে তৃণমূল পার্টি অফিসে মিলল বস্তাভর্তি সরকারি নথি, সরগরম মঙ্গলকোটের রাজনীতি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ মে ঃ পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের মাঝিগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি পার্টি অফিস থেকে বস্তা বস্তা সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত নথি উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এই ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে স্থানীয় রাজনীতি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই মাঝিগ্রামের ওই তৃণমূল পার্টি অফিস কার্যত বন্ধ পড়ে ছিল। অভিযোগ, প্রায় এক দশক আগে অনুপ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির দোকান দখল করে সেখানে দলীয় কার্যালয় তৈরি করা হয়। অনুপবাবুর দাবি, তাকে ভয় দেখিয়ে ও চাপ সৃষ্টি করে দোকানটি দখল করা হয়েছিল। সম্প্রতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলের পর বিজেপির সহায়তায় তিনি ফের নিজের জায়গার দখল ফিরে পান। এরপর পার্টি অফিসের তালা খোলা হলে ভিতরে চোখে পড়ে পাঁচ বস্তা ভর্তি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নথি। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু আধপোড়া নথিও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। বিজেপির অভিযোগ, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, আবাস যোজনা-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র-সহ গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নথি সরকারি দপ্তরে জমা না দিয়ে বছরের পর বছর পার্টি অফিসেই ফেলে রাখা হয়। এমনকি টাকা নেওয়ার অভিযোগও তুলেছে গেরুয়া শিবির। এলাকার বাসিন্দা সুদর্শন ঘোষ ও অমিত দত্তদের দাবি, তৃণমূল কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। সেই বিশ্বাসেই বহু মানুষ নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ নথি জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আর কোনও খোঁজ মেলেনি। এখন পার্টি অফিস থেকে সেই সব নথি উদ্ধার হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। ঘটনার জেরে মঙ্গলকোটের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১৭/২৫-২৬, তারিখঃ ২৮.০৪.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সুদৃঢ় আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী, প্রতিষ্ঠিত এবং অভিজ্ঞ সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্র্যাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ কেপিএ/ইজি/ওটি-১৭/২৫-২৬। কাজের নামঃ** বৈদ্যুতিক (জি) কাজের জন্য হালিসহরে বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটে হেরিটেজ বিল্ডিং/ইনস্টিটিউট, কাঁচরাপাড়ায় ক্ষুদিরাম বোস, বেল এবং কাজি নজরুল ইনস্টিটিউটের নবীকরণ। **টেন্ডার অনুমিত ব্যয়ঃ** ৯১,৮৯,২৯৬.২৯ টাকা (জিএসটি এবং অন্যান্য কর/চার্জ সহ)। **বায়না মূল্যঃ** ১,৮৩,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার ও নথিপত্রের সম্পূর্ণ এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে এবং সেখান থেকে পাওয়া যাবে। ১৯.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টোর মধ্যে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

MISC-34/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১১ মে ঃ বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল মালদা জেলা পুলিশ। দেশি বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ সহ গ্রেফতার এক যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদার কালিয়াচক থানার বড়নগরডাঙা এলাকা থেকে সন্দেহজনকভাবে এক যুবককে আটক করে পুলিশ। সেই যুবকের কাছে তল্লাশি চালানো হলে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ওই যুবকের নাম জাহাঙ্গীর বাদশা। তাঁর বাড়ি কালিয়াচক থানার অন্তর্গত জলালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়নগরডাঙা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের হেফাজত থেকে একটি দেশি ওয়ান শাটার বন্দুক এবং এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া মেনে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন ধৃতকে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। এদিকে এই ঘটনার পর কী উদ্দেশ্যে ওই যুবক আগেয়াস্ত্রটি মজুদ করে রেখেছিল তা জানতে এবং এই ঘটনায় ওই যুবকের সঙ্গে আরও কেউ বা কারা জড়িত রয়েছে কিনা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। তাতে কী সামনে আসে সেটাই দেখার।

একসাথে তিনটি দপ্তর ... মন্ত্রী হয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নিশীথ প্রামাণিক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১১ মে ঃ গত ৯ মে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি শপথ নেন পাঁচজন মন্ত্রী যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোচবিহার মাথাভাঙ্গার নবনির্বাচিত বিধায়ক তথা প্রাক্তন দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। ২৪ লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হবার পর ২৬ বিধানসভা নির্বাচনে মাথাভাঙ্গা থেকে সাত হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হন তিনি। কোচবিহারবাসীর প্রত্যাশা ছিল মন্ত্রী হবেন নিশীথ প্রামাণিক। ৯ মে যে পাঁচজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন তার মধ্যে ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। ফলে প্রত্যাশা ছিলই পূর্ণ মন্ত্রী এমনকি কেবিনেট মন্ত্রী হতে চলেছেন নিশীথ প্রামাণিক। সোমবার বেলা বাড়তেই মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর জানিয়ে দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর যুব কল্যাণ এবং ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। একসাথে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী হলেন তিনি স্বভাবতই খুশির হাওয়া জেলা জুড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ক্রীড়া দপ্তরের

প্রতিমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি স্পোর্টস হাব তৈরির উদ্যোগ নেন। প্রাথমিকভাবে রেলের সাথে মৌ চুক্তির পর সেই কাজ শুরু হলেও পরবর্তীতে তার অগ্রগতি আর দেখতে পাওয়া যায়নি। এমত অবস্থায় ২৪ লোকসভা নির্বাচনে তিনি পরাজিত হওয়ায় সেই প্রজেক্ট বিশবাও জলে চলে গিয়েছিল। ২৬ জয়লাভ করার পর আবার নতুন করে মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এমত অবস্থায় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ায় নতুন করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া প্রেমীরা। বরাবরই অবহেলিত বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ এমতাবস্থায় এই প্রথম উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব কাউকে দেওয়া হল। অপরদিকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে গত সরকারের আমলে বিপুল দুর্নীতির খবর বারংবার সামনে এসেছে। এমনকি বিভিন্ন ঠিকাদার সংস্থাও প্রকাশ্যে না বললে সরকার বদল হতেই তাদের ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঠিকাদার বলেন - উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ঘুঘুর বাসা। টাকা না দিলে কোন কাজ হয় না। বারবার যখন বিরোধীরা কাটমানি প্রসঙ্গে সরব হয়েছেন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর মন্ত্রী কোচবিহার থেকে হওয়ায় সম্ভবতই উন্নয়নের জোয়ার বইবে এমনটাই আশা করছেন সাধারণ মানুষ। সোমবার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর নিজের মন্ত্রকে যান নিশীথ প্রামাণিক। দায়িত্ব নেন যুব কল্যাণ ক্রীড়া সহ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের। এই প্রসঙ্গে নিশীথ প্রামাণিক টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে বলেন - আগামী দিনে উন্নয়ন শেষ কথা। দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব মানুষের পাশে আছি আগামী দিনেও থাকবো। দীর্ঘদিন ধরে এই দপ্তরের বিভিন্ন কেচ্ছা সামনে এসেছে এবার স্বচ্ছ ভাবে চলবে দপ্তর উন্নয়ন হবে সর্বস্তরের মানুষের। ক্রীড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন - কেন্দ্রের প্রতিমন্ত্রী থাকার সময় তিনি এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন যেহেতু এখন রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার তাই আগামী দিনে খুব দ্রুত ক্রীড়া সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলি নতুনভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। তিনি বলেন মানুষের আশীর্বাদ ভরসা রয়েছে আর সেই কারণেই মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেছে। একদিকে যখন নতুন মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পর উচ্ছ্বাসে ভাসছে সাধারণ মানুষ ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে মাথাভাঙ্গা এক ব্লকের সাধারণ মানুষকে মাছ - ভাত খাওয়ানোর আয়োজন করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নির্বাচনের আগে প্রাক্তন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাছ- ভাত খাওয়া নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যার জেরে প্রচারে বিজেপি নেতৃত্বরা বলেন ভোটে জিতলে আমরা সাধারণ মানুষকে মাছ - ভাত খাওয়াবো জাতি ধর্মনির্বিশেষে। কথামতোই কাজ সোমবার মাথাভাঙ্গায় ২০০০ লোককে মাছ- ভাত খাওয়ানো হয়। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ- সভাপতি বিরাজ বোস বলেন - মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেই পরিবর্তন করেছে মানুষ উন্নয়নের ধারা বইবে ডবল ইঞ্জিন সরকারের দ্বারা। এখন দেখার নতুন সরকার তার প্রতিশ্রুতি কিভাবে পালন করে।

মুর্শিদাবাদে মাসব্যাপী আম উৎসবের আসর, মিলবে কোহিতুর-বিমলির মতো রাজকীয় আম

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১১ মে ঃ মুর্শিদাবাদের নবাবি ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গ আম। সেই হেরিটেজ বা ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে আগামী ১ জুন থেকে আজিমগঞ্জের 'হাউস অফ শেহেরওয়ালি'-তে শুরু হতে চলেছে মাসব্যাপী 'মুর্শিদাবাদ আম উৎসব ২০২৬'। 'মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি' এবং 'হাউস অফ শেহেরওয়ালি' যৌথভাবে এই উৎসবের আয়োজন করেছে। উল্লেখ্য, বাংলার প্রাক্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদ আজও ১৫০-র বেশি বিরল প্রজাতির আমের ভাণ্ডার। সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে সামনে রেখে উৎসবে কোহিতুর, বিমলি, রানি, ভবানী, কালাপাহাড়, সারান্ধ্র-সহ বহু দুর্লভ প্রজাতির আম প্রদর্শিত ও পরিবেশন করা হবে। আয়োজকদের দাবি, এই আমগুলির প্রকৃত স্বাদ ও গন্ধ উপভোগ করা যায় শুধুমাত্র বাগানেই, গাছ থেকে সদ্য পেড়ে খাওয়ার অভিজ্ঞতায়। এই উৎসবে পর্যটকদের জন্য রয়েছে একাধিক আকর্ষণ। দর্শনার্থীরা আমবাগান ভ্রমণ ও নিজের হাতে আম পাড়ার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি শেহেরওয়ালি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ও আম-ভিত্তিক নানা জিভে জল আনা পদ চেখে দেখার ব্যবস্থা থাকবে। যার মধ্যে আম পান্না, আমের ক্ষীর, আম-চাটনি, আম- সন্দেশ এবং বিভিন্ন মৌসুমি খাবার উল্লেখযোগ্য। উৎসবের প্রেক্ষাপটে 'হাউস অফ শেহেরওয়ালি'-র প্রতিষ্ঠাতা প্রদীপ চোপড়া বলেন, মুর্শিদাবাদের আম শুধু একটি ফল নয়, এটি আমাদের ইতিহাসের এক জীবন্ত দলিল। আগামী ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চলবে এই উৎসব। ভিন জেলার পর্যটকদের সুবিধার জন্য বিশেষ আবাসন ও ভ্রমণ প্যাকেজের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

খুলল চা বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১১ মে ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকের কাঁচাকালী এলাকায় দীর্ঘ চার বছরের অপেক্ষার অবসান। অবশেষে ফের খুলে গেল লম্বু বালা টি প্লান্টেশন প্রাইভেট লিমিটেড। প্রশাসনের সহযোগিতায় পুনরায় শুরু হয়েছে বাগানের কাজ, আর সেই সঙ্গে ফিরেছে বহু শ্রমিক পরিবারের মুখের হাসি। কাঁচাকালীর ঝুটিয়া এলাকায় প্রায় ৩৪ বিঘা জমি জুড়ে বিস্তৃত এই চা বাগান একসময় ছিল এলাকার বহু মানুষের জীবিকার প্রধান ভরসা। প্রায় ৭৫ জন শ্রমিক এবং কয়েকজন স্টাফের সংসার চলত এই বাগানকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ ঘিরে ধীরে ধীরে থমকে যায় বাগানের স্বাভাবিক কাজকর্ম। একসময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে উৎপাদন ব্যবস্থা। বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে শ্রমিক পরিবারগুলির জীবনে। নিয়মিত কাজ ও মজুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েন অনেকে। যে বাগানে একসময় প্রতিদিন শ্রমিকদের ব্যস্ততা চোখে পড়ত, সেখানে নেমে আসে নিস্তব্ধতা।

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for Temporary IT Infrastructural arrangement with live telecast and media coverage of the oath-taking ceremony and proceedings of the House for the appointment of Speaker on 13 th, 14 th and 15th , May , 2026 at WBLA, Kolkata." **[Job No. KIT/RW/025 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-015/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : **12.05.2026 up to 05.00 PM**

2. Name of Work: "Provision for temporary high speed internet connectivity for the oath-taking ceremony and proceedings of the House for the appointment of Speaker on 13th, 14th and 15th , May , 2026 at WBLA, Kolkata." **[Job No. KIT/RW/026 of 26-27]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-016/KIT/Q of 26-27)

Bid Submission Closing : **12.05.2026 up to 05.00 PM**

3. Name of Work: "Renovation and Upgradation of CCTV Surveillance System with Allied Infrastructure for The Calcutta Homoeopathic Medical College & Hospital, 265-266, A.P.C Road, Kolkata- 700 009 **[Job No: KIT/OW/011 of 26-27]"**

e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-019/T/26-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5013908_1

Bid Submission Closing : **04.06.2026 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্থ নদী বাঁধ গুলো দ্রুত সংস্কারের আর্জি নতুন সরকারের কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ১১ মে ঃ বৈশাখ মাস শেষ হতে চললো। আর সামনেই আসছে বর্ষাকাল কিন্তু সুন্দরবনে এখনো বেহাল অবস্থায় রয়েছে একাধিক নদী বাঁধ। আর সেই নদীবাঁধগুলি দ্রুত সংস্কারের এবার দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের পতনের পরে রাজ্যে বিজেপির নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। আর এখন সুন্দরবনের মানুষ চায় দ্রুত নদীবাঁধ সংস্কারে হাত দিক নতুন সরকার। গোসাবা, কুলতলি, সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘি সহ একাধিক জায়গায় বিগত বছর গুলিতে সেভাবে সংস্কার হয়নি নদী বাঁধের। ফলে সবসময় আতঙ্কে থাকেন স্থানীয়রা। অধিকাংশ সময় দেখা যেত স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই নদীবাঁধ মেরামত করে নেন। বারবার এই ছবি উঠে আসতো সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গা থেকে। নদীবাঁধ সারানোর জন্য স্থানীয়রা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেন। সুন্দরবনবাসী দের দাবী একটাই, কংক্রিটের নদীবাঁধ তৈরি করে দেওয়া হোক। এই নদীবাঁধ সংস্কারের জন্য বারবার বলা হলেও কোনওসময় কর্ণপাত করেনি কেউ। তবে এবার আশার আলো দেখছেন স্থানীয়রা। গোসাবার বাসিন্দারা বলেন, নদী বাঁধ সংস্কার করা হলে পুকুরে মাছ চাষ করা, পানের বরজ থেকে শুরু করে অনেকরকম সবজি চাষ করতে পারা যায়। আয়লার ক্ষতিগ্রস্থ নদী বাঁধ গুলো দীর্ঘ ১৭ বছরে ও পাকাপোক্ত ভাবে হলো না। তাই নতুন সরকার এই বিষয়টি দেখলে সুন্দরবনবাসীদের খুবই উপকার হয় বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ এসএএনডিটি-কন-০২-২০২৬-এসডিএএইচ, তারিখঃ ০৮.০৫.২০২৬। ডেপুটি সিএসটিই/কন/শিয়ালদহ আর.এম.এস. বিল্ডিং (৩য় তল), শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নংঃ এসএএনডিটি-কন-০২-২০২৬-এসডিএএইচ-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে বনগাঁ-রানাঘাট ডবল লাইনের কাজ সম্পর্কিত বনগাঁ-রানাঘাট শাখার জন্য বাধা অপসারণ কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ১২,৭৪,৭৩,৯৫২.৩০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটিঃ** ২৫,৪৯,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৬ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ১৮.০৫.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০১.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে।

CON-05/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সিউড়ি পুরসভায় বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১১ মে ঃ ভারত মাতার ছবি লাগানোকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হলো বীরভূম জেলার সিউড়ি পুরসভায়। এ দিন সকালে সিউড়ি পুরসভায় ওই ছবি নিয়ে হাজির হন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, জেলা সাধারণ সম্পাদক- সহ বিজেপির অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। কিন্তু সেই সময় পুরসভার চেয়ারম্যানের ঘর বন্ধ ছিল। তা ঘিরেই শুরু হয় বিক্ষোভ। স্লোগান দিতে শুরু করেন বিজেপির কর্মীরা। পুরসভার চেয়ারম্যান এলে ওই দরজা খুলে বিজেপির নেতারা চেয়ারম্যানের হাতে ভারত মাতার ছবি তুলে দেন। পরে সেই ছবি পুরসভার কর্মীদের দিয়ে লাগানো হয়। এর পরে বীরভূম জেলা পরিষদ, কড়িধ্যা পঞ্চায়েত ও সিউড়ি ১ পঞ্চায়েত সমিতিতেও ভারত মাতার ছবি লাগানো হয়। এদিকে, এ দিন বোলপুর কলেজের মূল গেটে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকেরা তাঁদের পতাকা টাঙিয়ে দেন।

খালি পায়ে ছ'বছরের সংগ্রামের অবসান, সরকার বদলের পর পায়ে উঠল নতুন চটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১১ মে ঃ তৃণমূল সরকার যতদিন, জুতো নয় আমার পায়ে ততদিন ,

২০১৯-এ নেওয়া সেই কঠিন শপথের অবসান হল রবিবার। পেশায় হকার, ডোমকলের রায়পুর অঞ্চলের মোক্তারপুর কারিগরপাড়ার মজিবুর শেখ দুধ দিয়ে পা ধুয়ে ছ'বছরের খালি পায়ের যন্ত্রণা মুছলেন, পায়ে তুললেন নতুন চটি। প্রসঙ্গত , ২০১৯-২০ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থেকে মজিবুর শপথ নিয়েছিলেন- তৃণমূল সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, পায়ে জুতো বা চটি পরবো না। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জিতে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় ফিরে এলেও তিনি নিজের সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়েন নি। শীতের তীব্র কাঁপুনি, গ্রীষ্মের গরম রাস্তা, কাঁকর- পাথরের যন্ত্রণা- সবকিছু সয়েও তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা ধরে রেখেছিলেন। পেশার তাগিদে মজিবুর প্রতিদিন মোটরবাইকে করে ডোমকল, জলঙ্গি, করিমপুর, বক্সীপুরঘাট সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ব্যবসা করেন। খালি পায়ে সেই দীর্ঘ যাত্রা যে কতটা কষ্টের ছিল, তা বলতে গিয়ে এখনও তাঁর গলা ভারী হয়ে আসে। শীতের ঠান্ডায় পা জমে যেত, খালি পায়ে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে অনেকবার রক্তাক্ত হয়েছি। অনেকে কটাক্ষ করেছে, উপহাস করেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, একদিন এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবেই, জানালেন মজিবুর। নতুন সরকার গঠনের পরদিন রবিবারই সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্ত এল। বাড়ির উঠোনে আয়োজন করা হয় বিশেষ অনুষ্ঠানের। দুধ দিয়ে পা ধুয়ে ছয় বছরের প্রতিজ্ঞা ভাঙলেন তিনি। তারপর পরলেন নতুন চটি। মজিবুর বলেন, বিভিন্ন মঙ্গলকাজের আগে যেমন শুদ্ধিকরণ হয়, তেমনই দুধ দিয়ে আমার পা ধুয়ে প্রতিজ্ঞা ধুয়ে ফেললাম। পা দুটো এখন যে আরাম পেয়েছে, তা শুধু আমিই অনুভব করতে পারছি। তবে প্রতিজ্ঞা পূরণের আনন্দ একা ভোগ করতে চাননি মজিবুর। পাঁচ গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় আয়োজন করা হয় খিচুড়ি ভোজের। ছ'শোরও বেশি মানুষ এই ভোজে অংশ নেন। কেউ কেউ তাঁর এই অদম্য মনোবলের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, এটা শুধু একজন মানুষের প্রতিজ্ঞা নয়, এটা বিশ্বাসের জয়। দল, মত, রং পেরিয়ে মজিবুরের এই ছ'বছরের ত্যাগ, আজ ডোমকলের ঘরে ঘরে আলোচনার বিষয়। খালি পায়ে হেঁটে যাওয়া এক সাধারণ হকার দেখিয়ে দিলেন, দৃঢ়তা থাকলে সময় বদলায়, শপথও পূর্ণ হয়।

৭ বাংলাদেশি-সহ ধৃত ভারতীয় দালাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১১ মে ঃ করা নজরদারির মাঝে ধরা পড়লো ৭ বাংলাদেশি সহ ভারতীয় দালাল। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তের ধাপরাহাট সীমা চৌকির জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে ৭ জন বাংলাদেশি নাগরিক সহ এক ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করে। আব্দুর রব, আকাশ হোসেন, সুজন হোসেন, সইফুল ইসলাম, অনিমুল শেখ, রশল শেখ ও নিরব সিকদার ধৃতদের মধ্যে চার জনের বাড়ি বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। দুজনের বাড়ি রাজবাড়ি জেলায় এবং একজনের বাড়ি দৌলতপুর জেলায়। ধৃত ভারতীয় দালালের নাম সুশীল শীল। তাঁর বাড়ি কুচলিবাড়ির ২৫ তিস্তা পয়স্তি এলাকায় বলে বিএসএফ সূত্রে খবর। বিএসএফ সূত্রের খবর

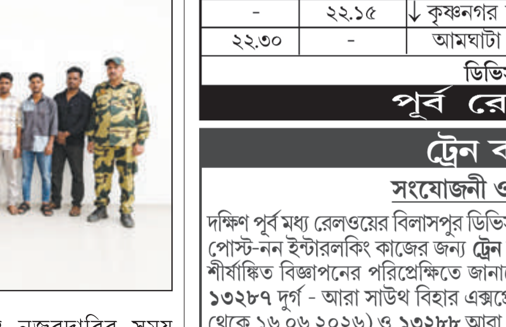

অনুযায়ী - গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সীমান্তে নজরদারির সময় সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করতে দেখা যায় কয়েকজনকে। এরপরই অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে প্রবেশ করে কেরলে গিয়েছিলেন কাজ করতে। যদিও পরবর্তীতে তারা দেশে ফেরার জন্যই সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় এসেছিলেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী জানা যায় তারা দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে ঈদ পালন করতে যাচ্ছিলেন এবং ঈদের পর আবার অবৈধভাবে ভারতীয় প্রবেশ করে অন্য রাজ্যে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। পরবর্তীতে বিএসএফের পক্ষ থেকে ধৃতদের কুচলিবাড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মেখলিগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশীষ পি সুব্বা বলেন -সকলের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন এন্ড ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য , তৃণমূল সরকারের সময় কোচবিহারের যে বিস্তীর্ণ এলাকায় কাঁটাতার ছিল না সেই কাঁটাতার দেওয়া নিয়ে জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে কেন্দ্র রাজ্য সংঘাতের দরুন অনুপ্রবেশকারীদের যাতায়াতের কলিডোর হয়ে উঠেছিল সীমান্তবর্তী এলাকা যদিও বিএসএফের পক্ষ থেকে করা নজরদারীর ব্যবস্থা করা হয় প্রতিনিয়ত সেই নজরদারি এড়িয়ে প্রায়শই তারা প্রবেশ করে ভারতে। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতেই সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দেন খুব দ্রুত সীমান্তে জমি অধিগ্রহণ করে তাতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হবে।

কৃষ্ণনগর সিটি ও আমঘাটা স্টেশনের মধ্যে দুই জোড়া নতুন ট্রেন

যাত্রী যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে কৃষ্ণনগর সিটি-আমঘাটা সিঙ্গল লাইন শাখায় কৃষ্ণনগর সিটি জংশন ও আমঘাটা (হল্ট) স্টেশনের মধ্যে **১৩.০৫.২০২৬ তারিখ থেকে** ০২ (দুই) জোড়া নতুন ইএমইউ লোকাল ট্রেনের প্রবর্তন করা হবে। নতুন ট্রেনগুলির সময়সূচী নিম্নরূপ :—

৩১৮৮৭ কৃষ্ণনগর সিটি-আমঘাটা		স্টেশন	৩১৮৮৮ আমঘাটা-কৃষ্ণনগর সিটি	
পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.
-	০৫.২০	↓ কৃষ্ণনগর সিটি জং.	০৫.৫৮	-
০৫.৩৫	-	আমঘাটা (হল্ট) ↑	-	০৫.৪৩

৩১৮৮৯ কৃষ্ণনগর সিটি-আমঘাটা		স্টেশন	৩১৮৯০ আমঘাটা-কৃষ্ণনগর সিটি	
পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.
-	২২.১৫	↓ কৃষ্ণনগর সিটি জং.	২৩.০০	-
২২.৩০	-	আমঘাটা (হল্ট) ↑	-	২২.৪০

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

ট্রেন বাতিল

সংযোজনী ও সংশোধনী

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের বিলাসপুর ডিভিসনে প্রি-নন ইন্টারলকিং/নন ইন্টারলকিং/পোস্ট-নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য **ট্রেন বাতিল** সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, পূর্বের বাতিলগুলি ছাড়াও **১৩২৮৭** দুর্গ - আরা সাউথ বিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১২.০৬.২০২৬ থেকে ১৬.০৬.২০২৬) ও **১৩২৮৮** আরা - দুর্গ সাউথ বিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.০৬.২০২৬ থেকে ১৪.০৬.২০২৬) ট্রেন দুটিও বাতিল থাকবে এবং **১৭০০৮** দ্বারভাঙ্গা - চর্লপল্লী এক্সপ্রেস ট্রেনটি পূর্বে বিজ্ঞাপিত তারিখ অর্থাৎ (যাত্রা শুরুর তারিখ) ০৯.০৬.২০২৬ ও ১২.০৬.২০২৬ -এর পরিবর্তে **(যাত্রা শুরুর তারিখ) ১২.০৬.২০২৬ ও ১৬.০৬.২০২৬**-এ বাতিল থাকবে। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-পে-ইয়ুজ-এইউবি-২, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ ২৯-০৫-২০২৬** তারিখের **১০.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৯-০৫-২০২৬** তারিখের **১০.৩০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল,**ট্রিপ/দিনঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-এইউবি-টিওআই-২১৮-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	আলুয়াবাড়ী রোড রেলওয়ে স্টেশনে কেবলমাত্র তিন বছর সময়ের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০৭-০৫-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জল জীবন মিশন প্রকল্পে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা দেওয়ার সম্মতি

কলকাতা, ১১ মে ঃ গ্রামীন এলাকায় প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার খুব শীঘ্রই জল জীবন মিশন প্রকল্পে রাজ্যে দুই বছর ধরে বন্ধ থাকা ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। এরমধ্যে মন্ত্রকের সচিব সহ আধিকারিকরা রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে রাজ্য সরকার ও কেংদ্রের মধ্যে একটি মৌ চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই এই টাকা দেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

এবিভিপির পতাকা উত্তোলন, 'শুদ্ধিকরণ' গঙ্গাজল দিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১১ মে ঃ রাজ্যে পালাবদলের পর সোমবার সকালে চাঁচল কলেজ প্রাঙ্গণে নিজেদের সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। পাশাপাশি এদিন গঙ্গাজল দিয়ে ওই এলাকার 'শুদ্ধিকরণ' করা হয়। নেতৃত্বের দাবি, গত কয়েক বছর ধরে কলেজে যে 'দুর্নীতি ও অরাজকতা' চলেছে, তার অবসান ঘটাতেই এই শুদ্ধিকরণ। শুদ্ধিকরণের পরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ-এর পতাকা উত্তোলন করা হয়। এদিন সকালে কয়েকশো পড়ুয়াকে নিয়ে মিছিল বের করে এবিভিপি নেতৃত্ব।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বর্তমানে ডিজিটাল অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে এক তীব্র নীতিগত সংঘাত তৈরি হয়েছে

ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র, ১১ মে ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বর্তমানে ডিজিটাল অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে এক তীব্র নীতিগত সংঘাত তৈরি হয়েযছে। দেশের ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পের প্রতিনিধিরা মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছে স্টেবলকয়েন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিনেট বিলকে কেন্দ্র করে। বিশেষ করে স্টেবলকয়েন ব্যবহারকারীদের রিওয়ার্ড বা ইয়েল্ড দেওয়ার অনুমতি থাকবে কি না, সেই প্রশ্ন এখন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। স্টেবলকয়েন হলো এমন এক ধরনের ডিজিটাল মুদ্রা, যার মূল্য সাধারণত মার্কিন ডলার বা অন্য কোনো প্রচলিত মুদ্রার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক লেনদেন, অনলাইন পেমেন্ট , ক্রিপ্টো ট্রেডিং এবং সীমান্ত-পার অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্টেবলকয়েনের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণেই মার্কিন সরকার এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো এ খাতের জন্য একটি সুস্পষ্ট আইনি কাঠামো তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। বর্তমানে সিনেটে আলোচনাধীন বিলটির উদ্দেশ্য হলো স্টেবলকয়েনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ফেডারেল নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তবে এই বিলের সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ হয়ে উঠেছে স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহারকারীদের সুদের মতো পুরস্কার বা আর্থিক সুবিধা দিতে পারবে কি না, সেই বিষয়টি। মার্কিন ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন সংগঠন এই ধরনের সুবিধা প্রদানের তীব্র বিরোধিতা করেছে। তাদের মতে, যদি ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলো স্টেবলকয়েনের মাধ্যমে সুদের মতো রিটার্ন দিতে পারে, তাহলে তারা কার্যত অনিয়ন্ত্রিত ব্যাংক হিসেবে কাজ করবে। অথচ তাদের ওপর প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মতো কঠোর মূলধন সংরক্ষণ নীতি, আর্থিক নজরদারি কিংবা গ্রাহক সুরক্ষা আইন প্রযোজ্য হবে না। ব্যাংকগুলোর দাবি, স্টেবলকয়েনের মাধ্যমে উচ্চ রিটার্নের প্রলোভন দেখানো হলে সাধারণ মানুষ তাদের অর্থ

ঐতিহ্যবাহী সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করতে পারে। এতে ব্যাংকগুলোর আমানত কমে যাবে, ঋণ দেওয়ার সক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। বড় বড় ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা সিনেট সদস্যদের সতর্ক করে বলেছেন, স্টেবলকয়েন রিওয়ার্ড ব্যবস্থা ব্যাংকিং খাতে অসম প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করবে। কারণ ব্যাংকগুলোকে যেখানে কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়, সেখানে ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলক কম নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই বেশি মুনাফা বা সুবিধা দিতে পারবে। তাদের মতে, আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব। তাই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের নামে এমন কোনো ব্যবস্থা অনুমোদন করা উচিত নয়, যা ভবিষ্যতে পুরো আর্থিক ব্যবস্থার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে, ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্প এবং ব্লকচেইনভিত্তিক আর্থিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো এই অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেছে। তাদের দাবি, স্টেবলকয়েনকে প্রচলিত ব্যাংক আমানতের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। এটি মূলত একটি প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল আর্থিক অবকাঠামো, যা দ্রুত, কম খরচে এবং আরও দক্ষতার সঙ্গে লেনদেন সম্পন্ন করতে সক্ষম। ক্রিপ্টো শিল্পের নেতারা বলছেন, ব্যবহারকারীদের রিওয়ার্ড বা ইয়েল্ড দেওয়া ব্লকচেইনভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমানে অনেক ডিজিটাল আর্থিক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের তাদের সম্পদ ধরে রাখার বিনিময়ে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধা দেয়। এই মডেলই নতুন প্রজন্মের বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করছে। তাদের মতে, যদি যুক্তরাষ্ট্র অত্যধিক কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, তাহলে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগ বিদেশে চলে যেতে পারে। এতে ইউরোপ, এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ডিজিটাল আর্থিক প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এবং যুক্তরাষ্ট্র পিছিয়ে পড়বে। ক্রিপ্টোপন্থীরা আরও যুক্তি দিয়েছেন যে, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ডিজিটাল সম্পদের গুরুত্ব দ্রুত বাড়ছে। তাই নিয়ন্ত্রণের নামে উদ্ভাবনকে দমন করা হলে দীর্ঘমেয়াদে মার্কিন অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সিনেটের শুনানিতে অংশ নেওযা অনেক আইনপ্রণেতাও এ বিষযে বিভক্ত অবস্থান নিয়েছেন। কিছু সিনেটর মনে করছেন, পরিষ্কার নিযম না থাকলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিযন্ত্রক দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে, যা রেগুলেটরি আরবিট্রাজ সৃষ্টি করবে। অর্থা প্রতিষ্ঠানগুলো এমন খাত বেছে নেবে যেখানে নিয়ন্ত্রণ কম, ফলে আর্থিক ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। আবার অন্য একটি অংশ মনে করছে, ক্রিপ্টো শিল্প ইতোমধ্যেই বৈশ্বিক অর্থনীতির একটি বড় অংশে পরিণত হয়েছে। তাই অতিরিক্ত কঠোরতা দেখালে যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতায পিছিযে পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বিতর্ক কেবল স্টেবলকযেন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয বরং এটি ভবিষ্যতের আর্থিক ব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারণের প্রশ্নে পরিণত হযেছে। একদিকে রযেছে শত বছরের পুরোনো ব্যাংকিং কাঠামো, অন্যদিকে দ্রুত বিকাশমান বিকেঃদ্রীভূত ডিজিটাল অর্থনীতি।স্টেবলকযেন বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অনলাইন পেমেঃট, রেমিট্যান্স এবং ডিজিটাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয নয বরং এটি বৈশ্বিক আর্থিক বাজারেও প্রভাব ফেলবে। বিশ্লেষকদের মতে, সিনেটের এই বিলের চূড়ান্ত রূপ নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিপ্টো শিল্পের প্রতি কতটা ইতিবাচক বা কঠোর অবস্থান নেবে। একই সঙ্গে এটি অন্যান্য দেশকেও ডিজিটাল সম্পদ নিযন্ত্রণের ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা গ্রহণে প্রভাবিত করতে পারে। বর্তমানে বিলটির বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা চলছে এবং একাধিক সংশোধনী প্রস্তাব আনা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইনপ্রণেতারা এখন এমন একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, যাতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনও বাধাগ্রস্ত না হয এবং একই সঙ্গে দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতাও বজায় থাকে। এই বিতর্কের ফলাফল শেষ পর্যন্ত শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের ডিজিটাল অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

পিঠে ছুরি মেরেছে পাক সেনা', জইশ

ইসলামাবাদ, ১১ মে ঃ অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তান ও তাদের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে ভারতের সেনা। সেই ' এখনও যায়নি। তার প্রমাণ মিলল ফের। জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহার খেপে গেল পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের উপরে। তার দাবি, সিঁদুরের সময় জইশের পিঠে ছুরি মেরেছে পাকিস্তান। কিন্তু একথা কেন বলছে মাসুদ? আসলে জইশ অভিযোগ করেছে, ৭ মে, ২০২৫-এ বাহাওযালপুরে ভারতের হামলার সময পাক সেনা তাদের সহাযতা করেনি। সূত্র থেকে আরও জানা গিয়েছে যে, ' সিঁদুর'-এ খতম জঙ্গিরা এবং হাফিজ সইদ, মাসুদ আজহারদের ঘনিষ্ঠরা পরে সামরিক সম্মান পেলেও, হামলার সময তাদের সরাসরি উদ্ধার করতে কেউ এগিযে আসেনি। প্রসঙ্গত, ' সিঁদুর'-এর সময় ভারত বাহাওয়ালপুরে জইশ সদর দপ্তরে হামলা চালায়। মাসুদ আজহার নিজেই স্বীকার করেছে যে, এই হামলায তার পরিবারের ১০ জন সদস্য এবং চারজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী নিহত হয়েছে। জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহার খেপে গেল পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের উপরে। তার দাবি, সিঁদুরের সময় জইশের পিঠে ছুরি মেরেছে পাকিস্তান। জইশের দাবি, পাক সেনা নিহত জঙ্গিদের শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছিল। পাক সেনা কর্তারা অনেকেই তাতে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু হামলার সময় সেই সক্রিয়তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। এখানেই শেষ নয়। মাসুদ আজহারের আরও অভিযোগ, দিল্লি, কাবুল, কাঃ দাহারে তাদের ব্যবহার করেছে পাকিস্তান। অথচ ' সিঁদুর'-এ তাদের মরতে ছেড়ে দিয়েছে। সকলেরই জানা, পাকিস্তানের সেনা ও আইএসআইয়ের প্রত্যক্ষ মদত পায় বহু জঙ্গি গোষ্ঠী। কিন্তু এবার সরাসরি এই দোষারোপ শুরু হওয়ায় বিস্মিত ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। বলে রাখা ভালো, অপারেশন সিঁদুরে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের বাড়ি। বিস্ফোরণে মারা যায় আজহারের পরিবারের ১৪ সদস্য। এটা যে কোনও ফাঁকা দাবি নয়, বরং একেবারে সত্যি ঘটনা তা মেনে নেয় জইশ শীর্ষ কমান্ডার মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি! পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় ২৬ মৃত্যুর বদলা নিতে ৬ মে গভীর রাতে অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারতীয় সেনা। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯ জায়গার জঙ্গিঘাঁটি গুঁ।য়ে দেয় ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র। এই হামলায় বাহওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদ, মুরাক্কায় লস্কর-ই-তইবা ও হিজবুল মুজাহিদিনের সদর দপ্তর গুঁ।য়ে দেওয়া হয়েছিল। খতম হয়েছিল বহু জেহাদি। সেই ' যে এখনও শুকোয়নি তা পরিষ্কার মাসুদ আজহারের মন্তব্যে।

দেশ-বিদেশ

আকাশজুড়ে রঙের জাদু! ইন্দোনেশিয়ার মেঘে 'রামধনুর আগুন', ভাইরাল ভিডিও দেখে বিস্মিত বিশ্ব

প্রকৃতি যে মানুষের কল্পনাকেও হার মানাতে পারে, তার প্রমাণ মিলল আবারও। নীল আকাশের বুকজুড়ে আচমকা ছড়িয়ে পড়েছে গোলাপি, সবুজ, নীল আর বেগুনির অপার্থিব আভা। মনে হচ্ছে যেন কেউ তুলির টানে মেঘের গায়ে এঁকে দিয়েছে রামধনুর রঙ। আর সেই দৃশ্য দেখেই হতবাক নেটদুনিয়া। পাশাপাশি তৈরি হয়েছে নানা জল্পনাও। সমাজমাধ্যমের একাংশের দাবি, এটি নাকি কোনও অতিপ্রাকৃত ইঙ্গিত। কেউ বলছেন, পৃথিবীতে বড় কোনও পরিবর্তনের পূর্বাভাস হতে পারে এই ঘটনা। আবার কেউ মহাকাশ, ভিনগ্রহ বা অজানা শক্তির সঙ্গে এর যোগ খুঁজতে শুরু করেছেন। এমনও দাবি উঠেছে, ভিডিওটি

সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিও ঘিরে এখন তুমুল চর্চা-এ কি সত্যিই প্রকৃতির খেলা, নাকি কোনও অলৌকিক ঘটনা?সম্প্রতি ইন্দেদানেশিয়ার বোকাসি এবং বোগোর রিজেন্সির আকাশে দেখা গিয়েছে এই বিরল দৃশ্য। বিশেষ করে বোগোরের জংগোল এলাকার বাসিদারা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করেছেন মেঘের গায়ে রঙের বিস্ময়কর বিচ্ছুরণ। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সাদা মেঘের স্তরে হঠাৎই ফুটে উঠেছে নানা রঙের ঢেউ। কোথাও হালকা গোলাপি, কোথাও সবুজের আভা, আবার কোথাও নীল-বেগুনির মায়াবী ছোঁয়া। পুরো আকাশ যেন মুহূর্তের জন্য পরিণত হয়েছিল এক বিশাল জলরঙের ক্যানভাসে। ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ছ।য়ে প।তেই শুরু হয় জোর চর্চা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কেউ লিখেছেন, এ যেন স্বর্গের দরজা খুলে যাওয়ার দৃশ্য। কেউ আবার একে ঈশ্বরের শিল্পকর্ম বলে বর্ণনা করেছেন। অনেকের মতে, এত সুন্দর দৃশ্য জীবনে কখনও দেখেননি তাঁরা। তবে বিস্ময়ের নাকি কৃত্রিম প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এসব ধারণা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া ও ভূ-পদার্থবিদ্যা সংস্থা বিএমকেজি জানিয়েছে, এই ঘটনা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ক্লাউড ইরিডেসেন্স বা মেঘের বর্ণচ্ছটা। সাধারণ মানুষের কাছে এটি ফায়ার রেইনবো নামেও পরিচিত। যদিও এটি আসলে প্রচলিত রামধনুর মতো নয়, বরং আলোর বিশেষ প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণের ফল। বিশেষজ্ঞদের মতে, আকাশে যখন খুব পাতলা স্তরের মেঘ থাকে এবং সেই মেঘের মধ্যে থাকা ক্ষুদ্র জলকণা বা বরফের কেলাসের উপর সূর্যের আলো নির্দিষ্ট কোণে পড়ে, তখন এই রঙের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি ক্ষুদ্র কণা প্রিজমের মতো কাজ করে। ফলে সূর্যের সাদা আলো ভেঙে নানা রঙে ছড়িয়ে পড়ে। সেই কারণেই মেঘের গায়ে রামধনুর মতো সাতরঙা আভা দেখা যায়। আবহাওয়াবিদদের ব্যাখ্যায় জানা গিয়েছে, এই দৃশ্য দেখতে হলে কয়েকটি বিশেষ শর্ত পূরণ হওয়া জরুরি। প্রথমত, মেঘের স্তর খুব পাতলা হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সূর্যের অবস্থান এমন হতে হবে যাতে আলো সঠিক কোণে প্রতিফলিত হয়। আর তৃতীয়ত, বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা ও বরফকণার ঘনত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য থাকতে হবে। এই সব শর্ত একসঙ্গে মিললেই তৈরি হয় এমন মায়াবী দৃশ্য। তাই এই ঘটনা খুবই বিরল। বিশেষজ্ঞরা আরও জানিয়েছেন, ক্লাউড ইরিডেসেন্স পৃথিবীর নানা প্রান্তে মাঝেমধ্যে দেখা গেলেও এত স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল রঙের প্রকাশ সচরাচর হয় না। অনেক সময় মানুষ এটিকে রামধনুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু আসলে এটি সম্পূর্ণ আলাদা এক অপটিক্যাল ঘটনা। রামধনু তৈরি হয় বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে আলোর প্রতিসরণে, আর এই বর্ণচ্ছটা তৈরি হয় মেঘের ক্ষুদ্র কণায় আলোর বিচ্ছুরণে। তবে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা মিললেও সাধারণ মানুষের বিস্ময় কমেনি। বরং ভিডিওটি দেখে আরও বেশি মানুষ প্রকৃতির এই অজানা সৌন্দর্য নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। অনেকে বলছেন, প্রযুক্তি আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিই এখনও সবচেয়ে বড় শিল্পী। কারণ এমন দৃশ্য কোনও ক্যামেরা পুরোপুরি ধারণ করতে পারলেও, চোখে দেখার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সমাজমাধ্যমে এই ভিডিও ঘিরে ইতিবাচক ও নেতিবাচক-দুই ধরনের প্রতিক্রিয়াই সামনে এসেছে। কেউ একে প্রকৃতির আশীর্বাদ বলছেন, কেউ আবার ভয় পাচ্ছেন অজানা কোনও বিপদের আশঙ্কায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি আবহাওয়াজনিত ঘটনা এবং আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং এই বিরল দৃশ্য আবারও মনে করিয়ে দিল, প্রকৃতি এখনও বিস্ময়ের শেষ কথা। প্রতিদিনের পরিচিত আকাশও যে মুহূর্তে বদলে যেতে পারে রঙিন জাদুর মঞ্চে, তা হয়তো কেউ ভাবেননি। ইঃদোনেশিয়ার জংগোলের সেই বর্ণিল আকাশ এখন গোটা বিশ্বের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আর ভাইরাল সেই ভিডিও যেন একটাই কথা বলছে- প্রকৃতির রহস্যের সামনে মানুষের জ্ঞান এখনও অনেকটাই ছোট।

যুদ্ধবিধ্বস্ত হরমুজে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! আগুনে পুড়ে মৃত্যু ভারতীয় নাবিকের

১১ মে ঃ হরমুজ প্রণালীর অশান্ত জলসীমায় ফের বড় দুর্ঘটনা। যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক ভারতীয় নাবিকের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও চারজন। দুর্ঘটনার কবল থেকে প্রাণে বাঁচানো হয়েছে মোট ১৭ জনকে। মৃত নাবিক গুজরাটের বাসিঃদা বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে। শুক্রবার হরমুজ প্রণালীর নিকটবর্তী জলসীমায় ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ভারতীয় কাঠের ট্রলারটিতে আচমকাই ভয়াবহ আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ট্রলারে থাকা নাবিকদের মধ্যে। পরে আগুনের অভিঘাতে ট্রলারটি উল্টেও যায় বলে জানা গিয়েছে। মুহূর্তে আগুনে গ্রাস কাঠের ট্রলার-সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ট্রলারটি হরমুজ সংলগ্ন সমুদ্রপথ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনওভাবে আগুন লাগে। কী কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে কাঠের তৈরি হওয়ায় খুব দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা ট্রলারে। নাবিকরা প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আগুনের তীব্রতায় ট্রলারটিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি উল্টে যায় বলে জানা গিয়েছে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এক ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়। পাশাপাশি চারজন গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসে অন্য জাহাজ- দুর্ঘটনার সময় কাছাকাছি এলাকায় থাকা একটি বাণিজ্যিক জাহাজ দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে। সাগরে ভাসতে থাকা নাবিকদের একে একে উদ্ধার করা হয়। সূত্রের খবর, ট্রলারটিতে মোট ১৮ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আহত চারজনকে দ্রুত দুবাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও জানা গিয়েছে। দূতাবাসের তৎপরতা- দুর্ঘটনার খবর সামনে আসতেই সক্রিয় হয় দুবাইয়ে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস। শুক্রবার রাতেই উদ্ধার হওয়া নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন দূতাবাসের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, আহতদের চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ- সবদিকেই সহায়তা করছে দূতাবাস। ট্রলারের মালিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। আহতদের চিকিসায় যাতে কোনওরকম ঘাটতি না থাকে, তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গেও সমন্বয় রাখা হচ্ছে। ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে। কীভাবে লাগল আগুন? এখনও পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, যান্ত্রিক ত্রুটি বা দাহ্য পদার্থ থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে নাশকতা বা বাহ্যিক হামলার সম্ভাবনাও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। কারণ বর্তমানে হরমুজ প্রণালী অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। ফলে দুর্ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না।

NAME CHANGE

I, Murtuja Ali Seikh (old name) S/o-Sadeban Sk residing at Bahal Nagar Purbopara, Bokhra, Sagardighi, Dist-Murshidabad, Pin-742226 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MURTUJA ALI SEIKH to MURTUJA ALI and henceforth I shall be known as MURTUJA ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/05/2026. MURTUJA ALI SEIKH (old name) and MURTUJA ALI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I CHAPURA MONDAL W/O FAKIR MONDAL MY NAME HAS BEEN RECORDED MY SON'S ARBAZ MON DAL BIRTH CERTIFICATE AS CHAPURA BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGIS TRATE NABADWIP COURT ON 7/5/26 I CHAPURA MONDAL AND CHAPURA BIBI WO FAKIR MONDAL. BOTH ARE SAME PERSON. R/O TENGRA PIO MAHESGANJ P/S NABADWIP NADIA.

NAME CHANGE

I, MADHUMALA KHATUN MOLLA MY SON IJAMUL MOLLA HIS BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECORDED AS MADHUMITA BIBI AFFIDAVIT BY JUDICAL MAGISTRTE KRISHNAGAR COURT ON 18-12-2025 I MADHUMALA KHATUN MOLLA AND MADHUMALA BIBI BOTH ARE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS MADHUMALA KHATUN MOLLA R/O VILL SUTIA PS CHAPRA NADIA.

NAME CHANGE

I, Abdul Jabbar Sk (Old Name) S/O–Arman Mondal resident of Vill-Shimuldanga , Po-Gudhia , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742502 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Jabbar Sk to Abdul Jabbar Mondal and henceforth I shall be known as Abdul Jabbar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Lalbagh court on 22/09/ 2025. My name Abdul Jabbar Mondal & Abdul Jabbar Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shakila Bibi (Old Name) W/O–Abdul Jabbar Mondal resident of Vill-Shimuldanga , Po-Gudhia , Ps-Murshidabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742502 do hereby declared that I have changed my name from Shakila Bibi to Sakila Bibi and henceforth I shall be known as Sakila Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary affidavit Lalbagh court on 22/09/ 2025. My name Sakila Bibi & Shakila Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hafiz Haqe Khalifa (old name) S/o- Hidaytulla Haque residing at Kazipara, Bamanpukur Bazar, Sreemayapur, Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741313 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HAFIZ HAQE KHALIFA to HAFIZ HAQUE and henceforth I shall be known as HAFIZ HAQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 11/05/2026. HAFIZ HAQE KHALIFA (old name) and HAFIZ HAQUE (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Munajja Khatun (Old Name) W/O–Ali Afjal resident of Enayetpur, Sadi Khans Diar, Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742303 do hereby declared that I have changed my name from Munajja Khatun to Munajja Khatun Bibi and henceforth I shall be known as Munajja Khatun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/05/ 2026. My name Munajja Khatun Bibi & Munajja Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Moidul Islam Khan (Old Name) S/O–Safiur Rahaman resident of Amiya, Narayanpur Ps- Thanarpara, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Moidul Islam Khan to Maidul Islam Khan and henceforth I shall be known as Maidul Islam Khan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/05/ 2026. My name Maidul Islam Khan & Moidul Islam Khan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mir Mohit (Old Name) S/O–Jayed Ali Mir resident of Vill- Dakshin Hariharpara , Po & Ps- Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my name from Mir Mohit to Mahit Mir and henceforth I shall be known as Mahit Mir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the S.D.E.M (1st class) Berhampore court on 11/03/ 2026. My name Mahit Mir & Mir Mohit both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khukhumoni Debnath (Old Name) W/O–Ratan Debnath resident of Suravistan , Badkulla, Taherpur, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741121 do hereby declared that I have changed my name from Khukhumoni Debnath to Khukurani Debnath and henceforth I shall be known as Khukurani Debnath (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/05/ 2026. My name Khukurani Debnath & Khukhumoni Debnath both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I RAFIJUL SAIKH,RAFIJUL SEIKH (old name) S/O-Babu Sekh, Resident of Vill- Chupi,P.O-Chupi,P.S- Purbasthali, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal,Pin-713513 do hereby declare that I have changed my name from RAFIJUL SAIKH, RAFIJUL SEIKH (old name) to RAFIJUL SEKH (new/correct name) and henceforth I shall be Known as RAFIJUL SEKH (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.06 sworn Before the Ld.Addl. Chief Judicial Magistrate (1st Class) at Kalna, Dist-Purba Bardhaman,(place) on Date-08/05/26, RAFIJUL SEKH (new/correct name) and RAFIJUL SAIKH, RAFIJUL SEIKH (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Imran Sk , my father's (Old Name) Meshar Ali resident of Purandarpur, Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my father's name from Meshar Ali to Israil Shaikh and henceforth my my father's name shall be known as Israil Shaikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/05/ 2026. My father's name Israil Shaikh & Meshar Ali both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Soubhik Dutta (Old Name) S/O–Shyamal Kumar Dutta resident of Shibchandra Pal Lane , Santipur , Nadia , West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Soubhik Dutta to Souvik Dutta and henceforth I shall be known as Souvik Dutta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Souvik Dutta & Soubhik Dutta both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I RAFIJUL SAIKH,RAFIJUL SEIKH (old name) S/O-Babu Sekh, Resident of Vill-Chupi,P.O-Chupi,P.S- Purbasthali, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal,Pin-713513 do hereby declare that I have changed my name from RAFIJUL SAIKH, RAFIJUL SEIKH (old name) to RAFIJUL SEKH (new/correct name) and henceforth I shall be Known as RAFIJUL SEKH (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.06 sworn Before the Ld.Addl. Chief Judicial Magistrate (1st Class) at Kalna, Dist- Purba Bardhaman,(place) on Date- 08/05/26, RAFIJUL SEKH (new/correct name) and RAFIJUL SAIKH, RAFIJUL SEIKH (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jahannara (Old Name) W/O– Saitulla Mondal resident of Uttarpara, Chhota Chandghar, Barachand Ghar, Kaliganj, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741156 do hereby declared that I have changed my name from Jahannara to Jahanara Begam and henceforth I shall be known as Jahanara Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/05/ 2026. My name Jahanara Begam & Jahannara both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shyamal Dutta (Old Name) S/O–Shambhucharan Dutta resident of Shibchandra Pal Lane , Santipur , Nadia , West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Shyamal Dutta to Shyamal Kumar Dutta and henceforth I shall be known as Shyamal Kumar Dutta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 07/05/2026. My name Shyamal Kumar Dutta & Shyamal Dutta both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Amal (Old Name) S/o Baikuntha Patra Residing at Kusumtala, P.o - Kusumtala, District - South 24 Parganas, Pin - 743357, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Amal (Old Name) to Amal Patra (New Name) and henceforth I shall be known as Amal Patra (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 11-05-2026. Amal Patra (New Name) and Amal (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tanushree Das, Tanushree Sahoo Das (Old Name) W/o Nantu Kumar Das Residing at Flat No 6A, Block No 47, Greenfield City, Shibrampur, District - South 24 Parganas, Pin - 700141, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Tanushree Das, Tanushree Sahoo Das (Old Name) to Tanushree Sahoo (New Name) and henceforth I shall be known as Tanushree Sahoo (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 11-05-2026. Tanushree Sahoo (New Name) and Tanushree Das, Tanushree Sahoo Das (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lazar Patrose, Lazar (Old Name) S/o Patrose Appy Residing at 12 Dr Sudhir Bose Road, Khidderpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Lazar Patrose, Lazar (Old Name) to Lazar Peter (New Name) and henceforth I shall be known as Lazar Peter (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 11-05-2026. Lazar Peter (New Name) and Lazar Patrose, Lazar (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Ibrar Alam (Old Name) S/o Late Ahamed Kalim Residing at 260, Belilious Road, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Md Ibrar Alam (Old Name) to Ibrar Alam (New Name) and henceforth I shall be known as Ibrar Alam (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 11-05-2026. Ibrar Alam (New Name) and Md Ibrar Alam (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Razya Shahin (Old Name) W/o Abdus Samad Residing at Q-603/L, Slaughter House Road, Garden Reach, Metiabruz, District - Kolkata, Pin - 700024, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Razya Shahin (Old Name) to Razya Sahin (New Name) and henceforth I shall be known as Razya Sahin (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 11-05-2026. Razya Sahin (New Name) and Razya Shahin (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kuddus Khan (Old Name) S/o Lokman Ali Khan Residing at Vill - Baratajpur, P.o - Baratajpur, P.s - Chanditala, District - Hooghly, Pin - 712306, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Kuddus Khan (Old Name) to Kuddus Ali Khan (New Name) and henceforth I shall be known as Kuddus Ali Khan (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 11-05-2026. Kuddus Ali Khan(New Name) and Kuddus Khan (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Firdoushi Begum (Old Name) W/o Kuddus Ali Khan Residing at Vill - Baratajpur, P.o - Baratajpur, P.s - Chanditala, District - Hooghly, Pin - 712306, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Firdoushi Begum (Old Name) to Firdausi Khatun (New Name) and henceforth I shall be known as Firdausi Khatun (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 11-05-2026. Firdausi Khatun (New Name) and Firdoushi Begum (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Barkate Khoda (Old Name) S/o Abdul Ohid Residing at Vill - Nagar Kurapara, P.o - Nagar, P.s - Khargram, District - Murshidabad, Pin - 742159, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Barkate Khoda (Old Name) to Barkote Khoda (New Name) and henceforth I shall be known as Barkote Khoda (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 11-05-2026. Barkote Khoda (New Name) and Barkate Khoda (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Farhat Begum (Old Name) W/o Abdul Hakim Residing at 13/A, Phears Lane, 2nd floor, P.o+P.s - Bowbazar, District - Kolkata, Pin - 700012, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Farhat Begum (Old Name) to Farhat Khatoon (New Name) and henceforth I shall be known as Farhat Khatoon (New Name) in all purpose, vide affidavit no 75 Sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Calcutta on Dated 06-05-2026. Farhat Khatoon (New Name) and Farhat Begum (Old Name) both are same and one identical person

নাম পরিবর্তন

আমি, পুষ্পিতা ঘোষ (সঠিক নাম), পিতা - আশিস কুমার ঘোষ, স্বামী - মিলন কুমার মণ্ডল, বর্তমানে ৩৬ /১১, উমেশ মুখার্জী রোড, পোস্ট অফিস - বেলঘরিয়া, থানা - বেলঘরিয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এর বাসিন্দা, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার পুত্র পূর্ণম মণ্ডলের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুলবশত পুষ্পিতা ঘোষ মণ্ডল (ভুল নাম) হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যেখানে আমার সঠিক নাম পুষ্পিতা ঘোষ। অতএব, ভবিষ্যতে সকল প্রকার কার্যকলাপে আমার সঠিক নাম পুষ্পিতা ঘোষ হিসাবেই গণ্য ও পরিচিত হইবে, যাহা ২৭-০২-২০২৬ তারিখে কলকাতায় মাননীয় প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট শপথপত্র মারফত ঘোষিত হইয়াছে। পুষ্পিতা ঘোষ এবং পুষ্পিতা ঘোষ মণ্ডল একই ও অভিন্ন ব্যক্তির নাম।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙাতে উত্তেজনা, পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝোলালেন হুমায়ুন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১১ মে ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালিত বেলডাঙা- ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে 'আমার পাড়া আমার সমাধান' প্রকল্পের কাজে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সোমবার সকালে পঞ্চায়েত সমিতির অফিস খুলতেই সেখানকার তিন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর ঘরে তালা লাগিয়ে দিলেন রেজিনগরের 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সোমবার সকালে সকালে হুমায়ুন কবীর পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে হাজির হয়ে যান এবং প্রথমেই নিজের ছেলে তথা বেলডাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ গোলাম নবী আজাদ রবিনের ঘরে তালা লাগান। এরপর হুমায়ুন কবীর একে একে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিউটি বেগম এবং সহ-সভাপতি শক্তিপদ কর্মকারের ঘরেও তালা লাগিয়ে দেন। পরে হুমায়ুন পঞ্চায়েত সমিতির তিন পদাধিকারীর ঘরে লাগানো তালার চাবি বিডিও-র হাতে তুলে দেন। হুমায়ুনের 'নির্দেশ' গোটা ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারও ঘরের তালা খোলা যাবে না। এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে বেলডাঙা-২ ব্লক অফিস চত্বর। প্রসঙ্গত, ২৬- এর বিধানসভা নির্বাচনে রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিউটি খাতুনের স্ত্রী আতাউর রহমান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন। অভিযোগ স্ত্রীর পরিবর্তে আতাউরই বেলডাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতি চালাতেন। নওদা এবং রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন অভিযোগ করেন, 'আমার পাড়া আমার সমাধান' প্রকল্পে বেলডাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতি প্রায় ২৮.৫ কোটি টাকা লুঠ করেছে। এই দুর্নীতির তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সভাপতি , সহ- সভাপতি এবং কর্মাধ্যক্ষরা তাঁদের নিজেদের ঘরে ঢুকতে পারবে না। আমার ছেলে এই পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে রয়েছে। যদি সে কোনও দুর্নীতি করে থাকে তাহলে তাঁকেও তদন্তের আওতায় আনতে হবে। তবে আমি নিশ্চিত আমার ছেলে কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। আমার ছেলেকে পঞ্চায়েত সমিতির দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে কিছুই জানানো হতো না। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের প্রতীকে জিতে হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবী আজাদ বেলডাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হন। হুমায়ুন নতুন রাজনৈতিক দল খোলার পর গোলাম নবী ইতিমধ্যে সেই দলে যোগ দিয়েছেন। নওদা ও রেজিনগর কেন্দ্র থেকে জয়ের পর হুমায়ুন ঘোষণা করে দিয়েছেন তিনি রেজিনগর আসন থেকে আগামী বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করবেন এবং তাঁর ছেড়ে যাওয়া ওই আসনে লড়বেন গোলাম নবী আজাদ। সোমবার হুমায়ুন বলেন, বেলডাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় প্রায় ২৮০ টি বুথ রয়েছে। ভোটের আগে 'আমার পাড়া আমার সমাধান' প্রকল্পের নামে প্রত্যেকটি বুথে ১০ লক্ষ করে প্রায় ২৮.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু ওই প্রকল্পে কাজের পরিবর্তে বিপুল পরিমান অর্থ তছরুপ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ উন্নয়নের কোনও সুবিধা পাননি। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন অভিযোগ করেন, সরকারি প্রকল্পে কাজের বরাত দেওয়ার জন্য সমস্ত কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে গড়ে ১৮ শতাংশ করে টাকা 'কাটমানি' নেওয়া হয়েছে। এখানকার বিএলআরও-কে ব্যবহার করে ভোটের ঠিক আগে প্রায় ২০০ জন গরীব মানুষকে জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকেও ২-৫ লক্ষ টাকা করে হাতিয়েছে পঞ্চায়েতের সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং কিছু সদস্য। হুমায়ুনের দাবি, পাহাড় প্রমাণ এই দুর্নীতির দায় বিডিও এড়াতে পারেন না। তবে যখন এই দুর্নীতি হয়, বর্তমান বিডিও এখানে ছিলেন না। আমরা আজ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষ এবং সহ-সভাপতির ঘরে তালা দিয়ে বিডিও-র কাছে ওই ঘরগুলোর তালার চাবি দিয়ে এসেছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই এই দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয় ততদিন পর্যন্ত তাকে ঘর না খোলার নির্দেশ দিয়েছি। এরপরেও যদি নির্বাচিত পদাধিকারীদের ঘরের তালা জোর করে খোলা হয় তাহলে আমরাও গায়ের জোর দেখাবো। আমি গোটা বিষয়টি মহকুমাশাসককেও নিখিতভাবে জানাচ্ছি। গোটা ঘটনার নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বেলডাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী আতাউর রহমান বলেন, আমার পাড়া আমার সমাধান প্রকল্পের কাজে কোনও রকম আর্থিক দুর্নীতি হয়নি। সমস্ত কাজ বিডিও সাহেবের নজরদারিতে এবং অন্যান্য আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে হয়েছে। তিনি বলেন, এখনও পঞ্চায়েত সমিতির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ কাজের মান খতিয়ে দেখছে। কোথাও কোনও রকমের দুর্নীতি হয়ে থাকলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ তা দেখবে। আর সব থেকে বড় বিষয় পঞ্চায়েত সমিতির কাজের টেন্ডার এবং কাজের অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে সভাপতির কোনও ভূমিকা থাকে না। গোটা বিষয়টি পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের নজরদারিতে হয়ে থাকে। বর্তমানে বেলডাঙা- ২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদে হুমায়ুন কবীরের ছেলেই আসীন রয়েছেন। তাই দুর্নীতি যদি কিছু হয়ে থাকা হুমায়ুন কবীর নিজের ছেলের কাছেই তার জবাব চাইতে পারেন। আতাউরের তোলা অভিযোগের উত্তরে গোলাম নবী আজাদ বলেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির চেয়ারে না বসলেও আতাউর রহমানই এখানে শেষ কথা বলতেন, তা সকলেই জানে। তিনি নিজের এক আত্মীয় এবং যুব তৃণমূলের এক নেতার হাত দিয়ে কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে 'কাটমানি' তুলতেন। আমার মতো অনেকেই পদে ছিলেন কিন্তু তাঁদের কাজ করার ক্ষমতা ছিল না। এতদিন উনি এখানে জঙ্গলরাজ চালিয়েছেন। আতাউরের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার মাটি কাটার অভিযোগ ভূমি দপ্তরের কাছে জমা পড়েছে। পুলিশ এবং তৃণমূলের গুন্ডাদের ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারতো না। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের চেয়ারে বসে আমি কোনও দুর্নীতি করিনি। আমার বিরুদ্ধে আজ অবধি কেউ কোনও অভিযোগ জানায়নি।

ভাল দামের আশায় এবছর নতুন উদ্যমে পাট চাষে ঝুঁকছেন কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ১১ মে ঃ ২০২৫ তুলনামূলক ভাল দামের আশায় এবছর নতুন উদ্যমে পাট চাষে ঝুঁকছেন কৃষকরা। একসময় বাংলার 'সোনালী আঁশ' নামে পরিচিত পাট ছিল দেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় এখনও ব্যাপক পরিমাণে পাট চাষ হয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে ন্যায্য দাম না পাওয়ায় ধীরে ধীরে এই চাষের প্রতি আগ্রহ হারাতে বসেছিলেন বহু কৃষক। পাট চাষে প্রচুর পরিশ্রমের পাশাপাশি বিপুল খরচও রয়েছে। বীজ, সার, কীটনাশক, শ্রমিক খরচ থেকে শুরু করে পাট কাটার পর জাগ দেওয়া ও আঁশ ছাড়ানোর মতো প্রতিটি ধাপেই প্রয়োজন হয় সময় ও অর্থের। কিন্তু সেই তুলনায় বাজারে সঠিক দাম না মেলায় বহু কৃষক বিকল্প ফসলের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছিলেন। তবে গত বছরের শুরুতেই পরিস্থিতি কিছুটা বদল ঘটে। বাজারে প্রতি কুইন্টাল পাটের দাম সাত থেকে আট হাজার টাকায় পৌঁছেতে নতুন করে আশার আলো দেখতে শুরু করেন চাষীরা। পরবর্তীতে বছরের শেষে পাটের দাম রেকর্ড ছুঁয়ে ১৭ হাজার টাকা প্রতি কুইন্টালে পৌঁছায়। যদিও কৃষকদের একাংশের অভিযোগ, সেই সর্বোচ্চ দামের প্রকৃত সুবিধা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেয়েছেন ব্যবসায়ীরা। কারণ, অনেক চাষি বাধ্য হয়ে মরশুমের শুরুতেই কম দামে পাট বিক্রি করে দেন। তবুও আশাবাদী কৃষক সমাজ। তাদের বক্তব্য, কৃষকের জীবনই আশার উপর নির্ভরশীল। এক ফসল বিক্রি করে আবার নতুন স্বপ্ন নিয়ে নতুন ফসলের চাষ শুরু করেন তারা। তাই গত বছরের ভাল দামের অভিজ্ঞতা এবছর পাট চাষে নতুন উৎসাহ জোগাচ্ছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং সরকারিভাবে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা গেলে আগামী দিনে পাট চাষ আরও লাভজনক হয়ে উঠবে বলেই আশা কৃষকদের।

ব্রিজ পরিষ্কারে নামলেন ওসি, অভিনব উদ্যোগ নিল ভূতনি থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১১ মে ঃ বর্ষা এলেই জল জমে কার্যত বিপজ্জনক হয়ে উঠত ভূতনি ব্রিজ। নিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে সেতুর উপর জমে থাকত কাদা ও জল। এর জেরে নিত্যদিন ঘটত ছোট-বড় দুর্ঘটনা। এবার সেই সমস্যার সমাধানে অভিনব উদ্যোগ নিল ভূতনি থানার পুলিশ। লাঠির বদলে কোদাল হাতে নিয়ে ব্রিজ পরিষ্কারে নামলেন খোদ থানার ওসি থেকে শুরু করে পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। এদিন সকাল থেকেই মালদার প্রায় দুই কিলোমিটার দীর্ঘ ভূতনি সেতু জুড়ে স্বচ্ছতা অভিযান শুরু

হয়। ভূতনি থানার ওসি ওয়াংডেন তামাংয়ের নেতৃত্বে পুলিশ আধিকারিক, সিভিক ভলান্টিয়ার এবং মহিলা সিভিক ভলান্টিয়াররাও এই অভিযানে সামিল হন। জানা গেছে, রাজ্যের অন্যতম দীর্ঘ সেতু এই ভূতনি সেতু। নিত্যদিন এই ব্রিজের উপর দিয়ে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। অনেকে আবার শখ করে দেখতে আসেন এই ব্রিজ। তবে দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলার কারণে ও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার অভাবে ব্রিজের নিকাশি নালা কাদা-মাটি ও আবর্জনায় ভরে গিয়েছিল। সামান্য বৃষ্টিতেই সেতুর উপর জল জমে যাতায়াত দায় হয়ে পড়ত। বহু সময় সেই জমা জলের কারণেই সাধারণ মানুষকে দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হত। তাই সেই কথা মাথায় রেখে ভূতনি থানার ওসি ওয়াংডেন তামাং নিজেই কোদাল হাতে পরিষ্কার অভিযানে নেমে পড়েন। পুলিশের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান সাধারণ মানুষ। পুলিশ কর্তাদের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে বর্ষার সময় আর সেতুর উপর জল জমে থাকবে না। ফলে ভূতনি থেকে মানিকচক যাতায়াত আরও সহজ ও নিরাপদ হবে। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, বর্ষার দিনে ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াত করা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ত। জল জমে দুর্ঘটনা লেগেই থাকত। ভূতনি থানার পুলিশের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। পুলিশের এই মানবিক ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে পুলিশের এমন ভূমিকা এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গাজোলে বাস-স্করপিওর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক, গুরুতর আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১১ মে ঃ মালদার গাজোলে রবিবার রাতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও চারজন। আহতদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি বেসরকারি বাস বালুরঘাট থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। একই সময়ে একটি স্করপিও গাড়ি গাজোল থেকে গঙ্গারামপুরের দিকে যাচ্ছিল। গাজোলের জামতলার দোহিল মোহিল এলাকায় এসে স্করপিওটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। জানা গেছে, স্করপিও গাড়িটি রাজমহল থেকে গঙ্গারামপুরে কনেযাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। বাসে ৪০ জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন। তবে বাসযাত্রীদের বড়সড় আঘাত লাগেনি। স্করপিওতে থাকা চালক-সহ পাঁচজন গুরুতর জখম হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা দীপঙ্কর বর্মন নামে এক ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বাড়ি সামশেরগঞ্জের রাজমহল এলাকায়। বাকি আহতদের মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে গাজোল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চলাচল স্বাভাবিক করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পঞ্চায়েত মানুষের জন্য - তালা খুলে বার্তা নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়কের

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১১ মে ঃ পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে পঞ্চায়েত পরিষেবা ঘিরে নতুন বার্তা দিল বিজেপি।

ভোটের ফল প্রকাশের পর একাধিক পঞ্চায়েতে তালা ঝোলানো নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে সোমবার পূর্বস্থলী দক্ষিণের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার নিজে উপস্থিত থেকে পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নাদনঘাট, সমুদ্রগড় ও নশরতপুর পঞ্চায়েতের তালা খুলে দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির জেরে কয়েকটি পঞ্চায়েতে স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছিল। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজকর্মে সমস্যার মুখে পড়ছিলেন। এদিন পঞ্চায়েতগুলিতে গিয়ে প্রাণকৃষ্ণ তপাদার প্রশাসনিক পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করার বার্তা দেন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত মানুষের জন্য। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে সাধারণ মানুষের পরিষেবা বন্ধ রাখা কোনওভাবেই কাম্য নয়। মানুষের স্বার্থে পঞ্চায়েতের দরজা খোলা থাকবে এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখতে যা যা প্রয়োজন, তা করা হবে। এদিন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের আশা, এর ফলে এলাকার নাগরিক পরিষেবা ফের আগের ছন্দে ফিরবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নবনির্বাচিত বিধায়কের এই পদক্ষেপ পূর্বস্থলী দক্ষিণের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা বহন করছে।

রূপান্তরের পথে রেলঃ পূর্ব রেলের মাসব্যাপী 'স্বচ্ছতা অভিযানে সেজে উঠছে স্টেশন

কলকাতা, ১১ মে ঃ যাত্রীদের আরও পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উপহার দিতে পূর্ব রেল গত ১৫ এপ্রিল থেকে আগামী ১৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত মাসব্যাপী এক বিশেষ 'স্বচ্ছতা অভিযান' পালন করছে। 'স্বচ্ছ রেল - স্বচ্ছ ভারত'-এর ভাবনায় উদ্বুদ্ধ এই অভিযানে প্রতিটি বিভাগ ও দপ্তরে পরিচ্ছন্নতার এক জোয়ার দেখা যাচ্ছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকর-এর গতিশীল নেতৃত্বে এই পুরো অভিযানটি পরিচালিত হচ্ছে। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার থেকে শুরু করে সামনের সারির কর্মীরা-রেল পরিবারের প্রতিটি শাখা স্টেশন চত্বর, রেল কলোনি এবং রেললাইন পরিষ্কার রাখতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। ৬ মে থেকে ৯ মে-র মধ্যে এই অভিযানে পূর্ব রেলের ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই মিশনের 'স্বচ্ছতা যোদ্ধা' হিসেবে তারা নিজেদের তুলে ধরেছে। ৬ মে, নৈহাটি গ্রুপ নৈহাটি স্টেশন ও রেলওয়ে কলোনিতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করে। নতুন প্রজন্মের কাছে স্বচ্ছতার বার্তা পৌঁছে দিতে জনপ্রিয় মাসকট মিকি মাউস এবং ছোট ভীম স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস ব্যান্ড টিমের সঙ্গে এই র‍্যালিতে যোগ দেয়। একই সময়ে, ফার্স্ট শিয়ালদহ গ্রুপ শিয়ালদহ স্টেশনে সফল সচেতনতামূলক প্রচার চালায় এবং ব্যারাকপুর গ্রুপ যাত্রীদের সাথে সরাসরি কথা বলে 'পরিচ্ছন্ন রেল, সবুজ রেল'-এর মন্ত্র প্রচার করে। গণপরিসর স্বাস্থ্যকর রাখার ক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে তারা সাধারণ মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই দিনগুলিতে বিভিন্ন স্টেশনে ট্র্যাক, পানীয় জলের বুথ এবং প্রতীক্ষালয় নিবিড়ভাবে পরিষ্কার করা হয়। পরিচ্ছন্নতার মান বজায় রাখতে উর্ধ্বতন রেল আধিকারিকরা সরাসরি পরিদর্শনও করেন। পূর্ব রেলের ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এই প্রশাসনিক কর্মসূচিকে একটি প্রকৃত জনআন্দোলনে রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করেছে। পোস্টার, প্ল্যাকার্ড এবং সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে তারা রেল প্রশাসন ও সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। তাদের নিষ্ঠার ফলেই পরিচ্ছন্নতার বার্তা ব্যস্ত প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে রেল আবাসন-সর্বত্র পৌঁছে গেছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, পরিচ্ছন্নতা কেবল একদিনের বিষয় নয়, এটি একটি নিরন্তর অভ্যাস যা আমাদের নাগরিক চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করে। এই মাসব্যাপী অভিযানের মাধ্যমে আমরা শুধু প্ল্যাটফর্ম পরিষ্কার করছি না, আমরা যত্নের এক সংস্কৃতি গড়ে তুলছি। আমাদের তরুণ স্কাউটস ও গাইডদের যখন যাত্রীরা কাজ করতে দেখেন, তখন তাঁদের মধ্যেও একাত্মবোধ তৈরি হয়। আমরা প্রতিটি যাত্রীকে পূর্ব রেলকে পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানাই।

কাটোয়াবাসীর জন্য স্বস্তির খবর! মরাঘাটে দুর্ঘটনা রুখতে পুলিশ প্রশাসনের একাধিক পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ১১ মে ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ভাগীরথী নদী। প্রতিদিন এই নদীতে স্নান করতে আসেন বহু মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকেও বহু মানুষ এখানে পুণ্যস্নান করতে আসেন। এছাড়াও কাটোয়া মহাশ্মশানে দাহকার্য সম্পন্ন করতে আসা বহু মানুষ শেষকৃত্যের বিভিন্ন নিয়ম পালন করতে এই নদীতেই স্নান সারেন। কেউ কেউ আবার অস্থি বিসর্জনের জন্যও এই ঘাটগুলিকেই বেছে নেন। ফলে দিনভর মানুষের ভিড় লেগেই থাকে মরাঘাট বা শ্মশান সংলগ্ন এলাকায়। তবে বর্তমানে এই সমস্ত ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। বাইরে থেকে সাধারণ ঘাটের মতো দেখালেও নদীর ভিতরে রয়েছে গভীর খাদ। আর সেই খাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় প্রায়শই দুর্ঘটনার মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। যদিও কাটোয়া থানার পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় সতর্কীকরণ বোর্ড লাগানো হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে, 'সামনে গভীর খাদ, সাবধানতা অবলম্বন করুন'। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সেই সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেই মানুষ জলে নেমে পড়ছেন। গত কয়েকমাসে এই এলাকায় একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে। নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক পড়ুয়া ও এক যুবকের। এছাড়াও মাত্র দু'দিন আগে অস্থি বিসর্জন করতে এসে নদীতে তলিয়ে যান তিনজন। যদিও সেসময় স্থানীয় এক চা বিক্রেতা ও আশেপাশের মানুষের তৎপরতায় তাঁদের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়।

পরপর এই ধরনের ঘটনা এলাকায় ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিভিন্ন মহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই কারণেই এবার কড়া পদক্ষেপ নিল কাটোয়া পুলিশ প্রশাসন। দুর্ঘটনা রুখতে মরাঘাট ও শ্মশান সংলগ্ন বিপজ্জনক ঘাটগুলিকে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও বড় আকারে সতর্কবার্তাও টাঙানো হয়েছে। কাটোয়ার এসডিপিও কাশীনাথ মিস্ত্রী জানান, সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনেকেই বুঝতে পারেন না কোথায় গভীর জল বা খাদ রয়েছে। বিশেষ করে বাইরের লোকজন এই ঘাটগুলিতে এসে সমস্যায় পড়েন। তাই আগাম সতর্কতা বাড়াতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও শহরের একাংশের বাসিন্দাদের দাবি, শুধুমাত্র ব্যারিকেড বা সতর্কবার্তা দিলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই ঘাটগুলির দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন। নিরাপদ স্নানের ব্যবস্থা, ঘাট মেরামত এবং বিপজ্জনক অংশ চিহ্নিত করে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও প্রাণহানির ঘটনা না ঘটে, সেই দিকেই এখন তাকিয়ে কাটোয়ার মানুষ।

বাসের সঙ্গে ট্রাক্টরের সংঘর্ষ, জখম ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ১১ মে ঃ কনেযাত্রীদের একটি বাসের সঙ্গে ট্রাক্টরের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন ৮ জন যাত্রী। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে বোলপুরের লজ মোড় এলাকার প্রভাত সরণীতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুর্শিদাবাদের সালার থেকে কনেযাত্রীদের নিয়ে ওই বাসটি ভেদিয়ার কাছে নৃপতিপুর গ্রামে যাচ্ছিল। মাঝে জামবুনি বাসস্ট্যান্ড যাওয়ার পথে হঠাই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক্টরে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের অভিঘাতে বাসের চালক-সহ আট জন যাত্রী গুরুতর আহত হন। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের বাস থেকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

In the Court of the Hon'ble Principal Judge / Family Court, Auraiya
Case No. 696/2024

Mukesh Kumar Mittal vs. Ratna Singh
Plaintiff: Mukesh Kumar Mittal, aged about 59 years, son of Roshan Lal, resident of Gail Gaon, U.P.P.C. Nagar, Dibiyapur, Police Station Dibiyapur, District Auraiya.

Versus

Defendant: Ratna Singh Chauhan, aged about 48 years, wife of Mukesh Kumar Mittal, daughter of Late Lal Singh Chauhan, resident of 22 K.P. Coyer Street, Third Floor, Block A, opposite Jag Chhatri Mandir, Howrah District, West Bengal. Therefore, you are hereby ordered that since a complaint/case has been filed in the Court against you, you must appear before the Court personally or through an advocate duly instructed about the facts of the case on 16.05.2026 at 10:00 AM, and submit your reply/ defence in the matter before the Court. You are also required to produce all documents upon which you intend to rely in support of your defence. You are hereby informed that if you fail to appear on 16.05.2026, the matter shall be decided ex parte (in your absence).
Case No. 696/2024. Issued under my signature and seal of the Court on this day, Dated: 07.05.2026

By Order
Court of the Hon'ble Principal Judge / Family Court, Auraiya

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিইই(ডব্লু), খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের জন্য সিঙ্গেল টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ই-৮২-ডিওয়াইসিইইকেজিপিডব্লু-জিআরই-২৬-২৭, তারিখঃ ০৮.০৫.২০২৬। কাজের বিবরণঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপে ইওজি পাওয়ার কারের ৫০০ কেভিএ সিপিসিবি-২ গ্রিভস কটন ডিজেল ইঞ্জিনের এম-৪ এবং এম-৫ চেক শিডিউল। **কাজের আনুমানিক মূল্যমান ঃ** ৯১,৭২,৫৩৫.২৬ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **৩০.০৫.২০২৬ বেলা ১২টা** এবং মূল্যায়নের জন্য **৩০.০৫.২০২৬ তারিখ বেলা ১২.৩০ মিনিটের** পর টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-149)**

ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ই-নিলাম

তিনসুকিয়া মণ্ডলের অধীনে নিউ তিনসুকিয়া, মরিয়নী জংশন, নর্থ লখিমপুর এবং ডিব্রুগড়ে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের স্থাপন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. এমএসএস-টিএসকে-ডব্লিউভিএম-০২

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-টিএসকে-এনটিএসকে-ডব্লিউভিএম-২১-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	নিউ তিনসুকিয়ার স্কেচ প্ল্যানে উল্লেখ থাকা অনুসারে প্ল্যাটফর্ম নং-১ এ, আকার ৩০ বর্গফুট।
এএ/২	এমএসএস-টিএসকে-এমএক্সএন-ডব্লিউভিএম-১৮-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	ডব্লিউভিএমের জন্যে মরিয়নী জংশনের প্ল্যাটফর্ম নং-১ এ স্কেচ প্ল্যানে উল্লেখ থাকা অনুসারে পিলার নং ৭ এবং ৮ এর মধ্যে, প্ল্যাটফর্ম নং-১ এ, আকার ৩০ বর্গফুট।
এএ/৩	এমএসএস-টিএসকে-এনএলপি-ডব্লিউভিএম-২০-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	নর্থ লখিমপুরে স্কেচ প্ল্যানে উল্লেখ থাকা অনুসারে প্ল্যাটফর্ম নং-১ এ, আকার ৩০ বর্গফুট।
এএ/৪	এমএসএস-টিএসকে-ডিবিআরজি-ডব্লিউভিএম-১৯-২৫-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	পানীয় জল প্রকল্পের সমীপে ডব্লিউভিএমের জন্যে ডিব্রুগড়ের স্কেচ প্ল্যানে উল্লেখ থাকা অনুসারে প্ল্যাটফর্ম নং-১ এ, আকার ৩০ বর্গফুট।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৫-২০২৬ তারিখে **১১.৩০** ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ ১২.৩০** ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক (আইসি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড
muthoot FINCORP
যখন জীবন বদলাতে চান
সরকারি অফিস: মুথুট সেন্টার, টিসি নম্বর 27/3022, পুন্নন রোড, তিরুবনন্তপুরম, কেরল - 695 001
CIN: U65929KL1997PLC011518
ফোন:+91 471 4911550 | ওয়েবসাইট: www.muthootfincorp.com

পাবলিক নোটিস
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নিলামের অতিরিক্ত টাকা ফেরত

তারিখ: 12.05.2026

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড-এর ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট রিপেমেন্টে ডিফল্ট হওয়ার কারণে গৃহীত সোনার অলঙ্কার নিলাম করার পরে কিছু টাকা অতিরিক্ত রয়েছে. নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলি এই অতিরিক্ত পরিমাণ রিফান্ড পাওয়ার জন্য যোগ্য:

যোগ্য লোন নম্বর: BIRBHUM DISTRICT:- BOLPUR:- 419500054, 419500089, 419500419, 419501204, 419501209, F3233, F5367, F5658, F6286, F6497, F6857. RAMPURHAT:- 408000025, 408000737, 408000890, F7978, F8182, F8502. SURI:- 408100059, F10402, F10440, F10533, F10756, F10945, F11759, F12125, F12632, F12808, 408100067, 408100083, F11939, F11941, F12672, F12727, 408100232, 408100375, 408100775, 408101418, 408101498, 408101715, 408102356, F11274, F12352, F12781. EAST BARDHAMAN DISTRICT:- BURDWAN:- F5392. KALNA-WEST BENGAL:- 290401107, 290402042, F32409, F33374, F34169. KATWA-WEST BENGAL:- 288900350, 288900851, F27459, 288901582, F25986, F27913, F28264. PURULIA DISTRICT:- PURULIA:- 415900667. WEST BARDHAMAN DISTRICT:- ASANSOL-MURGASOL:- 397800512, F7124. NADIA DISTRICT:- BADKULLA:- 428200535. BAGULA:- 438500082, 438500706. KALYANI-WEST BENGAL:- 2507001730, 2507002103, 250700350, F21446, F28734. KOLKATA-CHAKDAH:- 274500499, 274500501, 274501153, 274501315, 274501447, 274501714, 274501715, 274502344, 274502392, 274502404, 274502417, 274502937, 274503363, F33338, F33619, F40202, F40928, F40243, F42403, F44347, F45272, F46240. KRISHNA NAGAR NADIA :- F5552. RANAGHAT:- 241600264, 241601666, F29921, F30153, F30131, F30766, F32813, F33687. SANTIPUR- WEST BENGAL:- 418901486, 418902862, F10616, F9067. NORTH 24 PARGANAS DISTRICT:- BASIRHAT:- 255000668, 255001394, F31475, F33163, F34748, F34796, F35154. BONGAUN-WEST BENGAL:- 275200427, 275200863, 275201503, F19017. DUNLOP-B T ROAD:- 409100236, F3956, F5410. HABRA:- 412400277, 412400813, F3415, F5450. KANCHARAPARA-WEST BENGAL:- 294000172, 294002189, F25491, F26571, F25634, F27328, F28061, F29025, F29168. KANKINARA BAZAR:- 261200160, F24650, F26263, F26632. KHARDHA:- 239200639, 239201456. KOLKATA-GORA BAZAR:- 2677000395, 2677001480, F17331, F17369, F17466, F17582, F18052, F18092, F18148, F23889. LAKE TOWN-KOLKATA:- F17217, F17348, F17683. MADHYAMGRAM:- 3992000101, 3992000104, 3992000163, 3992000205, 3992000223, 3992000333, F9347, F9471, F9715, F9978. MASLANDAPUR:- 417000721, F1363, F1404, F1409, F3682, F5831. NAGER BAZAR :- 3981000137, 3981000332, F8280. NAIHATI-WEST BENGAL :- 416700742, F2610. RAJARHAT:- 4158000357, F5671, F5679. WEST BENGAL-SHYAM NAGAR:- 311600784, 311601199, F22826, F32742, 311601388, 311603083, 311603596, F24263, F38085, F29772, F37916, F39121, F39660, F39943, F40269. SOUTH 24 PARGANAS DISTRICT:- AMTALA:- 396600428, F6241. BARUIPUR:- 250801062, 250801078, 250801367, 250802465, F26661, F27629. BUDGE BUDGE-WEST BENGAL:- 268400320, 268400613, 268401505, 268401707, F18127, F21955, F22868, F23174, F24234. CANNING:- 420000039, 420000768, F3367, F5504, F7562, F7577. DIAMOND HARBOUR:- 400201245, 400201671, 400202169, F11977, F12914, F13104, F7955. KAKDWIP:- 415400761, 415400925, 415402058, 415402211, F16727, F17213, F8655, F8906. NEW GARIA:- 398800049, 398801791, 398802272, F13539, F13616, F20766, F21247. SONARPUR:- 412600311, 412600346, 412600590, 412600644, 412600878, 412601441, F12377, F12886, F13002, F13003, F7391. KOLKATA DISTRICT:- LENIN SARANI:- 396700099, 396700177, 396700538, F5188. SHYAM BAZAR:- 396800048, F6931. TOLLYGUNGE:- 3980000205, 3980000624. NORTH 24 PARGANAS DISTRICT:- BAGUIHATI:- 4150000642, 415000335, 415000341, 415000449, F7239.

যোগ্য ঋণগ্রহীতা, বা ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা তার উপলব্ধ না থাকার ক্ষেত্রে তাদের নমিনি/আইনী উত্তরাধিকারী, রিফান্ড ক্লেম করার জন্য বৈধ ID, আসল প্লেজ ফর্ম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক লোনের বিবরণ সহ মুথুট ফিনকর্প লিমিটেডের নিকটবর্তী শাখায় যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে.

রিফান্ড প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যে কোনও সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, মুথুট সেন্টার, TC নং 27/3022, পুন্নেন রোড, তিরুবনন্তপুরম 695001.

কাস্টমার কেয়ার:1800-102-1616 ইমেল:customercare@muthoot.com
ওয়েবসাইট:www.muthoot.com

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক
আপকি উমিদ কা খাতা
(একটি নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক)

জোনাল অফিসঃ ২য় তল, ১৩৪এ, ফ্লোর পাটলিপুত্র কলোনি, পলিটেকনিক কলেজের বিপরীতে, পাটনা, বিহার-৮০০০১৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজি সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, উত্তর প্রদেশ-২২১ ১০৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(১) এর অধীনে

স্থাবর সম্পত্তির দখল নোটিশ

[illegible]

ক্রম. নং.	শাখার নাম	অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	দখল নোটিশের তারিখ	ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তির অনুসারে বকেয়া পরিমাণ
১	কলকাতা	[illegible]	ফিরোজ মন্ডল, পিতাঃ ইমাম আলী মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) / মেহবুব মন্ডল, পিতাঃ ইমাম আলী মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	২৭-১১-২০২৫	০৮-০৫-২০২৬ প্রতীকী	টাকা ৪৫৭৭১১.৭৮/-

[illegible]

ক্রম. নং.	শাখার নাম	অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	দখল নোটিশের তারিখ	ডিমান্ড বিজ্ঞপ্তির অনুসারে বকেয়া পরিমাণ
১	কলকাতা	[illegible]	ফিরোজ মন্ডল, পিতাঃ ইমাম আলী মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) / মেহবুব মন্ডল, পিতাঃ ইমাম আলী মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	৩০-১০-২০২৫	০৮-০৫-২০২৬ প্রতীকী	টাকা ১২৯২৯৪.৫৪/-

[illegible]

তারিখঃ ১২.০৫.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা/-
(অনুমোদিত অফিসার)
উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আইপিএলে কড়া বিসিসিআই! নিয়ম ভেঙে মাঠে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা, শাস্তির মুখে বড় কর্তারাও?

মুম্বই ,১১ মে ঃ ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় টি-টোয়েণ্টি লিগ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার-কে ঘিরে ফের বা।ছে বিতর্ক। এবার অভিযোগের কেন্দ্রে ক্রিকেটার বা কোচ নন, বরং বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকরাই। বিসিসিআইয়ের একাধিক কঠোর নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও নিয়ম ভেঙে মাঠে প্রবেশ, ডাগআউট এলাকায় ঘোরাফেরা এবং মোবাইল ফোন নিয়ে সংরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পা।ার অভিযোগ উঠেছে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে যে, বিসিসিআইয়ের দুর্নীতিদমন শাখা বা এসিইউ বোর্ডকে বিশেষ সতর্কবার্তাও দিয়েছে।

বোর্ড সূত্রে খবর, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপের কথা ভাবা হচ্ছে। এমনকি নিয়মভঙ্গ অব্যাহত থাকলে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ক্রিকেটমহলে। আইপিএল বিশ্বের অন্যতম ধনী এবং বহুল আলোচিত ক্রিকেট লিগ। কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ, বিশ্বজুড়ে সম্প্রচার এবং আন্তর্জাতিক তারকাদের অংশগ্রহণের কারণে এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেবারতীয় কিক্রকেট বোর্ড সেই কারণেই প্রতি মরসুমে একাধিক আচরণবিধি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়। কিন্তু অভিযোগ, সেই নিয়মকানুন অনেক ক্ষেত্রেই মানছেন না দলের মালিক বড় শীর্ষ কর্তারাই। এসিইউর পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা নিয়মিত ডাগআউট, টিম এরিয়া কিংবা মাঠের সংরক্ষিত অংশে প্রবেশ করছেন। শুধু তাই নয়, অনেকে ম্যাচ চলাকালীন মোবাইল ফোন নিয়েও মাঠে প্রবেশ করছেন, যা নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বলে মনে করছে বোর্ড। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে

বিসিসিআইয়ের এক কর্তা জানিয়েছেন, সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, কিছু ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক নিয়ম মানতে চাইছেন না। তাঁদের বারবার সতর্ক করা হয়েছে, কিন্তু তাতেও খুব একটা লাভ হয়নি। ডাগআউটের আশেপাশে তাঁদের উপস্থিতির ছবি পর্যন্ত রয়েছে। অনেক সময় তাঁদের মোবাইল ফোন নিয়েও মাঠে ঢুকতে দেখা যায়, যা একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ। বোর্ডের অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি বিসিসিআই যে আট পাতার নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে, সেখানে এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ম্যাচ চলাকালীন ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা মাঠে নামতে পারবেন না এবং তাঁদের জন্য নির্ধারিত জায়গাতেই থাকতে হবে। বিশেষ করে প্লেয়ার অ্যান্ড ম্যাচ অফিসিয়াল অ্যাক্সেস বা পিএমওএ (গুপ্বগক) প্রোটোকল কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রোটোকল অনুযায়ী, মাঠের নির্দিষ্ট অংশে শুধুমাত্র অনুমোদিত ক্রিকেটার, কোচ, ম্যাচ অফিসিয়াল ও প্রয়োজনীয় সাপোর্ট স্টাফদের প্রবেশের অনুমতি থাকে। কিন্তু অভিযোগ, অনেক মালিক ম্যাচ চলাকালীন কিংবা ম্যাচ শেষে মাঠে নেমে ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করছেন, আলিঙ্গন করছেন, এমনকি দীর্ঘক্ষণ গল্পগুজবও করছেন। যদিও এসব আচরণের পিছনে ব্যক্তিগত সৌজন্য বা আবেগ কাজ করে, তবুও বোর্ডের মতে তা ম্যাচ পরিচালনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ তৈরি করতে পারে। এসিইউর কর্মকর্তাদের মতে, আইপিএলের মতো উচ্চপ্রোফাইল প্রতিযোগিতায় নিরাপত্তা ও দুর্নীতিবিরোধী ব্যবস্থাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। কারণ অতীতে এই লিগে স্পট ফিক্সিং ও বেটিং সংক্রান্ত বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এখন বোর্ড কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাঠে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করা সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়গুলোর একটি। কারণ ম্যাচ চলাকালীন সংবেদনশীল তথ্য বাইরে পাচার হওয়া, বেআইনি যোগাযোগ বা বেটিং চক্রের সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদানের আশঙ্কা উ।য়ে দেওয়া যায় না। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি, তবুও বোর্ড বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। নতুন নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, বিশেষ প্রয়োজন ছা।। কোনও মালিক বা কর্তা মাঠে নামতে পারবেন না। যদি কেউ মাঠে প্রবেশ করতে চান, তাহলে আগে থেকেই আইপিএল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। অনুমোদন ছা।। সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করলে তা আচরণবিধি লঙ্ঘন হিসেবেই ধরা হবে। ক্রিকেট প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই মনে করছেন, আইপিএলের জনপ্রিয়তা যত বা।ছে, ততই নিয়মকানুন আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন। কারণ মাঠের ভেতরে সামান্য বিশৃঙ্খলাও ব। বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কোনও ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় বোর্ড এখন অনেক বেশি সতর্ক। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর একাংশের মতে, মালিকরা অনেক সময় আবেগের বশেই ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করতে যান। দীর্ঘ মরসুমে দলকে সমর্থন ও অনুপ্রেরণা দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা থাকে। ফলে বিষয়টিকে অতিরিক্ত কঠোরভাবে দেখার প্রয়োজন নেই বলেও মত রয়েছে কিছু মহলে। যদিও বিসিসিআই আপাতত নরম অবস্থানেই রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে নিয়মভঙ্গ চলতে থাকলে আর্থিক জরিমানা, অ্যাক্সেস সীমিত করা বা অন্যান্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ক্রিকেটবিশেষজ্ঞদের মতে, আইপিএলের ব্র্যান্ড ভ্যালু এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে গেলে নিয়ম সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া জরুরি। সে তিনি ক্রিকেটার হন, কোচ হন কিংবা ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক- কারও জন্যই আলাদা নিয়ম হতে পারে না। এখন দেখার, বিসিসিআইয়ের নতুন সতর্কবার্তার পর ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা নিজেদের আচরণে পরিবর্তন আনেন কি না। কারণ বোর্ড স্পষ্ট করে দিয়েছে, আইপিএলের স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলার প্রশ্নে কোনও ধরনের আপস করা হবে না।

নাটকীয় জয়ের পর বিতর্কের ঝড়! সমালোচনার মুখে পড়লেন আরসিবি তারকা টিম ডেভিড

রায়পুর, ১১ মে ঃ রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ, শেষ বলের উত্তেজনা, অবিশ্বাস্য জয়- সবকিছু মিলিয়ে আইপিএলের অন্যতম সেরা ম্যাচ উপহার দিলরয়েল চ্যালেন ব্যাঙ্গালরু এবং মুম্বই ইন্ডিয়ানস। কিন্তু ম্যাচের পর ক্রিকেট নয়, সবচেয়ে বেশি আলোচনা শুরু হয়েছে এক বিতর্কিত ভিডিওকে ঘিরে। সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে আরসিবি তারকা টিম ডেভিডকে ডাগআউটে বসে মধ্যমা প্রদর্শন করতে। আর সেই দৃশ্য ভাইরাল হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। একদিকে যখন নাটকীয় জয়ে লিগ তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে আরসিবি, অন্যদিকে টিম ডেভিডের আচরণ ঘিরে প্রশ্ন উঠছে খেলোয়াড়।সুলভ মানসিকতা ও আইপিএলের আচরণবিধি নিয়ে। অনেক ক্রিকেটপ্রেমীর মতে, উত্তেজনার মুহূর্তেও একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের কাছ থেকে এমন আচরণ মোটেই কাম্য নয়। রায়পুরে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে শেষ ওভার পর্যন্ত ল।াই চলে দুই দলের মধ্যে। ম্যাচের শেষ ছয় বলে জয়ের জন্য আরসিবির প্রয়োজন ছিল ১৫ রান। মুম্বই অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব দায়িত্ব তুলে দেন তরুণ পেসার রাজ ভাবা-র হাতে। কিন্তু সেই ওভারেই নাটকীয় মোড় নেয় ম্যাচ। ওয়াইড বল, নো বল, উইকেট- সব মিলিয়ে চাপে পা। যান তরুণ বোলার। একদিকে উইকেট হারালেও শেষ মুহূর্তে লড়াই চালিয়ে যায় বেঙ্গালুরু শিবির। শেষ ওভারে গুরুত্বপূর্ণ ছক্কা হাঁকান ভুবনেশ্বর কুমার তাতেও শেষ বলে প্রয়োজন ছিল ২ রান। শেষ বলটি ছিল টানটান উত্তেজনায় ভরা। রান আউট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হলেও কোনওভাবে বেঁচে গিয়ে ২ রান সম্পূর্ণ করেন রসিক সালাম আর তাতেই ২ উইকেটের অবিশ্বাস্য জয় ছিনিয়ে নেয় আরসিবি। এই জয়ের ফলে প্লে-অফের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেল বিরাট কোহলিদের দল। কিন্তু ম্যাচের আনঃদ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ম্যাচ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে শুরু করে একটি ভিডিও। সেখানে দেখা যায়, ডাগআউটে বসে টিম ডেভিড মধ্যমা প্রদর্শন করছেন। যদিও ভিডিওটি ঠিক কোন মুহূর্তের, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে অনেকের ধারণা, ভুবনেশ্বর কুমারের ছক্কার পর উত্তেজনার বশেই নিজের পুরনো দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের উদ্দেশে এই অশালীন ইঙ্গিত করেন অজি অলরাউন্ডার। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই ম্যাচে ব্যাট হাতে একেবারেই সফল হননি টিম ডেভিড। তিনি শূন্য রানেই আউট হয়ে ফেরেন। ফলে ম্যাচে ব। অবদান না রেখেও তাঁর এই আচরণ

আরও বেশি সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ মনে করছেন, একজন পেশাদার ক্রিকেটারের এমন আচরণ আইপিএলের ভাবমূর্তির পক্ষে ভালো নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। কেউ কেউ দাবি তুলেছেন, আইপিএল কর্তৃপক্ষের উচিত টিম ডেভিডের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া। আবার অনেকে বলছেন, ম্যাচের আবেগ ও চাপের মুহূর্তে খেলোয়াড়দের আচরণ কখনও কখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাই ঘটনাটিকে অতিরিক্ত বড় করে দেখার প্রয়োজন নেই। তবে ক্রিকেটবিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলোয়া।দের আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কোটি কোটি তরুণ ক্রিকেটপ্রেমী তাঁদের অনুসরণ করেন। ফলে মাঠে কিংবা ডাগআউটে কোনও অশালীন আচরণ সহজেই ভুল বার্তা দিতে পারে। এই বিতর্কের মাঝেই আরও এক সমস্যায় জড়িয়েছে আরসিবি শিবির। ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জ।য়ে পড়েন দলের হেড কোচ এন্ডি । পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নজরে আসে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের। পরবর্তীতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়, আইপিএলের আচরণবিধির ২.৩ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারকে জরিমানা করা হয়েছে। তাঁর ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, ম্যাচ চলাকালীন তিনি অশালীন ভাষা ব্যবহার করেন এবং চতুর্থ আম্পায়ারের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন। ফলে দুর্দান্ত জয়ের রাতেও বিতর্ক যেন পিছু ছা।ল না আরসিবির। একদিকে টিম ডেভিডের ভাইরাল ভিডিও, অন্যদিকে কোচের জরিমানা- সব মিলিয়ে ক্রিকেট মহলে এখন চর্চার কেংদ্রবিঃদুতে বেঙ্গালুরু শিবির। যদিও দলীয়ভাবে এখনও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। টিম ডেভিডও ভাইরাল ভিডিও নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। তবে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, আইপিএলের মতো বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগে খেলোয়াড়দের আচরণ সবসময়ই আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। মাঠের পারফরম্যান্স যেমন দর্শকদের নজর কাড়ে, তেমনই মাঠের বাইরের আচরণও সমান গুরুত্ব পায়। এই ঘটনার পর এখন দেখার, আইপিএল কর্তৃপক্ষ টিম ডেভিডের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয় কি না। তবে এটুকু নিশ্চিত, রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের উত্তেজনার থেকেও এখন বেশি চর্চা হচ্ছে সেই ভাইরাল ভিডিও নিয়েই।

বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগে টাকার ঝড়! সবচেয়ে দামি শাহবাজ

কলকাতা,১১ মে ঃ বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটে নতুন উত্তেজনার পারদ চড়াল বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ এর নিলাম। প্রথমবারের মতো ড্রাফ্‌ট পদ্ধতি সরিয়ে পূর্ণাঙ্গ নিলামের আয়োজন করল সিএবি। আর সেই নিলামেই সবচেয়ে বড় চমক হয়ে উঠলেন বাংলার বাঁহাতি অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির টানাটানির পর শেষ পর্যন্ত তাঁকে ১২.২০ লক্ষ টাকায় দলে নেয় রাঢ় টাইগার্স। রবিবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত এই নিলাম ঘিরে সকাল থেকেই ছিল ব্যাপক আগ্রহ। দুপুর দে।টা থেকে শুরু হওয়া নিলামে উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী-সহ বাংলার ক্রিকেট মহলের একাধিক পরিচিত মুখ। এবারের নিলাম শুধু ক্রিকেটার কেনাবেচার জন্য নয়, বরং বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটের ভবিষ্য দিকনির্দেশ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন ক্রিকেটবিশেষজ্ঞরা। গত দুই মরসুমে ড্রাফ্‌টিং পদ্ধতির মাধ্যমে দল গঠন করেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। কিন্তু এবার থেকে আরও প্রতিযোগিতামূলক এবং পেশাদার কাঠামো আনতে নিলামের পথ বেছে নেয় সিএবি। আর প্রথম নিলামেই উত্তেজনার পারদ ছুঁয়ে যায় চরমে। সবচেয়ে বেশি নজর ছিল শাহবাজ আহমেদের উপর। সাম্প্রতিক সময়ে আইপিএল এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের কারণে তাঁর চাহিদা যে আকাশছোঁয়া হবে, তা আগে থেকেই অনুমান করা হচ্ছিল। নিলামে ঠিক সেটাই দেখা গেল। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে দলে নেওয়ার জন্য বিড করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত রাইট টু ম্যাচ বা আরটিএম কার্ড ব্যবহার করে শাহবাজকে নিজেদের দলে ফিরিয়ে আনে রাঢ় টাইগার্স।

বাংলার এই স্পিন অলরাউন্ডারকে ঘিরে নিলামে সবচেয়ে ব। ল।াই দেখা যায়। ১২.২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাঁকে ধরে রেখে রাঢ় টাইগার্স কার্যত বুঝিয়ে দিল, দল গঠনের কেংঃদ্র থাকছেন শাহবাজই। তবে নিলামের অন্যতম ব। চমক ছিলেন মহঃ সামী ভারতের তারকা পেসারকে এবারের বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েনিন্ট লিগে খেলতে দেখা যেতে পারে বলেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, শামি নাকি টুর্নামেন্টে খেলার ব্যাপারে প্রাথমিক সম্মতিও দিয়েছেন। তাঁকে ৫.২০ লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছে Servotech Siliguri Strikers। শুধু শামিই নন, শিলিগুড়ি আরও বেশ কয়েকজন পরিচিত ক্রিকেটারকে দলে টেনেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন Karan Lal, Akash Deep এবং Sudip Chatterjee যদিও আকাশ দীপ শেষ পর্যন্ত খেলতে পারবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দলের সূচির উপর নির্ভর করবে তাঁর অংশগ্রহণ। এদিকে, বাংলার আরেক তারকা ক্রিকেটার Abishek Porel-কে ১০.৪০ লক্ষ টাকায় ধরে রাখে Kolkata Tigers এখানেও ব্যবহার করা হয় আরটিএম কার্ড। তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটারের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স তাঁকে নিলামের অন্যতম আকর্ষণীয় ক্রিকেটারে পরিণত করেছিল।

অন্যদিকে গ্বত্মঠ্ঞঙ্ক গত্মডজ্বগু-কে ধরে রেখেছে Sobisco Smashers Malda। বাংলার পেস আক্রমণের অন্যতম মুখ হিসেবে মুকেশকে নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হাতছা।। করেনি মালদা। বাংলার আরেক পরিচিত মুখ Sudip Gharami-কে দলে নিয়েছে Novas Royals দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করা এই ব্যাটারকে ঘিরেও নিলামে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। অভিজ্ঞ ক্রিকেটার Anustup Majumdar-কে দলে নিয়েছে Medinipur Wizards। অন্যদিকে বাংলার রঞ্জি অধিনায়ক Abhimanyu Easwaran রয়েছেন সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদার স্কোয়াডে। তরুণ পেসার Yudhajit Guha-কে দলে নিয়েছে Adamas Howrah Warriors। ভবিষ্যতের তারকা হিসেবে ইতিমধ্যেই নজর কাড়তে শুরু করেছেন তিনি। তবে নিলামের আবহে একটি ব। ধাক্কাও খেতে হয়েছে সিএবিকে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, এবারের বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েঃট লিগে মোট ৯টি দল অংশ নেবে। গত দুই মরসুমে ছিল ৮টি দল। নতুন একটি

৫ ওভার বল করুক ভুবি-নারিনরা, এক শর্তে আইপিএলে বোলারদের নিয়ম বদলের আর্জি সুনিল গাভাসকরের

মুম্বই, ১১ মে ঃ আইপিএল মূলত ব্যাটারদের খেলা! চার-ছক্কার মধ্যে হারিয়ে যায় বোলারদের কৃতিত্ব। তার মধ্যেও ভুবনেশ্বর কুমার, জশপ্রীত বুমরাহ, সুনীল নারিনরা উজ্জ্বল। এবার তাঁদের জন্য নতুন নিয়মের প্রস্তাব নিয়ে হাজির সুনীল গাভাসকর। ব্যাটাররা যদি সর্বোচ্চ ২০ ওভার ব্যাট করতে পারেন, তাহলে বোলাররা নির্ধারিত ৪ ওভারের থেকে বেশি বল করতে পারবেন না? প্রশ্ন তুলে এক বিশেষ শর্ত রাখছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। এখন অনায়াসে ২০০-র উপর রান উঠে যাচ্ছে। ব্যাটিং সর্বস্ব পিচ বানাচ্ছেন কিউরেটররা, ছোট করে দেওয়া হয়েছে মাঠের গণ্ডি। তবে গাভাসকরের মত, পিচে ব্যাটার-বোলার উভয়পক্ষ সুবিধা পেলেই ম্যাচ আরও টানটান হয়। বিশেষ করে পেসারের সুবিধার জন্য পিচ করার পক্ষে রায় দিচ্ছেন গাভাসকর। তাঁর সঙ্গে তিনি বলেন, আমার মনে হয়, একজন বোলারকে চার ওভার বল করানোর বিষয়টি এবার খতিয়ে দেখা উচিত। যদি একজন ব্যাটার পুরো ২০ ওভার ব্যাট করতে পারেন, তাহলে বোলাররা কেন নয়? একজন বোলার চার ওভারে তিন উইকেট পেলে পুরস্কার হিসেবে একটি বেশি ওভার বল করার অনুমতি কেন দেওয়া হবে না?

আইপিএলের মাঝপথে অস্ট্রেলিয়ার ডাক! ক্যামেরন গ্রিনকে হারানোর শঙ্কায় কেকেআর, প্লে-অফ স্বপ্নে বড় ধাক্কা?

কলকাতা, ১১ মে ঃ আইপিএলের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আচমকাই বড়ড় দুশ্চিন্তায় কলকাতা নাইট রাইটস। দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন-কে নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। অস্ট্রেলিয়ার আসন্ন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সফরের দলে জায়গা পেয়েছেন গ্রিন। আর সেই কারণেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে- আইপিএলের মাঝপথেই কি দেশে ফিরতে চলেছেন অজি তারকা? যদি তা-ই হয়, তাহলে প্লে-অফের দৌড়ে থাকা কেকেআরের জন্য তা হতে পারে বড় ধাক্কা। আইপিএলের বিজনেস এন্ড অর্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের আগে এমন খবর ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বা।ছে নাইট শিবিরে। বিশেষ করে যখন দল প্লে-অফে ওঠার লড়াইয়ে রয়েছে, তখন গ্রিনের মতো বহুমুখী ক্রিকেটারের সম্ভাব্য অনুপস্থিতি কেকেআরের কৌশল এবং ভারসাম্যে বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন ক্রিকেটবিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তান সফরের জন্য তাদের ওয়ানডে দল ঘোষণা করেছে। সেই দলে রাখা হয়েছে ক্যামেরন গ্রিনকে। তবে অবাক করার মতো বিষয় হলো, আইপিএলে খেলা একাধিক বড় তারকাকে এই সফর থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক Pat Cummins, পাশাপাশি Mitchell Starc এবং Josh Hazlewood-কে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সফরের দল থেকে বাদ রাখা হয়েছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, সামনে ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচি এবং আইপিএলের প্লে-অফ পর্বের কথা মাথায় রেখেই এই তিন তারকাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, যদি কামিন্স-স্টার্কদের বিশ্রাম দেওয়া হয়, তাহলে ক্যামেরন গ্রিনকে কেন রাখা হলো? আর এখানেই তৈরি হয়েছে

নতুন জল্পনা। অস্ট্রেলিয়া দলের পাকিস্তানে পৌঁছনোর কথা ২৩ মে। সেখানে ৩০ মে, ২ জুন এবং ৪ জুন তিনটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলবে তারা। অন্যদিকে আইপিএলের ফাইনাল ৩১ মে। অর্থাৎ আইপিএলের শেষ পর্যায় এবং অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক সিরিজ প্রায় একই সময়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রিন যদি জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেন, তাহলে প্লে-অফে কেকেআর তাঁকে নাও পেতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া কিংবা কেকেআর কর্তৃপক্ষের তরফে গ্রিনের আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে তাঁর জাতীয় দলে থাকা নিয়েই উদ্বেগ বাড়ছে সমর্থকদের মধ্যে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন নেটিজেনরা। অনেকের কৌতূহল- অস্ট্রেলিয়া কি ধরে নিয়েছে যে কেকেআর প্লে-অফে উঠবে না? নাকি জাতীয় দলের ডাক পাওয়ার কারণে আইপিএলের শেষ পর্যায়ের আগেই দেশে ফিরবেন ক্যামেরন গ্রিন? বিশ্লেষকদের মতে, এই অনিশ্চয়তা কেকেআরের ড্রেসিংরুমেও চাপ তৈরি করতে পারে। কারণ গ্রিন শুধু ব্যাট বা বল হাতে নয়, দলের সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মিডল অর্ডারে ব্যাটিং, প্রয়োজনীয় সময়ে দ্রুত রান তোলা এবং গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেওয়ার ক্ষমতার কারণে তিনি দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে, তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ করে দিতেই পাকিস্তান সফরে তুলনামূলক নতুন মুখদের উপর ভরসা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। দলের নেতৃত্বে থাকবেন Mitchell Marsh তিনি বর্তমানে Lucknow Super Giants-এর হয়ে খেলছিলেন। তবে এলএসজি ইতিমধ্যেই প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ায় তাঁর জাতীয় দলে যোগ দিতে কোনও সমস্যা নেই। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, পাকিস্তান সফর তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য বড় সুযোগ। বিদেশের মাটিতে চাপের মধ্যে তাঁরা কীভাবে নিজেদের সামলান, সেটাই দেখতে চায় অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্ট। শুধু পাকিস্তান সফর নয়, জুন মাসে বাংলাদেশ সফরেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে কামিন্স, স্টার্ক এবং হ্যাজলউডকে। তবে সেই সিরিজে জাতীয় দলে ফিরবেন স্তুগুজ্বন্তু ঞ্চঞ্জ্বঞ্জ এছা।। সুযোগ পেয়েছেন কুপার কনোলি, জেভিয়ার বার্টলেট, বেন ডোয়ারশুইস, স্পেনসার জনসনদের মতো তরুণ ক্রিকেটাররা। উপমহাদেশের স্পিন সহায়ক উইকেটের কথা মাথায় রেখে দলে রাখা হয়েছে Matthew Kuhnemann এবং Tanveer Sangha-কেও। এদিকে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, দেশের তারকা ক্রিকেটারদের আইপিএলের চেয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বেশি মনোযোগী রাখতে বড় অঙ্কের চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে প্যাট কামিন্সকে নাকি তিন বছরে প্রায় ১১১ কোটি টাকার চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি আইপিএলে Sunrisers Hyderabad-এর হয়ে বছরে প্রায় ১৮ কোটি টাকা পান। একই ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ট্র্যাভিস হেডকেও। এর থেকেই স্পষ্ট, আইপিএলের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়েই নিজেদের আন্তর্জাতিক সূচি ও ক্রিকেটারদের ভবিষ্য পরিকল্পনা সাজাচ্ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তবে এই সমস্ত কিছুর মাঝেই সবচেয়ে ব। প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে- কেকেআর কি আইপিএলের শেষ পর্বে ক্যামেরন গ্রিনকে পাবে? নাকি জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনের জন্য মাঝপথেই দেশে ফিরবেন অজি অলরাউন্ডার? এখনও উত্তর মেলেনি। কিন্তু আইপিএলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই অনিশ্চয়তা যে কেকেআরের সমর্থকদের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে, তা বলাই যায়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com